আচার্য্যের উপদেশ।

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন

প্রদত্ত।

তৃতীয় খণ্ড।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট্।

"মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে",

ব্রাহ্মট্রাষ্ট সোসাইটির জন্য কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৩৬ শক।

 মূল্য ॥০ আনা।

আচার্য্যের উপদেশ।

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন

প্রদত্ত।

তৃতীয় খণ্ড।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট।

"মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে",

ব্রাহ্মট্রাষ্ট সোসাইটির জন্য কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

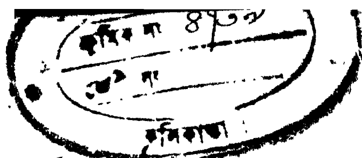
১৮৩৬ শক।

মূল্য ।০ আনা।

সূচীপত্র।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
নিরাকার ঈশ্বরদর্শন	...	১
অভিন্নহৃদয়ত্ব	...	৬
নাম সাধন	...	৯
দীক্ষিতগণের প্রতি উপদেশ	...	১১
ঈশ্বরদর্শন	...	১৫
দর্শন ও শ্রবণযোগ (হিন্দি)	...	২০
নৈকট্য সাধন	...	২২
সশরীরে স্বর্গে গমন	...	২৮
সপরিবারে স্বর্গে গমন	...	৩৩
পরিবার এক	...	৪১
কূপ ও নদী	...	৪৮
প্রেমই প্রেমের পুরস্কার	...	৫৪
আশা শাস্ত্র	...	৬০
চির উন্নতি	...	৬৩
উপাসনাতে সুখ	...	৬৯
অনন্তকালের সহিত সম্বন্ধ	...	৭২
এখনই স্বর্গে গমন	...	৮০
নির্লিপ্ত ঈশ্বর	...	৮৮
প্রার্থনার উত্তর অবশ্যম্ভাবী	...	৯৪

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
পাপের অন্ত আছে পুণ্যের অন্ত নাই	...	৯৮
আশা ভবিষ্যতের দিকে	...	১০৪
ব্রহ্মদর্শনে ব্রাহ্মত্ব	...	১০৯
প্রাণদুর্গ	...	১১৪
প্রেমের জয়	...	১২১
ঈশ্বরদর্শন	...	১৩০
নিঃসন্দিগ্ধ ব্রহ্মদর্শন	...	১৩৬
আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন	...	১৪২
ভক্তিতে ব্রহ্মদর্শন	...	১৪৭
ঈশ্বরের সাক্ষীর অভাব	...	১৫২



আচার্য্যের উপদেশ।

নিরাকার ঈশ্বর দর্শন।

[বেরিলী]

২৩শে আশ্বিন, ১৭৯৫ শক।

যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা অতি কঠিন, এখন আমরা চারিদিকে সেই ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্দীপন দেখিতেছি। যে ব্রহ্মসাধন নিতান্ত কঠিন বলিয়া বহুকাল হইতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাহা পরিত্যাগ করিয়া পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষে সেই ব্রহ্মসাধনের পুনরুদ্দীপন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি। নিরাকার ঈশ্বর সাধন করা সামান্য নহে, মনুষ্যের মন বাল্যকাল হইতে বহির্ব্বিষয়ে আসক্ত। ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু সকল যেমন মনুষ্য অতি সহজেই প্রত্যক্ষ করে, ইন্দ্রিয়াতীত নিরাকার ঈশ্বরকে সেইরূপ দেখিতে পায় না। মনুষ্যজীবনে এখন যে শরীরসাধনই প্রধান হইয়াছে, কে ইহা অস্বীকার করিবে? বাহিরের বস্তু মনুষ্য সহজেই সম্ভোগ করিতে পারে, সুতরাং বাহিরের বস্তুর জন্যই তাহার মন সর্ব্বদা লালায়িত হয়। বিষয়রসে তাহার মন এমনই গূঢ়ভাবে মুগ্ধ যে, অতীন্দ্রিয় সামগ্রী তাহার লালসা উদ্দীপন করিতে পারে না। এই জন্যই কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি বৃদ্ধ, কি যুবা সকলেই সংসার সাধন করিতেছে। এই অবস্থায় কিরূপে মনুষ্য নিরাকার ঈশ্বরের সাধন করিবে? কিরূপে নিরাকার ব্রহ্মের সাধন করিতে

হয়, চারিদিকে তাহার শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে এবং সেই সম্পর্কে শত সহস্র উপদেশ হইতেছে; কিন্তু তথাপি দেখিবে সেই সকল উপদিষ্ট ব্যক্তি কার্য্যেতে নিরাকার ঈশ্বরকে ভাবিতে পারে না। ধ্যানের সময় পৃথিবীর পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া প্রকাশিত হয়; অন্তরের অভ্যন্তরে নিরাকার পরব্রহ্মের বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিতে পারে না। চক্ষু খুলিলে যে রোগ, চক্ষু নিমীলন করিলেও তাহাদের মনের মধ্যে সেই রোগ, এবং সেই সকল পার্থিব সুখের আন্দোলন। এইজন্য যদিও পূর্ব্বকালের ঋষিদিগের মধ্যে ব্রহ্মসাধন প্রচলিত ছিল, এখন নানা কারণে সেই উপাসনাপ্রণালী বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় এই ভারতবর্ষেই আবার আমরা ব্রহ্মজ্ঞানের সমালোচনা দেখিতেছি। যে দেশের লোকের নিরাকার ব্রহ্মসাধনে অক্ষম বলিয়া পৌত্তলিক হইয়াছে, সে দেশে কেন আবার ব্রহ্মসাধন আরম্ভ হইল? যে দেশে চারিদিকে পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপের আড়ম্বর, সে দেশে কেন আবার ব্রহ্মজ্ঞানের সমালোচনা? ইহার একমাত্র উত্তর—মনুষ্যস্বভাব চিরদিন মিথ্যা দ্বারা প্রবঞ্চিত থাকিতে পারে না। মনুষ্যের মন স্বভাবতই অজ্ঞান এবং পাপ-শৃঙ্খল ছেদন করিয়া আপনার স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত। পরলোক এবং অনন্ত কালের অধিকারী ঈশ্বরের অমর সন্তান, পাপ এবং পৌত্তলিকতার সাধ্য কি যে, তাহাকে চিরকাল আবদ্ধ করিয়া রাখে? অজ্ঞান হইতে উন্মুক্ত হইয়া মনুষ্য একদিন সত্যের জয় ঘোষণা করিবেই করিবে। "সত্যমেব জয়তে" জগতে সত্যের জয় নিশ্চয় হইবে। এইজন্য আমরা দেখিতেছি ভ্রম কুসংস্কার এবং পাপ, পৌত্তলিকতা ভস্মীভূত করিবার জন্য চারিদিকে ব্রহ্মাগ্নি

প্রজ্বলিত হইতেছে। কার সাধ্য এই অগ্নি নির্ব্বাণ করে? এই জন্যই ভারত সন্তানগণ, স্বাধীনচিত্ত নরনারীগণ, বলিতেছি, আমরা এই ভারতবর্ষেই আবার অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের পূজা প্রচার করিব। আমরা নিজে নিজে সেই নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিব এবং জগতের সকলকে ডাকিয়া তাঁহাকে দেখাইব। অবিশ্বাসীরা বলিতেছে, যে ভারতবর্ষ অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে লাভ করিতে অক্ষম হইয়া এতকাল পৌত্তলিক রহিয়াছে, তোমরা আবার কেন ইহার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতেছ? কিন্তু যাহারা যথার্থই ব্রহ্মপিপাসু, কাহার ক্ষমতা তাহাদিগকে নিবৃত্ত করে? তাহারা কোথায় অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর, কোথায় অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর বলিয়া উৎসাহের সহিত ব্রহ্মান্বেষণ করিতেছে। ঈশ্বরের জন্য জীবাত্মার প্রকৃতির মধ্যে যে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিহিত রহিয়াছে মনুষ্য কি তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে? মিথ্যা দ্বারা সেই ব্রহ্মক্ষুধা চরিতার্থ হয় না। এইজন্যই ঈশ্বরের কৃপায় এখন চারিদিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। কিন্তু ইহা দেখিয়া কেহ নিশ্চিন্ত হইতে পারি না, কেন না বার বার যদি মনুষ্যগণ এই ভারতভূমিতেই নিরাকার ঈশ্বরকে পাইয়া আবার হারাইয়া থাকে, কে বলিতে পারে আমাদের সেই দুর্দ্দশা হইবে না? অতএব এই ব্রহ্মজ্ঞানের শেষ পর্য্যন্ত না যাইতে পারিলে আমাদের নির্ভয় হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মসাধনের পথ প্রথমতঃ দুর্গম এবং কণ্টকময়; কিন্তু শেষ ভাগ অতি সহজ এবং সুধাময়। প্রথমে সংসার ছাড়িয়া ঈশ্বরের দিকে যাওয়া কঠিন। প্রথমাবস্থায়, কি নির্জ্জনে, কি পর্ব্বতগহ্বরে প্রবেশ কর, মনকে স্থির করা নিতান্ত কঠিন, কেন না তোমার মনের সঙ্গে সংসারের সেই স্ত্রী, সেই সন্তানগণ সংযুক্ত রহিয়াছে। এইজন্যই

পূর্ব্বকার সাধুরা বলিয়াছেন, ধর্ম্মপথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ। এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে দুর্জ্জয় বিষয়বাসনা সকল বারংবার জয় করিতে হইবে, কাম ক্রোধ ইত্যাদি অন্তরের দুর্দ্দান্ত কুপ্রবৃত্তি সকলকে বধ করিতে হইবে। এইজন্যই সাধককে প্রথমাবস্থায় অনেক কঠিনতা, এবং বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিতে হয়। বিশেষতঃ যাহারা বহুকাল কাম, ক্রোধ ইত্যাদি জঘন্য রিপুদিগকে চরিতার্থ করিয়াছে তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান অতি কঠিন ব্যাপার। পাপ দমন করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিতে হইবে, মায়াবন্ধন ছেদন করিয়া ঈশ্বরের প্রেমে বদ্ধ হইতে হইবে, এই দুই প্রকার সাধন কঠিন বলিয়া অনেক পাপাচারী শীঘ্রই ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করে। চিরকাল যাহারা ইন্দ্রিয়সেবা করিয়া আসিয়াছে হঠাৎ জিতেন্দ্রিয় হওয়া তাহাদের পক্ষে অতি কঠিন। এইজন্য বারংবার বলিতেছি ধর্ম্মপথের প্রথমাবস্থায় অনেক ভয়, নিরাশা এবং নিরুৎসাহ দেখিবে; কিন্তু ভীত না হইয়া অগ্রসর হও, দেখিবে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মপথ অতি সুলভ এবং আলোকময় হইবে। আমাদের এই দোষ যে, শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য থাকে না। আমরা মনে করি নদীর উপরিভাগে মুক্তা, কিন্তু তাহা নহে; মুক্তা লাভ করিতে হইলে গভীর জলে নিমগ্ন হইতে হইবে। যতই গভীর হইতে গভীরতর সাধনে নিযুক্ত হইব ততই ধর্ম্ম মধুময় হইবে। এখন সংসার ছাড়িয়া ঈশ্বরের হওয়া কঠিন, তখন ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসারে আসক্ত হওয়া কঠিন হইবে। যখন ধর্ম্মের মধু আস্বাদন করিব তখন উপাসনা না করা অসম্ভব হইবে। তখন জানিব ব্রহ্ম কেমন সুমিষ্ট নাম। এখন সংসারের মোহে অচেতন থাকা সহজ, তখন ব্রহ্মপ্রেমে মোহিত হওয়া নিতান্ত সহজ হইবে।

এখন যেমন অনায়াসে বায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাসে গ্রহণ করি, তখন এইরূপ সহজে আত্মা ঈশ্বরে জীবন ধারণ করিবে। অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে এখন চিন্তা করা কঠিন; কিন্তু আত্মা প্রকৃতিস্থ হইলে ব্রহ্মধ্যান অতি সহজ। পরিবার পরিত্যাগ করিতে ব্রাহ্মসমাজ কখন উপদেশ দেন না। ব্রাহ্মেরা বলেন, যদি দুই মিনিট প্রেমের সহিত প্রেমময় ঈশ্বরকে ডাকিতে না ডাকিতে পরিবারের মধ্যেই তাঁহার পবিত্র সিংহাসন দেখিতে পাই, তাঁহাকে ডাকিলে পাপযন্ত্রণা দূর হয়, যদি ঈশ্বরের নাম গান করিয়া সুখী হইতে পারি, তবে কেন আর নিত্য সুখে বঞ্চিত হই। সুখ এ পৃথিবীতে নাই, অসার বিষয়সুখে জীবের তৃপ্তি হয় না, প্রকৃত ঈশ্বরকে না জানিলে আত্মার শান্তি নাই। যদি দুটী পয়সা লাভ করিবার জন্য আয়াস এবং সাধন আবশ্যক, তবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে ঈশ্বররূপ পরম ধন তাঁহার জন্য কি পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হয় না? সাধন কর, নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে দেখিয়া সুখী হইবে। পরিবার রক্ষা করিবার জন্য জীবনের রক্ত শেষ করিতেছ, ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য কি কিছুই করিবে না? প্রেমফুল লইয়া প্রতিদিন ঈশ্বরের চরণতলে উপহার দেও, সকল দুঃখ পাপ দূর হইবে। স্ত্রী পুত্র সকলকে লইয়া তাঁহার পূজা কর, পৃথিবীতেই স্বর্গের সুখ ভোগ করিবে। মনের চক্ষু যদি অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে দেখিতে পায় তবে সকল অবস্থাতেই নিত্য সুখে সুখী থাকিবে। যদি উপদেশ চাও, তিনি গুরু, তাঁহার নিকট যাও; যদি পরিত্রাণ চাও, তিনি পরিত্রাতা, তাঁহার শরণাপন্ন হও; যদি পরিবার চাও, তিনি পিতা মাতা তাঁহার সন্তানগণ ভাই ভগ্নী, তাঁহার গৃহে প্রবেশ কর। বাহিরে তাঁহাকে অন্বেষণ করিও না। তিনি হৃদয়ের ধন, হৃদয়ের মধ্যে তাঁহাকে দেখ। পাঁচদিন

সাধন কর, নিশ্চয়ই অতীন্দ্রিয় পিতাকে দেখিয়া সুখী হইবে। অমৃতপাত্র হাতে লইয়া হৃদয়ের মধ্যে তিনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, দগ্ধ মনের উপর প্রেমের শীতল জল বর্ষণ করিবেন এই তাঁহার সংকল্প। কি কলিকাতা, কি বেরিলি, কি হিমালয়, কি ভারতের অন্য স্থানে, কি নির্জ্জনে, কি ভক্তবৃন্দের মধ্যে যেখানে তাঁহাকে ডাকিবে, সেই খানেই প্রেমময় দেখা দিবেন। একবার যদি তাঁহার মুখের প্রেমজ্যোতি দেখিতে পাও, ইচ্ছা হইবে চিরকাল সকলে একত্র হইয়া দয়াময় দয়াময় বলিয়া দিন যাপন করি।

অভিন্ন-হৃদয়ত্ব।

[মশুরী পর্ব্বত।]

আশ্বিন রবিবার, ১৭৯৫ শক।

এই পর্ব্বত হইতে কত নদী ভিন্ন ভিন্ন দিকে বহির্গত হইয়া কত দেশের কল্যাণ সাধন করিতেছে; কিন্তু সমুদয় নদীর উৎপত্তি স্থান এক পর্ব্বত। এই রূপ এক পিতার প্রেম আমাদের সকলের হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহার শ্রীচরণ হইতে এক প্রেমগঙ্গা বহির্গত হইয়া আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া জগতের কত লোকের কল্যাণ সাধন করিতেছে। আমাদের জীবনের অন্য সহস্র প্রকার প্রভেদ থাকে থাকুক; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে. আমাদের সকলেরই হৃদয়ে সেই এক অটল পর্ব্বত হইতে প্রেমনদীর জল আসিতেছে, ইহা দেখিলে আমাদের জীবনের অন্য সহস্র প্রকার অনৈক্যের কারণ আমাদিগকে ভীত করিতে পারে না। যিনি আমাদের সকলের সাধারণ দয়াময় পিতা, তাঁহার মধ্যে আমাদের

মিল হইলে আমাদের জীবন কদাচ বিবাদের ভূমি হইতে পারে না। সমুদয় জগতের কর্ত্তা সেই ভক্তবৎসলের চরণে সম্মিলিত হইলে সকল অনৈক্য বিস্মৃত হইয়া যাই, এবং তাঁহার প্রেম সকলের অন্তরে আসিতেছে ইহা অনুভব করিলে হৃদয়ে আর আনন্দ শান্তির সীমা থাকে না। অতএব ভাই, ভগ্নি, সকলে এস, যেখান হইতে সেই প্রেম বাহির হইতেছে, সেই উচ্চ অটল পর্ব্বতরূপ ঈশ্বরের কাছে বসিয়া সকলে একপ্রাণ হইয়া তাঁহার পূজা এবং সেবা করি। সেই সময় শীঘ্রই আসিতেছে, যখন আর আমরা ভিন্ন থাকিতে পারিব না। ভিন্নতা মহাপাপ। এত কাল একত্র ব্রহ্মোপাসনা করিয়াও যদি আমরা পরস্পর হইতে ভিন্ন থাকিতে পারি, তবে মহাপাতকী বলিয়া অচিরেই আমরা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইব। পিতার নামে এক না হইলে কদাচ আমাদের দ্বারা তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার হইবে না; অদ্যাবধি আমরা পিতার চরণে একপ্রাণ হই নাই, ইহা ভাবিলে অন্তর দুঃখে বিদীর্ণ হয়। ভাই ভগ্নীরা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এবং আমরা তাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে বাস করি আমরা ইচ্ছা করি না; কিন্তু যত দিন আমরা এইরূপ অভিন্ন-হৃদয় না হইব, ততদিন স্বর্গ ও পরিত্রাণ আমাদের পক্ষে মিথ্যা। যে দিন সকলের জ্ঞান বুদ্ধি একত্র হইয়া ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিবে, এবং সকলের প্রেম ভক্তি সম্মিলিত হইয়া তাঁহার পূজা করিবে, এবং আমাদের সমুদয় বল শক্তি এক হইবে, তাহার সেবায় নিযুক্ত হইবে, সে দিন দেখিবে যে পৃথিবীতেই ঈশ্বরের প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রকারে যদি একপ্রাণ, একাত্মা এবং অভিন্নহৃদয় হইয়া পৃথিবীতে প্রভুর কার্য্য করিতে পারি, অনতিবিলম্বে আমাদের মধ্যেই তাঁহার স্বর্গরাজ্য দেখিয়া

সুখী হইবে। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাই আমাদের পক্ষে ঘোর বিপদ এবং পরীক্ষা। ঈশ্বর আমাদের সকলের মধ্যবিন্দু; আমাদের সকলের আত্মা যদি সহজেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়, আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই একতা হইবে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের যাহা কিছু সার এবং স্বর্গীয়, সকলই ঈশ্বরের, কেন না আমরা সকলেই পিতার সাধারণ সম্পত্তি, সুতরাং আমাদের অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। এইরূপে যখন বিশ্বাস এবং প্রেমনয়নে আমাদের মধ্যে পিতাকে দেখিব, এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক সকলেই তাঁহার অধীন হইব, তখন আমরা সহজেই একপ্রাণ হইব. এবং আমাদের মধ্যে আপনাপনি শান্তিরাজ্য সংস্থাপিত হইবে। অতএব যদি এ জীবনে সুখ শান্তি চাও, তবে ত্বরায় একপ্রাণ হও। এক ঈশ্বরকে যদি সকলে দেখ, সকলের চক্ষু এক হইবে; এক ঈশ্বরের কথা যদি সকলে শ্রবণ কর, সকলের কর্ণ এক কর্ণ হইবে; এক ঈশ্বরের প্রেম যদি সকলে আস্বাদন কর, সকলের প্রেম একপ্রেম হইবে; এক নামামৃত যদি সকলে পান কর, সকলের রসনা এক হইবে। এই রূপে যখন সকলের রসনা একরসনা হইবে, এইরূপে যখন সকলের জীবন অদ্বিতীয় ঈশ্বরে এক হইবে, তখন সেই জীবনগঙ্গা নদীর ন্যায় চারি দিকে ধাবিত হইয়া জগতের কল্যাণসাধন করিবে, এবং যাঁহারা একপ্রাণ এবং অভিন্নহৃদয় হইবেন, তাঁহারাও তখন সহস্র গুণে ধন্য এবং কৃতার্থ হইবেন।

নামসাধন।

[দেরাদুন।]

১১ই কার্ত্তিক, ১৭৯৫ শক।

পৃথিবীতে এমন সময় ছিল যখন সাধনপ্রণালী অতি বিস্তৃত ছিল; কিন্তু মনুষ্যের আত্মা যতই ঈশ্বরের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল অবগত হইতেছে, সাধন প্রণালী ততই সহজ এবং সূক্ষ্ম হইয়া আসিতেছে। এই সামান্য সূক্ষ্ম সূত্র যদি আমরা অবলম্বন করিতে পারি তবেই আমাদের পরিত্রাণ। যাহারা অল্প বিশ্বাসী, যাহারা ধর্ম্মের প্রথম সোপানে অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা সহজে এই ক্ষুদ্র উপায় অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে পারে না, তাহাদের জন্য দীর্ঘ প্রণালী আবশ্যক, কিন্তু যাঁহারা অধিক দিন সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে অতি সামান্য একটী শব্দই যথেষ্ট। দয়াময় কিংবা প্রেমময়, কি পিতা এইরূপ একটী নাম কিংবা শব্দ উচ্চারণ মাত্র তাঁহাদের অন্তরে ভক্তি প্রেম উথলিয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থা লাভ না করিলে বাঁচিবার আর অন্য পথ নাই। জগতের সমুদয় ভক্তবৃন্দেরাই এই সহজ পথ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হইয়াছেন, আমাদেরও ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। বহু কাল কঠোর সাধনের সময় অতীত হইয়াছে। এখন জীবন্ত বিশ্বাস এবং জীবন্ত প্রেমের সময়, এ সময় ভক্তি প্রেম এবং কৃতজ্ঞতাভরে কেবল ঈশ্বরের নাম করিলেই জীবের পরিত্রাণ হইবে। তাঁহার নাম গ্রহণ করিবা মাত্র যদি নিতান্ত জঘন্য হৃদয়ের মধ্যেও স্বর্গ প্রকাশ হইল দেখিতে না পাই, তবে ঈশ্বরের নামে বিশ্বাসের উপর আর জগতের বিশ্বাস

থাকিবে না। যথার্থ সাধক যাঁহারা তাঁহারা নাম করিতে করিতে স্বর্গরাজ্যে উপনীত হন। তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবামাত্র ভক্তের অন্তরের দুষ্প্রবৃত্তি এবং পাপ সকল নিস্তেজ হয়। তাঁহার নাম স্মরণমাত্র ভক্তের অন্তরে দিব্য জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য জ্যোতি প্রকাশিত হয় এবং সকল প্রকার অন্ধকার আপনা আপনি চলিয়া যায়। তাঁহার নাম করিবা মাত্র কিরূপে আত্মার মধ্যে স্বর্গীয় পরিবর্ত্তন হয় সাধক নিজেই বুঝিতে পারেন না, অন্যকে কিরূপে বুঝাইবেন? ভক্ত ঈশ্বরকে ডাকিবা মাত্র কেবল তাঁহাকে নিকটে উপস্থিত দেখিতে পান তাহা নহে, ইহপরলোকবাসী সমুদয় ভক্ত মণ্ডলীকে তিনি তাঁহার হৃদয়ের নিকটবর্ত্তী দেখিতে পান। যিনি নাম গ্রহণ করিবামাত্র ঈশ্বর এবং স্বর্গরাজ্য নিকটে দেখিতে পান, পাপ, দুঃখের সাধ্য কি তাঁহাকে সন্তাপিত করে। অতএব যদি বিশ্বাস ভক্তি পরীক্ষা করিতে চাও, আত্মার মধ্যে গম্ভীর স্বরে ঈশ্বরের নাম করিও। যদি নাম করিবামাত্র তাঁহাকে নিকটে দেখিয়া অন্তরে প্রেম ভক্তি উথলিয়া না পড়ে, সমুদয় দুঃখপাপহারী ঈশ্বরকে ভাবিলেও যদি অন্তরের রিপুসকল অবসন্ন না হয়, তাঁহার নামে যদি কঠিন পাষাণ তুল্য অপবিত্র হৃদয় প্রেমের উদ্যান না হয়, তবে জানিও এখন তোমার সেই বিস্তৃত দীর্ঘ সাধন প্রণালীর সময় অতীত হয় নাই। অতএব পরিশ্রান্ত অল্পবিশ্বাসিগণ! বিশ্বাসী হও, বিশ্বাস থাকিলে ঈশ্বরের একটী নাম গ্রহণ করিবামাত্র তাঁহাকে নিকটে উপস্থিত দেখিতে পাইবে, এবং তাঁহার শ্রীচরণে একটী প্রণাম করিলেই তোমাদের আত্মা তাঁহার পবিত্র সিংহাসন স্পর্শ করিবে।

দীক্ষিতগণের প্রতি উপদেশ।

[দেরাদুন।]

মঙ্গলবার, ১৩ই কার্ত্তিক, ১৭৯৫ শক।

পরিশ্রান্ত পথিক পথে রৌদ্রের উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া যখন বৃক্ষতলে ছায়া লাভ করে, তখন তাহার যেমন আনন্দ হয়, তোমরাও সেইরূপ অনেক দিন সংসারপথে ভ্রমণ করিতে করিতে নানা প্রকার কষ্ট ক্লেশ পাইয়া আজ ব্রাহ্ম পরিবাররূপ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আনন্দিত হইলে। সংসারের নানা প্রকার দুঃখ যন্ত্রণা এবং বাধা বিপত্তি বহুকাল তোমাদের সুখ হানি করিয়াছে, অনেক প্রকার পাপ অপরাধে তোমাদের মন বিদ্ধ হইয়াছে, সংসারের কণ্টকে তোমরা অনেক কষ্ট পাইয়াছ, তোমাদের দুঃখ দেখিয়া দয়াময় ঈশ্বর বিশেষ সময়ে তোমাদিগকে পুত্র কন্যা বলিয়া তোমাদের হাত ধরিলেন। বিশ্বাসচক্ষু খুলিয়া দেখ কে তিনি, যিনি দয়া করিয়া তোমাদের হস্ত ধারণ করিলেন, ভাল করিয়া তাঁহাকে চিনিয়া লও, এরূপ দৃঢ় করিয়া তাঁহার চরণ বক্ষে বাঁধিয়া লও যে, কখনও তাঁহাকে ছাড়িতে পারিবে না। যিনি পাপ দুঃখের অবস্থা হইতে তোমাদিগকে পুণ্য এবং সুখ সম্পদের অবস্থায় লইয়া যাইতে আসিয়াছেন, সাবধান, কখনও তাঁহাকে ভুলিও না। যিনি এত দয়া করিয়া তোমাদিগকে তাঁহার ব্রাহ্ম পরিবার মধ্যে স্থান দিলেন, কখনও তাঁহাকে ছাড়িয়া এই পরিবারে কলঙ্ক আনিও না। এখন ব্রাহ্মধর্ম্মের অতি আশ্চর্য্য সময় আসিয়াছে, দেশ দেশান্তরে এখন সত্যের জয় বিস্তার হইতেছে, শত সহস্র আত্মাতে এখন স্বর্গরাজ্য হইতে প্রেমনদী প্রবাহিত

হইতেছে। তোমাদের বড় সৌভাগ্য যে এ সময়ে তোমরা দীক্ষিত হইলে। এই যে সম্মুখে পুষ্পগুলি, যদিও ইহারা অতি সুন্দর, কিন্তু পিতার কৃপায় যখন তোমাদের মনের মধ্যে তাঁহার প্রীতি প্রেম ভক্তি ফুলসকল ফুটিবে. সেই সৌন্দর্য্যের তুলনায় ইহাদের সৌন্দর্য্য কিছুই নহে। পিতার দয়াগুণে আমাদের ব্রহ্মমন্দিরের অনেকগুলি ভাই ভগ্নীর অন্তরে এ সকল মধুময় ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, চক্ষু নিমীলন করিলেই সেই স্বর্গের উদ্যান দেখিয়া প্রেমধারা বহিতে থাকে। দয়াময় আমাদের ন্যায় পাতকীদিগকে এত দয়া করিবেন, ইহাত জানিতাম না। তাঁহার করুণাগুণে যে সকল স্বর্গের ব্যাপার দেখিযাছি, তাহা কি বাক্যে বলিতে পারি? (বলিতে বলিতে আচার্য্যের বাক্ রুদ্ধ হইল, এবং ক্রমাগত প্রেমাশ্রুপাত হইতে লাগিল) আমাদিগকে স্বর্গের পিতা কি জন্য এমন সৌন্দর্য্য দেখাইতেছেন? স্বর্গের শোভা দেখাইয়া আমাদিগকে তাঁহার প্রেমে একেবারে ভুলাইয়া রাখিবেন, এই কি তাঁহার অভিপ্রায় নহে? যদি চক্ষু থাকে খুলিয়া দেখ, কেমন সুন্দর তিনি যিনি তোমাদের হাত ধরিয়াছেন, এক বার দেখিলে কি কাহারও ইহাঁকে ছাড়িতে ইচ্ছা হয়? ইনি যে পথে তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন, ক্রমাগত ইহাঁর সঙ্গে সেই পথে চলিয়া যাও, ভয় নাই, বিপদ নাই। যাহাদিগকে তোমরা আত্মীয় এবং আপনার লোক বল, তাহারা তোমাদিগকে পাপ পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিবে, সাবধান, তাহাদের কথায় ভুলিয়া পিতাকে ছাড়িও না। জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে যে দয়াময় নাম দিয়াছেন তাহা পাপী তাপীর একমাত্র ধন। এই নাম দিন দিন সাধন কর, সাধনের সঙ্গে সঙ্গে দেখিবে এই নামের কত

মহিমা ! এই ত সামান্য একটী ক্ষুদ্র নাম, ইহাতে কত পাষাণহৃদয় গলিয়া গিয়াছে, ভাবিলে মন স্তব্ধ হয়। ঈশ্বর আপনি তোমাদের প্রত্যেকের ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহা কি তোমরা দেখিতেছ না? ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তোমরা ডাকিবামাত্র স্বর্গ ছাড়িয়া তিনি তোমাদের কাছে আসিয়া বসিবেন। তাঁহাকে ডাকিলে আমাদের ঈশ্বর এই কথা বলেন না যে, এখন তুমি কিছুকাল কষ্ট পাও, পরে দেখা দিয়া আমি তোমাকে সুখী করিব। আমাদের ঈশ্বরের মুখে কেহই কখনও এ কথা শুনে নাই। যখনই তাঁহাকে ডাকিবে, তখনই তিনি দেখা দিয়া তোমাদের আত্মাতে প্রেমামৃত বর্ষণ করিবেন, এবং মাতার ন্যায় পুণ্য সুধা পান করাইবেন। তাঁহার কৃপায় কদাচ নিরাশ এবং ভগ্নোৎসাহ হইও না। প্রতিদিন মনের সহিত প্রাণের সহিত তাঁকে ডাকিও, তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি তাঁহার নিজের পরিচয় দিয়া তোমাদিগকে দেখা দিবেন। মানুষ তাঁহার পরিচয় দিতে পারে না। কেবল উপাসনার সময় তিনি তোমাদের কাছে আসিবেন তাহা নহে, যেখানে তোমরা থাক, কি সজনে, কি নির্জ্জনে, কি সাংসারিক কোন কার্য্যে, সর্ব্বদাই তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন। যখন দেখিবে কেহই কাছে নাই, সেখানেও দেখিবে একজন কাছে বসিয়া আছেন। পৃথিবীর মধ্যে যাঁহারা অতি আত্মীয়, এমন কি পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা তাঁহারাও পরিত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার পুত্র কন্যাকে দূরে ছাড়িয়া যান, ইহা কি তোমাদের মধ্যে কেহ শুনিয়াছ? তিনি যেমন নিমিষের জন্য তাঁহার কোন সন্তানকে ছাড়িয়া যান না, তোমরাও চিরকাল অবিশ্রান্ত তাঁহার সাধন কর। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমন্ত্র

"দয়াময় পিতা আমার কাছে বসিয়াছেন", প্রত্যহ তোমরা এই মহামন্ত্র সাধন কর। ইহা সাধন করিতে করিতে গভীর প্রেম-তরঙ্গে এবং মহানন্দে তোমাদের প্রাণ গলিয়া যাইবে। যদি অন্তরে রিপু প্রবল হয়, তৎক্ষণাৎ কোথায় দয়াময় বলিয়া তাঁহাকে ডাকিবে, দেখিবে ডাকিবামাত্র তোমাদের নিস্তেজ মন পুণ্যবলে পরিপূর্ণ হইবে। আজ তোমরা যে ব্রত গ্রহণ করিলে ইহা সামান্য ব্রত নহে, ইহকাল, পরকাল অনন্তকাল জীবনের এই মহাব্রত সাধন করিতে হইবে। ভাই ভগ্নী সকলে মিলে সদ্ভাবে থেক। আজ যাঁহারা স্বামী স্ত্রী সর্ব্বসাক্ষী পিতার নিকটে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রাহ্মপরিবারভুক্ত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরের কৃপায় আজ নূতন স্বর্গীয় সম্পর্ক সংস্থাপিত হইল। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা আজ পবিত্রভাবে ঈশ্বরের কাছে স্বামী স্ত্রী বলিয়া মিলিত হইলেন। এইরূপে যদি দুই আত্মার মিলন হয়, ইহা হইতে আর পৃথিবীতে সুন্দরতম দৃশ্য কি আছে ? ভাই, ভগ্নী, বিনীতহৃদয়ে তোমাদিগকে বলিতেছি, এক ধর্ম্মকে পরস্পরের প্রাণ করিয়া চিরকালের জন্য ঈশ্বরের দাস দাসী হইয়া থাক। দয়াময় তোমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। যেখানে পঁহুছিলে পাপ যন্ত্রণা থাকিবে না, ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই পবিত্র শান্তিনিকেতনে লইয়া যাউন। তাঁহার কৃপায় আজ তোমরা আমাদের হইলে এবং আমরা তোমাদের হইলাম। বল চিরকাল আমরা সকলে মিলিয়া আমাদের সেই এক দয়াময় পিতার পবিত্র প্রেম গৃহে বাস করিব।

ঈশ্বর দর্শন।

[অযোধ্যা।]

১৭ই আশ্বিন, ১৭৯৫।

এই মাত্র আমরা কঠোপনিষদের একটী শ্লোকে শ্রবণ করিলাম "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে।" যে ব্যক্তি বলে যে ঈশ্বর আছেন, তদ্ভিন্ন তিনি অন্য ব্যক্তি দ্বারা কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন। ঈশ্বর আছেন জগতের অনেক লোক এই কথা বলেন; কিন্তু ইহার অর্থ কি, অতি অল্প লোকে তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। পৃথিবীতে ঈশ্বরবাদী অনেক; কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসী অল্প। ঈশ্বর আছেন জ্ঞান দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত কঠিন নহে; কিন্তু ঈশ্বর আছেন, এই মধুময় সত্য হৃদয়ের দ্বারা সম্ভোগ করা পাপীদিগের পক্ষে তত সহজ নহে। ব্রাহ্মগণ, ঈশ্বরকে এইরূপে হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছ কি না, তোমাদের জীবনকে পরীক্ষা করিয়া দেখ। যদি হৃদয়ের মধ্যে সেই গম্ভীর সত্তা অনুভূত না হইয়া থাকে, তবে তোমাদের যে ঈশ্বরে বিশ্বাস সে প্রকার বিশ্বাসে প্রত্যয় নাই। ঈশ্বরের বর্ত্তমানতায় হৃদয়ের নিঃসংশয় বিশ্বাস ভিন্ন কখনই জীবের পরিত্রাণ হয় না। যাঁহারা নিশ্চয়রূপে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই নিকট তিনি আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন, তেজোময় দীপ্যমান্ সূর্য্য, কিংবা জন-হৃদয়প্রফুল্লকর চন্দ্র যেমন যথার্থই জগৎ আলোকিত করিতেছে, তাহা অপেক্ষাও ঈশ্বরের সত্তারূপ জ্যোতি অনন্তগুণে উজ্জ্বলতর। ভক্তহৃদয়ে তাঁহার যে আলোক প্রকাশিত হয়, তাহার সঙ্গে আর কিছুরই তুলনা হয় না। ভক্তের পক্ষে ঈশ্বর আছেন বলা, এবং

তাঁহাকে প্রত্যক্ষরূপে দেখা এই দুই সমান। পৃথিবীর বস্তু সকল যেমন সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়, ঈশ্বর এবং তাঁহার স্বর্গরাজ্যও ভক্তের নিকট ঠিক সেইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। ঈশ্বর আমাদের প্রতিজনের নিকট অতি গূঢ়ভাবে, নিকটতম জড়বস্তু হইতেও নিকটতর রহিয়াছেন। অবিশ্বাসীরা অন্ধ, ঈশ্বরের আলোক দেখিতে পায় না ; কিন্তু যেখানে তাহারা অন্ধকার দেখে, বিশ্বাসীরা সেখানে ধর্ম্মরাজ্য দেখিয়া কৃতার্থ হয়। জগতের পরিত্রাণ না হইবার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা কেবল মুখে এবং জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে স্বীকার করে ; যেখানে মধুময় বিশ্বাসের রাজ্য সেখানে তাহারা উপস্থিত হয় না। যাঁহারা সেই স্থানে উপনীত হইয়াছেন, সেখানে বসিয়া তাঁহারা যতবার ব্রহ্মোপাসনা করেন, প্রত্যেকবার হৃদয় ভরিয়া ঈশ্বর এবং তাঁহার স্বর্গরাজ্যের শোভা সম্ভোগ করেন। সেই স্থানে বসিলেই ঈশ্বরের সত্তায় হৃদয় পরিপূর্ণ হয়, এবং মন সহজেই তাঁহার পবিত্র প্রেমসিন্ধুতে নিমগ্ন হয়। সেখানে ঈশ্বরদর্শন এবং তাঁহার সুনির্ম্মল শান্তিজলে সন্তরণ করা একই কথা। অনেকে বলেন উপাসনা করিলাম, অথচ অন্তরে শান্তি লাভ করিতে পারিলাম না, ইহার কারণ প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব। যাহাদের অন্তরে এই বিশ্বাসের উদয় হয় নাই, তাহারা না ঈশ্বরের নিকট, না জগতের নিকট—কোথাও শান্তিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা যথার্থ বিশ্বাসী তাঁহারা একদিকে যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত, তেমনি অন্যদিকে বন্ধুগণের সঙ্গে অভিন্নহৃদয়। যতদিন সেই অবস্থা না হয় আমাদের হৃদয় শুষ্ক থাকিবেই ; ততদিন না ঈশ্বরের প্রেমে আত্মা সুখী হইবে, না ভাই ভগ্নীদিগকে যথার্থরূপে লাভ করিয়া আত্মা পবিত্র হইবে। তত

দিন যা ঈশ্বর, না জগৎ কাহারও নিকট তৃপ্তি নাই। যাঁহারা এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন তাঁহারা কেন ঈশ্বরদর্শনে অধিকার পাইবেন না? যাঁহারা নিমীলিত নয়নে কেবল অন্ধকার দেখেন তাঁহারা জগৎকে জানিতে দিন যে, তাঁহারা কেবল অন্ধকারই দেখেন, কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মরূপ সামগ্রী পাইয়াছেন, তাঁহারা তেমনি স্পষ্টরূপে তাঁহাকে দেখিতেছেন যেমন আমরা পৃথিবীর বন্ধুদিগকে দেখিতেছি। যিনি বিশ্বাসনয়নে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তিনি নির্ভয়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন এই আমার ঈশ্বর। ১০।১৫ বৎসর ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের পর আমরা কি এখন ন্যায় যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিব, না তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিব? এখনও যদি আত্মার অতি নিকট এবং প্রত্যেক স্থানে ঈশ্বরকে দেখিতে না পাই, তবে এতকাল কি আমরা শূন্য; অন্ধকারের সাধন করিলাম? ধন মান যেমন যথার্থই মনুষ্যের মনকে টানে, সেইরূপে কি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য আমাদের প্রাণকে আকর্ষণ করে? যদি সেইরূপে আমাদের মন ঈশ্বরে আকৃষ্ট হয়, তবে কি কাহারও উপাসনা নীরস হইতে পারে, না কদাচ এরূপ ভাবিতে পারি—কখন উপাসনা শেষ হইবে, কখন উপাসনা শেষ হইবে? যদি যথার্থরূপে আমাদের মন ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া থাকে, তবে তাঁহার প্রেম পবিত্রতাতে নিশ্চয়ই আমাদের মনকে আকর্ষণ করিবে। যাঁহার মন যথার্থতঃ ঈশ্বরানুরাগী হইয়াছে, উপাসনা শেষ হইলে তাঁহার প্রাণ অস্থির হয়, তিনি বলেন কেন হঠাৎ এত শীঘ্র প্রেমময় ঈশ্বরের উৎসব শেষ হইল? তাঁহার পক্ষে মধুময় ঈশ্বরের উপাসনা সর্ব্বদাই মধুময়। যিনি এইরূপে ব্রহ্মপ্রেমে মুগ্ধ, উপাসনা-শূন্য হইয়া থাকা তাঁহার পক্ষে

নিতান্ত কষ্টকর। ধনের জন্য পৃথিবীর লোক দিবারাত্রি কত কষ্ট বহন করে, ধন সঞ্চিত হইতেছে ইহা মনে করিলে তাহাদের কত আনন্দ হয়; কিন্তু কয়জন ব্রাহ্ম সংসারীদিগের মত সেইরূপ লোভী এবং উৎসাহী হইয়া ব্রহ্মধন অন্বেষণ করিতেছেন? বিষয়ীরা যেমন তাহাদের স্ত্রী পুত্র ইত্যাদির মায়ায় বশীভূত, আমাদের অন্তরেও যদি সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতি মায়া জন্মে, তবে কি আমরা তাঁহার ধর্ম্মসাধন করিতে কষ্ট মনে করিতে পারি? যাহার মন ঈশ্বর-প্রেমে আর্দ্র হইয়াছে, সে কি নিমেষের জন্য তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে? সমস্ত দিন যে কেবল বাক্য দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমানতা ভক্তহৃদয়ের পরশমণি, তাঁহার অপরূপ রূপমাধুরী ভক্তের চক্ষুর অঞ্জন, তাঁহার নাম ভক্তের ভূষণ, এবং তাঁহার চরণ সেবা ভক্তের হস্তের ভূষণ। ভক্তের প্রাণ মন হৃদয় আত্মা সর্ব্বস্ব তাঁহাতে মগ্ন রহিয়াছে। ব্রাহ্মগণ, যদি সুখী হইতে চাও, এই ভক্তির সাধন গ্রহণ কর; ইহা ভিন্ন আর কোন মতে অন্তরের পাপ তাপ এবং অন্তরের মৃতভাব দূর হইবার নহে। ঈশ্বরকে না দেখিয়া যিনি একদিন থাকিতে পারেন, তিনি ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত নহেন। প্রকৃত ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা কর তিনি বলিবেন "যে দিন ব্রহ্মদর্শন হয় নাই, সে দিন জগতের কেহই আমাকে সুখী করিতে পারে নাই। কি স্ত্রী পুত্র কন্যা, কি প্রিয়তম বন্ধু বান্ধব, কেহই আমার মনে শান্তি আনিয়া দিতে পারে নাই। পৃথিবীর লোক যাহাকে সুখের রাজ্য বলে, তাহাতে আমার দুঃখ অশান্তি আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। যে দিন পিতার প্রেমমুখ দেখি নাই, সে দিন যে কি দুঃখের দিন, পৃথিবীর লোক তাহা বুঝিতে পারে না। দুই ঘণ্টা কাঁদিলাম,

সমস্ত দিন বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায় কাতর হইলাম, তথাপি ঈশ্বরদর্শন হইল না।" এইরূপে ব্রহ্ম অদর্শনের যে কত কষ্ট তাহা সাধক ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারে না। যখন পাপ এবং পৃথিবীর কষাঘাতে প্রাণ অস্থির হয়, তখন যদি পিতার মুখ না দেখি, চারিদিক্ অন্ধকার দেখি। কে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে? পুণ্যের সাগর মুক্তিদাতার কাছে না গেলে, কে আর পাপক্ষয় করিবে? মৃত্যুঞ্জয়কে কাছে না দেখিলে কে মৃত্যু ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবে? অতএব, ব্রাহ্মগণ, যথার্থ বস্তু অন্বেষণ কর। বিশ্বাস চক্ষুতে তাঁহাকে না দেখিয়া যদি পাঁচজন মিলিয়া মধুর ব্রহ্মসঙ্গীত কর, তাহাতেও যথার্থ পরিত্রাণ এবং সুখ শান্তি নাই। একটী দিন যদি ঈশ্বরদর্শন না হয়, প্রতিজ্ঞা কর, যতক্ষণ না তাঁহার দেখা পাইবে, ততক্ষণ কিছুতেই সাধন ছাড়িবে না। এই বিশ্বাস করিবে, জীবনে অবশ্যই কোন পাপ হইয়াছে, তাহা না হইলে সন্তান কেন পিতাকে দেখিতে পাইবে না? পৃথিবীর সকলকে দেখিলাম; কিন্তু যিনি পিতার পিতা, মাতার মাতা, বন্ধুর বন্ধু, কেবল তাঁহারই সঙ্গে দেখা হইবে না, ভক্ত ডাকিলে ভক্তবৎসল দেখা দিবেন না, কদাচ ইহা হইতে পারে না। ঈশ্বর বলিয়া ডাকিলেই যদি তাঁহার দর্শন না হয়, তবে কেন ব্রাহ্ম হইয়াছি? ঈশ্বরদর্শনে যদি সামান্য পরিমাণেও সংশয় থাকে, তবে সেই কালসর্পের দংশনে একদিন সমস্ত ধর্ম্মজীবন বিনষ্ট হইতে পারে। অতএব, বন্ধুগণ, বিশেষ সাবধান হইয়া নিঃসংশয় বিশ্বাস সাধন কর, কোন ভয় থাকিবে না। কেবল উৎসবে একদিন ঈশ্বরকে দেখিলে হইবে না, কিন্তু প্রতিদিন নির্জ্জনে, কি সজনে, দীননাথ বলিয়া ডাকিলেই তিনি দেখা দিবেন, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে।

"পিতা আমার নিকটে." এই মূল সত্যই পরিত্রাণ শাস্ত্রের মূলমন্ত্র; দীর্ঘ উপাসনা এবং আড়ম্বরে মুক্তি নাই। লোককে দেখাইলে কি হইবে? বাহিরের চাকচিক্যে বাহিরের লোক ভুলিতে পারে; কিন্তু তাহাতে কি ঈশ্বরকে ভুলাইতে পার? তিনি যে অন্তরে বিশ্বাস দেখেন। গোপনে তাঁহাকে ডাক। বল এই ঘরে, এখনই এখানে ঈশ্বর আছেন, নিশ্চয়ই তাঁহাকে দেখিবে। এইরূপে যদি একবার তাঁহাকে দেখ, অনুমান, সন্দেহ অসম্ভব হইবে অবিশ্বাস ত দূরের কথা। যেখানে বাহিরের কোন অবস্থা অনুকূল নহে, বিশ্বাসী হইলে সেখানেও তাঁহাকে দেখিবে। আর যদি বিশ্বাস না থাকে. সহস্র ভক্তমণ্ডলীতে বেষ্টিত হইলেও তাঁহাকে দেখিবে না। মন যদি বলে ঈশ্বর নাই, মধুর সঙ্গীত কি ঈশ্বরকে দেখাইতে পারে? অতএব পূর্ণ বিশ্বাসী হও. তাহা হইলে উজ্জ্বল এবং স্পষ্টরূপে ঈশ্বরকে দেখিবে। প্রতিজ্ঞা কর প্রতিদিন অন্ততঃ একটী বার প্রেমচক্ষে পিতাকে দেখিব। দেখিবে স্বর্গের শোভা আসিয়া তোমাদের এবং তোমাদের পরিবারস্থ সকলের আত্মাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছে। তখন যে দিকে ফিরাও আঁখি—কি দক্ষিণে কি বামে. কি ভ্রাতার প্রতি, কি ভগ্নীর প্রতি. কি নিজের প্রাণমন্দিরে, সর্ব্বত্র সেই প্রেমময়কে দেখিয়া কৃতার্থ হইবে।

দর্শন ও শ্রবণ যোগ।

[লাহোর।]

রবিবার, ২রা অগ্রহায়ণ. ১৭৯৫ শক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যোগকা ধর্ম্ম হায়। যোগ তিন প্রকার। পহেলা

দর্শনযোগ, দুস্‌রা শ্রবণযোগ, তীসরা প্রাণযোগ। জ্যাসী শরীরমে আঁখ হ্যায়, ভিতর ভী য়েসাহী আঁখ হ্যায়, জিস্‌মে ঈশ্বরকী শক্তি, প্রেম, জ্ঞান আওর পুণ্য দেখনে কী শক্তি হ্যায়। উসী শক্তিকা নাম বিশ্বাস হ্যায়। উসী আঁখীসে ভক্ত ব্রহ্মকা বর্ত্তমানতা, অওর উস্‌কী খুবী দেখতা হ্যায়, আওর আঁখ চরিতার্থ হোতা হ্যায়। ইসকা নাম দর্শনযোগ; যব পূর্ণ দর্শন যোগ হোবে তব ব্রহ্মকা আদেশ মালুম হোতা হ্যায়, ইস্‌কা নাম শ্রবণযোগ। আত্মাকী জিস্‌ শক্তিমে ব্রহ্মকো উপদেশকী উপলব্ধি হোতী হ্যায়, উসকা নাম বিবেক। বিশ্বাস আত্মাকী আঁখ পর বিবেক আত্মাকা কান্‌ হ্যায়। বিশ্বাসছে আত্মা ব্রহ্মকো দেখাত হ্যায়, আওর বিবেকসে উয়ো উসকী দেববাণী শুন্‌তা হ্যায়। পরন্তু ইয়ে দর্শন আওর ইয়ে শ্রবণ ভৌতিক নেহি। ব্রহ্ম নিরাকার, ইন্দ্রিয়াতীত হ্যায়। উসকা কোই জড় আকার অথবা মূর্ত্তি নেহি। উসকো কোই ভৌতিক মুখ নেহি, জিস্‌সে উয়ো শব্দ উচ্চারণ করতা হ্যায়। উস্‌কো সারা স্বভাব আধ্যাত্মিক হ্যায়। বেদ, বাইবল, কোরাণ ঈশ্বরনে অপনে মুহসে কহেথে, ইয়ে গলৎ হ্যায়। পরন্তু বিবেকসে যে ঈশ্বরকী বাণী শুনি যাতী হ্যায়, ওহী অভ্রান্ত শাস্ত্র হ্যায়। যব পূর্ণদর্শন আওর পূর্ণ শ্রবণযোগ হোতা হ্যায়, তব প্রাণযোগ আরম্ভ হোতা হ্যায়। প্রাণযোগ্‌সে ঈশ্বর চিরধন হো যাতে হ্যাঁয়, ইয়ে যোগ অনন্তকাল স্থায়ী হ্যায়। দর্শন আওর শ্রবণযোগকা বিচ্ছেদ হো সক্‌তা হ্যায়; পরন্তু প্রাণযোগ্‌কা বিচ্ছেদ নেহি হোতা। হর কিসী ভক্তমে প্রাণযোগ পয়দা হুয়া উয়ো ঈশ্বর বিনা জী নেহি সেক্‌তা হ্যায়। দর্শন আওর শ্রবণযোগকা পীছে প্রাণযোগ হোতা হ্যায়, জ্যায়সী মছলী জলসে আলগ হোকে স্থল

যে নেহি রহ সেকতী, প্রাণযোগ হোনেকে পীছে ভক্ত ঈশ্বর বিনা প্রাণ ধারণ নেহি কর সেকতা। ঈশ্বর ভক্তকা জীবন সর্ব্বস্ব হ্যায়। ঈশ্বরসে যুদা হোকে উয়ো আধ ঘণ্টাভী জীবন ধারণ নেহি কর সেকতা। দর্শন অওর শ্রবণ যোগোমে আনন্দ হোতা হ্যায়; পরন্তু প্রাণযোগসে নিত্যানন্দ হোতা হ্যায়। সবকেওয়াস্তে প্রাণ-যোগ দরকার হ্যায়, ইহ সারে উপদেশকা সার হ্যায়। সবসে শ্রেষ্ঠযোগ হ্যায়। ব্রহ্মভক্ত আওর ব্রহ্মপেমী যোগী হ্যায়, প্রাণ-যোগ হনেসে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মযোগী হোতা হ্যায়। উয়ো ব্রহ্মকো ছোড়্‌কে এক পল প্রাণ ধারণ নেহি কর সেকতা। জিসকী ইয়ে অবস্থা হুয়ী, উয়ো পুণ্যবান্ হোতা হ্যায়। জিসকা প্রাণযোগ নেহি হুয়া, থোড়ে দিন পীছে পাপ প্রলোভনমে গিরতা হ্যায়। যে যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম জানতা হ্যায়, উয়ো ইস প্রাণযোগকে লিয়ে ব্যাকুল হোতা হ্যায়। ব্রহ্মকী কৃপাসে উয়ো পূর্ণানন্দ পাতা হ্যায়। এ ভাইয়ো! ইস প্রাণযোগকেওয়াস্তে যতন্ করো। দুঃখ পাপ নেহি রহেগা।

নৈকট্য সাধন।

রবিবার, ১৩ই আশ্বিন, ১৭৯৫ শক।

ধর্ম্মসাধন কি? দূরের বস্তুকে নিকটে লাভ করা, যাহা দূরে ছিল তাহা ঘরে বসিয়া পাইব ইহাই সাধনের ফল। পৃথিবীর লোকের পক্ষে ঈশ্বর বহু দূরে। সকলেই জানে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং তিনি প্রতি জনের নিকটে আছেন; কিন্তু জগতের অতি অল্প লোক তাঁহাকে নিকটে দেখিতে পায়। অধিক কি ব্রাহ্মদিগের

মধ্যেও কয় জন ঈশ্বরের নৈকট্য উপলব্ধি করে? মুখে যাহাই বলি না কেন, আমাদের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরকে দূরস্থ নক্ষত্র হইতেও সুদূরে অথবা গগনমণ্ডলস্থ কোন মেঘের মধ্যে লুক্কায়িত মনে করেন। পৃথিবীর লোক তাঁহাকে নিকটে দেখিতে পায় না, এই জন্যই তাহারা তীর্থ পর্য্যটন এবং তদনুরূপ নানা প্রকার সাধন অবলম্বন করে। ব্রাহ্মেরা জানেন ঈশ্বর যেমন বহু দূরে, তেমনি তিনি আবার অতি নিকটে, এই জন্য তাঁহারা ঈশ্বরকে নিকটস্থ দেখিবার জন্য ভজন, সাধন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা, সঙ্গীত ইত্যাদি নানাবিধ প্রণালীর অনুসরণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সরল সাধক, যতই তাঁহারা সাধন করেন ততই তাঁহারা ঈশ্বরকে নিকট হইতে নিকটতর এবং নিকটতর হইতে নিকটতম উপলব্ধি করেন। ঈশ্বর তাঁহার মহিমা এবং আর আর সমুদয় শক্তিতে জীব হইতে অনন্তগুণ উচ্চ এবং দূরে অবস্থিত; কিন্তু তাঁহার অপার প্রেমের দ্বারা তিনি প্রত্যেক বিনীত ভক্ত সাধকের বশীভূত। মনুষ্য দুর্ব্বুদ্ধি এবং অবিশ্বাস বশতঃ এই হৃদয়বিহারী, অন্তরের ধন নিকটস্থ ঈশ্বরকে আকাশবিহারী দূরস্থ দেবতা মনে করে। কিন্তু ঈশ্বরকে নিকটে না দেখিলে সাধকের প্রাণ তৃপ্ত হয় না। সাধনের দ্বারা যতই তিনি পিতাকে ক্রমাগত নিকট হইতে নিকটতর উপলব্ধি করেন, ততই তাঁহার হৃদয় প্রাণ সুশীতল হয় এবং ততই তাঁহার উৎসাহ এবং প্রেম বাড়িতে থাকে। তাঁহার কাছে ঈশ্বর যে কখনও দূরে থাকিতে পারেন, ইহার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত থাকে না। নির্জ্জনে কিংবা সজনে একবার ডাকিলেই ভক্তবৎসল বিদ্যুৎ অপেক্ষাও ত্বরায় তাঁহাকে দেখা দেন, ভক্তের ডাক শুনিবামাত্র বায়ু হইতেও দ্রুতবেগে তিনি আসিয়া আবির্ভূত

হন। বরং চক্ষু দ্বারা বাহিরের আলোক দেখিতে বিলম্ব হয়; কিন্তু সাধক ভক্তিনয়ন খুলিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরদর্শন লাভ করেন। এইরূপে ঈশ্বর-সাধন না করিলে জীবনে সুখ শান্তি নাই! অনন্তজীবনের সঙ্গী, সেই নিত্য ধন ঈশ্বরকে, যদি পরমাত্মীয়রূপে গ্রহণ করিতে না পার, যতই বয়স বৃদ্ধি হইবে, এবং অবশেষে মৃত্যুর সময়ও ভয়ানক রূপে কাঁদিতে হইবে। বাস্তবিক আমাদের প্রিয়তম ঈশ্বর এত নিকটে যে তাঁহাকে "এস দয়াল" বলিয়াও ডাকিতে হয় না, ডাকিবার পূর্ব্বে তিনি আমাদের ভিতরে আসিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। যাঁহাকে দেখিতে আমরা ইচ্ছা করি, আমাদের ইচ্ছার পূর্ব্বে তিনি আমাদিগকে দেখা দিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। পিতার এই দয়া দেখিলে ভক্তের মনে কত আনন্দ এবং উৎসাহ হয়।

ঈশ্বরকে যেমন ভক্ত নিকটে উপলব্ধি করেন, সেইরূপ পরলোকও ভক্তের অতি নিকটে। অবিশ্বাসীর নিকট পরলোক অতি দূরে এবং অন্ধকারময়, অজানিত স্থান, কিন্তু ভক্ত পরলোকবাসী লোকদিগের সহিত একত্রে বাস করিতেছেন, কেন না তিনি জানেন যেখানে ঈশ্বর সেখানেই পরলোক। ঈশ্বর নিকটে সুতরাং পরলোকবাসী আত্মা সকলও নিকটে। পৃথিবীতে যে সকল মহাত্মা আমাদের উপকার করিয়া গিয়াছেন, পরলোকেও তাঁহারা আমাদের মঙ্গল সাধন করিতেছেন, ভক্ত ইহা স্পষ্টরূপে অনুভব করেন। আমাদের ধর্ম্মজীবন পরলোকবাসী সে সকল সাধুদিগের সঙ্গে গূঢ়ভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে। চিরকাল আমরা তাঁহাদের নিকট ঋণী থাকিব। ইহাতে আর ভক্তের সন্দেহ থাকে না। মনের মধ্যে তিনি ইহলোক পরলোক একত্র দেখেন। নিকটস্থ

ঈশ্বরকে লইয়া তিনি সাধন আরম্ভ করেন, কিন্তু অবশেষে তিনি ঈশ্বর, পরলোক এবং স্বর্গ সকলই হস্তুতলে লাভ করেন। যতই তাঁহার ঈশ্বর এবং পরলোকসাধন গাঢ়তর হয়, ততই তিনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গের বিমল পুণ্য শান্তি সম্ভোগ করেন। বিষয়সুখে আর তাঁহার তৃপ্তি হয় না; সর্ব্বদা সেই নিত্য সুখের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুলিত থাকে। সাধন আরম্ভ করিবার সময় তিনি জানিতেন না যে ঈশ্বরের সহবাসে জীবের এত আনন্দ হয় এবং সেই আনন্দরস পান করিলে মনুষ্য সহজেই জিতেন্দ্রিয় হয়। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত রিপু সকল সর্ব্বদাই মনুষ্যের নিকটে রহিয়াছে, শিশুকাল হইতে মনুষ্যেরা ইন্দ্রিয়সুখেই বর্দ্ধিত হইয়া আসে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে হঠাৎ অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সুখাস্বাদ করা কঠিন বোধ হয়; এইজন্যই সাধন প্রথমতঃ অতি কঠিন হয়। চিরকাল যাহারা জড়বস্তু দ্বারা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা এবং তাঁহার সহবাস সম্ভোগ করা নিতান্ত সহজ নহে। জগতের প্রতি উদাসীন থাকিয়া আজীবন যাহারা স্বার্থ সাধন করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে শত্রুকে ক্ষমা করা, এবং সমস্ত জগতকে ভালবাসা প্রথমতঃ কঠিন হইবেই। কিন্তু যাহারা এই কঠিনতা দেখিয়া সাধনে বিমুখ হয়, তাহারা নিতান্ত হতভাগ্য। ব্রাহ্মগণ, সাধনের প্রথমাবস্থা দেখিয়া কেহই ভীত হইও না, কিন্তু আশাপূর্ণ হৃদয়ে এবং ব্যাকুল অন্তরে "দয়াময় নাম সাধন কর।" যতই তাঁহার দয়া অনুভব করিবে ততই দেখিবে, নিজের বলে যাহা দুর্লভ অপ্রাপ্য এবং অতি দূরস্থ ছিল, ঈশ্বরের কৃপায় তাহা অতি সুলভ এবং নিকটস্থ হইয়াছে। সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরকে কাতর প্রাণে ডাক, তিনি পরলোক এবং স্বর্গ

তোমাদের নিকটে আনিয়া দিবেন। আমাদের স্বর্গীয় পিতার এমনই নিগূঢ় কৌশল যে ব্রহ্মসাধন, পরলোকসাধন এবং পুণ্য-সাধন পরস্পরকে সাহায্য করে। অল্পবিশ্বাসীরা তাঁহার এই নিগূঢ় করুণা দেখিতে পায় না ; কিন্তু বিশ্বাসী এই ত্রিবিধ সাধনের মধ্যে অতি নিগূঢ় সম্পর্ক দেখিতে পান। তিনি যদি ইহাদের একটীকেও আয়ত্ত করিতে পারেন, আর দুটী আপনা আপনি তাঁহার আয়ত্ত হয়। তিনি সাহস করিয়া বলেন, এই আমার ঈশ্বর, এই আমার পরলোকবাসী বন্ধুগণ, এই আমার স্বর্গ, এই আমার মুক্তির অবস্থা। বাস্তবিক, ইহা অহঙ্কার কিংবা কল্পনার কথা নহে, সাধকের এ সকল বাক্য যথার্থ সত্যময়। ধর্ম্মাভিমানী সহস্র দীর্ঘ প্রার্থনা করিয়া যাহা লাভ করিতে পারে না, বিনীত বিশ্বাসী সাধক নিমিষের মধ্যে ভক্তিনয়নে অতি নিকটে সে সকল স্বর্গীয় পদার্থ দেখিয়া কৃতার্থ হন। দেখিতে না দেখিতে সেই সৌন্দর্য্যে তাঁহার মন মোহিত হয়, শুনিতে না শুনিতে পিতার সেই মধুর বাণীতে তাঁহার প্রাণ ভুলিয়া যায়। নির্ব্বোধ মনুষ্য! নিকটস্থ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া কেন দূরে তাঁহার অন্বেষণ করিতেছ? হৃদয়ের প্রেমচক্ষে তাঁহাকে নিকটে দেখ, আত্মার শূন্যতা এবং শুষ্কতা আপনি চলিয়া যাইবে। মূঢ় সে, যে পিতাকে প্রেমনয়নে নিকটে না দেখিয়া, তাঁহাকে দূরে অন্বেষণ করে, যে প্রাণেশ্বরকে প্রাণমন্দিরে না দেখিয়া বাহিরে তীর্থপর্য্যটন করে। হৃদয়ের মধ্যে তোমার গঙ্গা যমুনা, সেই গঙ্গা যমুনার তটে বটবৃক্ষ তলে বসিয়া থাক, পিতার দর্শন পাইবে। মনের মধ্যে তোমার গঙ্গা, সেই গঙ্গাতে অবগাহন কর, সমুদয় পাপ মলা প্রক্ষালিত হইবে, এবং তোমার প্রাণ আরাম হইবে। সেই গঙ্গাতটে

বটবৃক্ষের মূলে যে অনুরাগী সন্ন্যাসী এবং স্বর্গরাজ্যের পর্য্যটক বসিয়া আছে, সে বলিতেছে যদি প্রাণের মধ্যে প্রাণনাথকে দেখিতে না পাই তবে জীবন বৃথা। প্রাণেশ্বরকে দেখিবার জন্য আকাশের দিকে তাকাইতে হয় না, দেশ ভ্রমণ করিতে হয় না, তাঁহার জন্য যাহার প্রাণ কাঁদে, সে ঘরে বসিয়াই নিজের প্রাণের মধ্যে সেই প্রাণস্য প্রাণং কে দেখিয়া পুলকিত হয়। ভক্তিনয়ন ফিরাইলেই ব্রহ্মনয়নের সঙ্গে তাহার মিলন হয়। অতএব যাহার অন্তরে প্রেমের উদয় হয় এবং যে সহজেই ভক্তির পথ অনুসরণ করে, কোথায় গিয়া ঈশ্বর, পরকাল এবং পুণ্য সাধন করিব, তাহার এই চিন্তা করিতে হয় না। কেন না সে দেখিতে পায় নিত্যানন্দ পরমেশ্বর সর্ব্বদাই তাহার ঘরে প্রকাশিত। অন্তরে যাহার শান্তি স্রোতোবর্ত্তী, সে কেন শান্তির জন্য বাহিরে যাইবে? এই প্রকার অবস্থা যদি তোমরা পাইয়া থাক, তবে বুঝিলাম তোমরা ব্রাহ্ম। যদি নিজের ঘরে বস্তু না পাইয়া থাক, তবে পাঁচ দিনের পর ছয় দিনের দিন যে তোমরা ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া আবার সংসারে মলিন সুখে মত্ত হইবে না তাহার প্রমাণ কি? এইজন্য, ভ্রাতৃগণ, বারংবার অনুরোধ করিতেছি, নিত্য প্রেমচক্ষে ঈশ্বরের প্রেমমুখ দর্শন কর। তাঁহাকে কাছে দেখিলে অন্তরে সুখোদয় হইবে, হৃদয়ের প্রেমসিন্ধু উথলিয়া পড়িবে। দিন দিন প্রীতিপূর্ণ সাধন দ্বারা ঈশ্বরকে নিকট হইতে নিকটতর স্থানে প্রত্যক্ষ কর। এইরূপে স্বর্গীয় পিতা যখন সাধারণ প্রেমের দ্বারা নিকটস্থ নিত্য ধন হইবেন, তখন জীবের সমুদয় উচ্চ আশা এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

সশরীরে স্বর্গে গমন।

রবিবার, ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৫ শক।

সশরীরে স্বর্গে গমন করা যায় এ কথা তোমরা অবশ্যই শ্রবণ করিয়াছ; কিন্তু ইহার মধ্যে যে কি নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহা কি তোমরা বুঝিয়াছ? না ইহা নিতান্ত অসম্ভব এবং অসার কথা বলিয়া একেবারে ইহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছ? ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধে আমি বলিতেছি ইহা সার কথা। ঈশ্বরের কৃপায় অনেকে ইহা আপন আপন জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। স্বর্গে যাওয়া যায় ইহা আমরা সকলেই বিশ্বাস করি; কিন্তু শরীর লইয়া স্বর্গে যাওয়া যায়, এ কথা শুনিয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যেই হয়ত অনেকে উপহাস করিবেন। প্রাচীনকালে কোন্ কোন্ সাধু ব্যক্তি সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিতেছি না; কিন্তু আমরাই শরীর লইয়া স্বর্গে গমন করিব ইহারই বিষয় বলিতেছি। ব্রহ্ম-মন্দিরে এই নূতন কথা শুনিয়া অনেকে বিরক্ত হইতে পারেন; কিন্তু ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য অনুভব করিয়া ইহার মধ্যে যে মধু আছে তাহা পান করিলে ইহার প্রতি বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং ইহাতে তাঁহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে। শরীর থাকিতে স্বর্গে যাওয়া যায়, ইহা কেবল বিশ্বাস এবং আশার কথা নহে; কিন্তু অনেকের পক্ষে ইহা সাধন এবং জীবনের ঘটনার কথা। ইহার গূঢ়তত্ত্ব যতদিন না আমাদের সকলের হৃদয়ে সংলগ্ন হইবে, ততদিন আমাদের সুখ অসম্ভব। যতদিন দেহ লইয়া আমরা স্বর্গে প্রবেশ করিতে না পারিব, ততদিন কোন মতেই আমাদের দুঃখ পাপ দূর হইবার নহে। অল্পবিশ্বাসীরা হয়ত বলিবে, কি শরীর

থাকিবে, অথচ আমরা স্বর্গের সুখ ভোগ করিব, ইহাও কি কথন সম্ভব ? কিন্তু যাহারা ইহা অস্বীকার করে তাহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে অবিশ্বাস করা হইল। শরীর থাকিতেই আমরা স্বর্গে যাইব ইহা পরমেশ্বরের ইচ্ছা, স্বর্গে যাইবার জন্য আমাদিগকে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে হয় না ; কিন্তু দেহ নাশ হইবার পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে থাকিতেই আমরা স্বর্গের সুখ ভোগ করিব, ইহা আমাদের স্বর্গীয় পিতার অভিপ্রায়। ঈশ্বর নিরন্তর আমাদিগকে স্বর্গে যাইতে নিমন্ত্রণ করিতেছেন, এই শরীর থাকিতে থাকিতেই ব্রাহ্মদিগকে সেই স্বর্গ দেখিতে হইবে। যদি মৃত্যুর পরে স্বর্গ দেখিতে হয় এবং শরীর থাকিতে স্বর্গের সুখ ভোগ করা অসম্ভব হয়, তবে ঈশ্বর মিথ্যা এবং তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মও মিথ্যা। যদি বল আমরা এ জীবনে স্বর্গ লাভ করিতে পারিব না, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব হ্রাস হইল। শরীর থাকিতে থাকিতেই ঈশ্বরের কৃপায় ব্রাহ্মেরা স্বর্গের প্রেম আস্বাদ করিতে পারেন ইহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের এত গৌরব। সশরীরে স্বর্গে যাওয়া ইহার অর্থ কি ? ইহা নহে যে শরীর ব্রহ্মভক্ত হইয়া স্বর্গের সুখে মুগ্ধ হইবে ; কিন্তু ইহার অর্থ এই যে শরীরের মধ্যে যে আত্মা আছে, শরীর থাকিতে থাকিতেই সেই আত্মা সন্ন্যাসী হইয়া ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত থাকিবে। পৃথিবীর শরীর পৃথিবীতেই থাকিবে ; কিন্তু আত্মা সংসারের সুখে উদাসীন হইয়া স্বর্গে বাস করিবে এবং ঈশ্বরের আনন্দে পুলকিত থাকিবে। যখন আত্মা অনিত্য সুখের মস্তকে পদাঘাত করিয়া ব্রহ্মানন্দ রস পান করিবার জন্য স্বর্গে চলিয়া যাইবে, তখনই বুঝিতে পারিব যথার্থ অনাসক্ত কাহাকে বলে। সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে যাওয়া পাপ, আবার সংসারে থাকিয়া বৈরাগী না হওয়াও

পাপ। শরীরের মধ্যে থাকিয়াই আত্মা যখন ঈশ্বরের নাম গান, তাঁহার ধ্যান, তাঁহাকে প্রার্থনা এবং তাঁহার চরণ সেবায় নিযুক্ত হয়, সশরীরে স্বর্গে যাওয়া কি তখন প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি না? মৃত্যুগ্রাস হইতে শরীরকে উদ্ধার করিয়া কোন উৎকৃষ্টতর স্থানে চলিয়া যাওয়া সশরীরে স্বর্গে যাওয়া নহে। জগতের কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন; কিন্তু ব্রাহ্মেরা কদাচ ইহা স্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস এই, শরীর যতদিন জীবিত থাকে, ইহারই মধ্যে আত্মা স্বর্গে চলিয়া যায় এবং সশরীরে স্বর্গের সুখ উপভোগ করে। শরীর আত্মার দাস, আত্মা যদি সংসারী হয়, শরীরও সংসারের সুখ সাধনেই নিযুক্ত থাকে। আত্মা যদি ঈশ্বরের হয়, শরীরও ভক্তের অনুগত হইয়া ধর্ম্মসাধনের অনুকূল হয়। আত্মা যদি ঈশ্বরের দিকে যায়, শরীরের ক্ষমতা কি যে সেই গতি নিবারণ করে? এইজন্যই বলা হইয়াছে আত্মা শরীর লইয়া স্বর্গে গমন করে। অতএব প্রত্যেকের পক্ষেই সশরীরে স্বর্গে যাওয়া সম্ভব। ভক্ত যখন প্রকৃত উপাসনায় নিমগ্ন হন, সেই সময় জগতের লোক মনে করে তিনি পৃথিবীতে; কিন্তু তিনি শরীর লইয়া পৃথিবী হইতে এতদূর চলিয়া গিয়াছেন যে সেখানে পৃথিবীর বস্তুকে আর ডাকিয়াও আনা যায় না। বাস্তবিক উপাসনাশীল আত্মা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীকে ছাড়িয়া যে কতদূর এবং কেমন সূক্ষ্মতম স্থানে চলিয়া যান, অবিশ্বাসীরা তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারে না। উপাসক যখন ব্রহ্মসহবাসের গভীর আনন্দ সম্ভোগ করেন, তখন কোথায় থাকে তাঁহার শরীর, কোথায় বা থাকে এই পৃথিবী। সাধক সেই অবস্থায় সশরীরে একাকী হইয়া চারিদিকে কেবল ঈশ্বরকেই দেখিতে পান, আর

কিছুই দেখিতে পান না; চারিদিকে বন্ধু বান্ধব এবং শত শত ভাই ভগিনী; কিন্তু ভক্ত অনিমেষ নয়নে কেবল ঈশ্বরকেই দেখিতেছেন, কেন না ঈশ্বর তাঁহার নিজের রূপমাধুরী দেখাইয়া ভক্তের চক্ষু কাড়িয়া লইয়াছেন। যেদিকে দেখেন সেইদিকেই ঈশ্বর। সেই গম্ভীর আধ্যাত্মিক অবস্থায় সাধকের পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, এবং ইহকাল পরকাল ভেদ নাই। তিনি এক অনন্ত সমুদ্রে ডুবিয়া যান। জীবের এই অবস্থায় অনন্তকাল অবস্থিতির নামই অনন্ত স্বর্গ। সকল দিকে কেবলই ব্রহ্মের অনতিক্রমণীয় অনন্ত সত্তা, তখন তিনি ব্রহ্মরূপ অনন্ত সমুদ্রে বাস করেন, এবং ব্রহ্ম ভিন্ন তিনি কোন দিকে আর কিছুই দেখিতে পান না। ঈশ্বরের এই সর্ব্বব্যাপী সত্তাই ব্রাহ্মের স্বর্গ। ইহা ভিন্ন যদি আর কোন স্বর্গ থাকে তাহা মিথ্যা, তাহা অসার কল্পনা। অতএব যাঁহারা যথার্থ প্রমাণের ভূমিতে স্বর্গকে স্থাপন করিতে চান, তাঁহারা ব্রহ্মোপাসনার সময় যে ঈশ্বরের এই গম্ভীর সত্তা উপলব্ধি করেন, তাহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস সংস্থাপিত করুন, স্বর্গধাম চিরকালের জন্য তাঁহাদেরই হইবে। বিশ্বাসচক্ষু যদি নিঃসংশয় রূপে এই সত্তা দেখিতে পায়, তবে মনের অন্ধকার দূর হয়, হৃদয় স্বর্গের প্রেমে উন্মত্ত হয়, আত্মা পবিত্র এবং প্রফুল্ল হয়, জীবন সার্থক হয়। যাঁহারা ইহার মধ্যে বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া থাকা অসম্ভব। ব্রহ্মনাম লইয়া ভক্ত যখন নিমীলিত নয়নে তাঁহার ধ্যান করেন, তখন শরীর আছে কি না কে ভাবে? শরীর আছে কি না সে বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না, অথচ সশরীরেই তিনি ব্রহ্মরূপ অনন্ত মন্দিরে বাস করেন। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার এই অর্থ নহে, যে নিজের শরীর দেখিতে দেখিতে

কিম্বা ইহা স্পর্শ করিতে করিতে পৃথিবী হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইবে। ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত জানেন, যে স্বর্গে যাইবার জন্য শরীরকে বিনাশ করিতে হয় না, এবং কিছুমাত্র ইহার বিষয় চিন্তা করিবারও প্রয়োজন নাই, ইহার নিশ্বাস রুদ্ধ করিতে হয় না, অথবা ইহার রক্তস্রোত থামাইতে হয় না; কেন না শরীর আত্মার দাস, আত্মা ঈশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, শরীর কিছুমাত্র বাধা দিতে পারে না। মৃত্যুকে ডাকিয়া বলিতে হয় না আমার শরীর বিনাশ কর। নতুবা শরীর থাকিতে আমার আধ্যাত্মিক জীবনের অভ্যুদয় হয় না।

ব্রাহ্মধর্ম্মমতে স্বর্গে যাইবার জন্য শরীরকে কোন প্রকারেই কষ্ট দিতে হয় না, কেবল ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ভক্তি হইলেই সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায়। দেখ ব্রাহ্মদিগের কত উচ্চ অধিকার। শরীর অন্নে পরিপুষ্ট হইতে লাগিল, শরীরের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার মধ্যেও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তি পুষ্প সকল আশ্চর্য্যরূপে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। আত্মা সবল হইলে শরীরও সবল হয়, আত্মাকে বাঁচাইবার জন্য শরীরকে বিনাশ করিতে হয় না। শরীর কি করিতে পারে? চক্ষু নিমীলিত হইল, ব্রাহ্ম ব্রহ্মকে দেখিলেন, ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যে তাঁহার মন মোহিত হইল। শরীর কোথায় রহিল তিনি জানিলেন না। অতএব মৃত্যুর দ্বার দিয়া আমাদিগকে স্বর্গ প্রবেশ করিতে হয় না, সশরীরেই আমরা স্বর্গে যাইতে পারি। যখন ঈশ্বরের কৃপায় ভক্তির উদয় হয়, তখন শরীর কোন মতেই ভক্তের স্বর্গসাধনে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। ভক্তির সহিত যখন "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" বলিয়া ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করি, তখন আত্মা স্বর্গে চলিয়া যায়, শরীর আছে কি না বোধ

থাকে না; শরীর পবিত্র মন্দির হয়, মন্দিরকে আর ভাবি না। যখন ব্রহ্মের প্রেমমুখ ভক্তের চক্ষে প্রকাশিত হয়, তখন কোন স্থানে আছি তাহা কে ভাবে? শরীর ছাড়িয়া যখন ব্রহ্মকে দেখিব, তখনও সুখী হইব। শরীর থাকিতেও তাঁহার সুন্দর মুখের রূপমাধুরী দেখিয়া ধন্য হইব। যখন তাঁহার সৌন্দর্য্যে মগ্ন হই, তখন সুন্দর ব্রহ্মমন্দিরে আছি, না পর্ব্বতশিখরে আছি, না সমুদ্রের বক্ষে আছি, কিছুই ভাবি না। অতএব, ব্রাহ্মগণ, শরীর থাকিতে থাকিতে সেই স্বর্গকে আয়ত্ত কর। সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায়, যদি তোমরা ইহার দৃষ্টান্ত জগতকে না দেখাও, তবে বল কিরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে? জিতেন্দ্রিয় এবং ভক্ত হইয়া দেখাও, সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায়। প্রতিদিন সশরীরে স্বর্গে বাস কর, পতনের দ্বার গুলি একে একে সমুদয় বন্ধ হইবে। ধন্য দয়াময় ঈশ্বর, যিনি আমাদিগকে এমন মধুময় অধিকার দিলেন।

সপরিবারে স্বর্গে গমন।

রবিবার ৭ই পৌষ, ১৭৯৫ শক।

যেখানে পর্ব্বতমালা উন্নত-মস্তকে গিরিরাজের মহিমা ঘোষণা করে, সেখানে স্বর্গ নহে; যেখানে জলস্রোত সুমন্দ বেগে প্রবাহিত হইয়া দেশকে উর্ব্বরা করে, সেখানে স্বর্গ নহে; যেখানে সুকোমল পুষ্প সকল সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া মনুষ্যের মন হরণ করে, সেখানে স্বর্গ নহে; যেখানে বিচিত্র পক্ষী সকল নানা প্রকার মধুর স্বরে গান করিয়া লোকের প্রাণ সুশীতল করে, সেখানেও স্বর্গ নহে। তবে স্বর্গ কোথায়? দয়াময় ঈশ্বরের স্বর্গ বাহ্যিক প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের

মধ্যে নাই। স্বর্গ বাহিরে নহে, কিন্তু ইহা অন্তরে, এ কথা তোমরা অনেকে বারংবার শুনিয়াছ; কিন্তু এই স্বর্গ কি তোমরা সকলে সম্ভোগ করিয়াছ? যেখানে সাধক বিশ্বাস এবং বিনয়ের উচ্চ শিখরে বসিয়া ঈশ্বরের চরণ ধারণ করেন, যেখানে সাধকের প্রেম, জলস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া নিত্য ঈশ্বরের শ্রীচরণ ধৌত করে, যেখানে ভক্তি কৃতজ্ঞতার সৌরভে আত্মা নিত্য আমোদিত হয়, এবং সহজেই সাধকের মন ঈশ্বরের নাম গানে উন্মত্ত হয়, সেখানেই আমাদের দয়াময় পিতার স্বর্গ। যেখানে প্রকৃত বিশ্বাস এবং গভীর জ্ঞান ঈশ্বরের জ্বলন্ত সত্তা এবং অনন্ত মহিমা আবিষ্কার করে, যেখানে প্রেম এবং ভক্তি দয়াময় ঈশ্বরকে অতি নিকটে উপলব্ধি করে, যেখানে ভক্ত অনুগত সেবকের ন্যায় প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করেন, সেখানেই আমাদের যথার্থ স্বর্গ। অতএব কেহই বহির্ব্বিষয়ে স্বর্গ অন্বেষণ করিও না; কিন্তু সকলেই হৃদয়ের পথে অগ্রসর হও, অচিরে স্বর্গ লাভ করিয়া সুখী হইবে। যদি ক্রমাগত বাহিরে স্বর্গ পাইবে বলিয়া ধাবিত হও, এমন সময় আসিবে যখন নিরাশ হইয়া হৃদয়ের দিকে আপনাদিগকে নিয়োগ করিতেহইবে। নিতান্ত শোচনীয় তাহাদের অবস্থা, যাহারা ঘর ছাড়িয়া নির্ব্বোধের ন্যায় বহির্ব্বিষয়ে স্বর্গ অন্বেষণ করে; কিন্তু ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে দয়াময় পিতাকে অনুসন্ধান করেন। শরীর থাকিতে থাকিতে যখন আত্মার মধ্যে সেই সুন্দর স্বর্গরাজ্য দেখি, তখন অন্তরে আনন্দবারি বর্ষণ হয়। বহির্জগতে যে সৌন্দর্য্য তাহার কবি অনেক, কিন্তু আত্মার মধ্যে যে পরম সুন্দর প্রেমময়ের রাজ্য তাহার কবি নাই। কেবল যিনি তাহা দেখেন তিনিই তাহার কবি, যিনি সেই শোভা দেখেন তিনিই মোহিত হন।

অতএব সকলেই অন্তরে প্রবেশ করিয়া সেই শোভা দর্শন কর এবং বল এই যে স্বর্গ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে! চক্ষু খুলিয়া কখনও নির্ব্বোধের ন্যায় এ কথা বলিও না, স্বর্গ কোথায়ও নাই। বল এই যে হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য, ইহাই আমাদের স্বর্গ। ইহকাল, পরকাল, অনন্তকাল আমরা এই স্বর্গেই বাস করিব, অন্য স্বর্গ আমরা চাহি না। সশরীরে স্বর্গ ভোগ করা যায়, ইহা তোমরা বুঝিয়াছ; কিন্তু সপরিবারে স্বর্গে যাওয়া যায়, ইহা কি তোমরা প্রত্যক্ষ কর নাই? এতকাল সবান্ধবে একত্র উপাসনা করিয়া এখন কি এই কথা বলিবে যে, যখন সাধক একাকী অন্তরে প্রবেশ করিয়া অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করেন, তখন তাঁহার চারিদিকের লোকেরা স্বর্গে কি নরকে আছে, ইহা তিনি কিরূপে জানিবেন? ভিতরে প্রবেশ করিয়া যিনি জীবনের গূঢ়তম স্থানে তাঁহার সেই প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, বাহিরে জগতের লোকেরা কি অবস্থায় আছে তাহা তাঁহার জানিবার উপায় কি? একাকী নির্জ্জনে ঈশ্বরের ধ্যান করাই যাহার স্বর্গ, এবং যতই আত্মা ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হউক না, অন্য লোকের সমাগমেই যাহার যোগ ভঙ্গ হয়, অথবা ব্রহ্মদর্শনের ব্যাঘাত জন্মে, সে ব্যক্তি কিরূপে সপরিবারে স্বর্গসাধন করিবে? জনসমাজের কল্যাণ বর্দ্ধন করিতে হইলে অনেক লোকের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন; কিন্তু ধ্যানের অর্থই এই যে একাকী ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে, দশ জনের কথা দূরে থাকুক দুজন থাকিলেও যথার্থ ধ্যান হয় না; সকলে স্বর্গে যাইতে চান যাউন, বন্ধুর পথে কিংবা ভগ্নীর পথে বাধা দিব না। কিন্তু যে সোপানে আমি স্বর্গে যাইব তাহাতে কিরূপে অন্যকে আসিতে দিব? কেন না, তাহা হইলে যে একাগ্রতার ত্রুটি হইবে।

একাকী ধ্যান করিব ইহাই ধর্ম্মের নিয়ম, যোগশাস্ত্রের মধ্যে সমাজের কথা নাই। কিন্তু একাকী স্বর্গ সাধন করাই যদি প্রত্যেক জীবনের লক্ষ্য হয়, তবে সপরিবারে স্বর্গে যাওয়া কিরূপে সম্ভব? এবং এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের সামঞ্জস্য কোথায়? বন্ধুগণ, সপরিবারে স্বর্গে যাওয়া যায়, কেহই ইহা অসম্ভব মনে করিও না। মনে কর এক জন সশরীরে স্বর্গে গিয়া ঈশ্বরের প্রেমামৃত পান করিলেন, ব্রহ্মযোগে যোগী হইয়া তিনি সেখানকার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইলেন, পৃথিবী তাঁহাকে বলিল দেখ, তুমি বল যে স্বর্গ নাই, নতুবা তোমার প্রাণ বধ করিব; কিন্তু তিনি মৃত্যু-ভয়ে ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে পারিলেন না, বরং দিন দিন আরও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, আমি স্বর্গ দেখিয়াছি এবং স্বর্গের সুখ উপভোগ করিতেছি। এইরূপে তিনি যেমন স্বর্গে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের পবিত্র প্রেমসুধা পান করিয়া সুখী হন, সেইরূপ আরও কত শত শত লোক ঠিক এইরূপে অন্তরে স্বর্গের সুখ সম্ভোগ করেন। অনেক বার শত সহস্র লোক একত্র হইয়া আমরা কি স্বর্গে যাই নাই? এক একটী ব্রহ্মোৎসবে, এবং প্রতি রবিবারে কি জন্য আমরা এত গুলি লোক একত্রিত হই? এক জনের পক্ষে যদি সশরীরে ঈশ্বরকে দেখা সম্ভব হয়, তবে আরও শত শত ভাই ভগ্নী সশরীরে ঈশ্বরকে দেখিবেন, ইহা কেন অসম্ভব হইবে? আমাদের পরস্পরের সঙ্গে প্রকৃত যোগ কখন সম্ভব হয়? পৃথিবীর নিম্নভূমিতে নয়; কিন্তু ঈশ্বরের এই উচ্চ-তম স্বর্গে! যখন মন সংসার ছাড়িয়া স্বর্গে আরোহণ করে, সেখানে পাপ প্রলোভন প্রবেশ করিতে পারে না; এবং যে অবস্থা হইতে মন আর সংসারে ফিরিয়া যাইতে চাহে না, যেখানে সকলের

অন্তরে ব্রহ্মাগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, সেখানে যে পরস্পারের সঙ্গে যোগ হয়, তাহাই আত্মার যথার্থ যোগ। যখন এই যোগের আরম্ভ হইবে তখনই বুঝিবে সপরিবারের স্বর্গভোগ করা কি। এক জন সাধক একটী ব্রহ্মসঙ্গীত করিলেন, সঙ্গীত করিতে করিতে ইহার ভাবে দশ জনের মন প্রাণ ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট হইল, এবং নিমেষের মধ্যে ব্রহ্মরূপ অনন্ত সমুদ্র হইতে এক ঢেউ আসিয়া সকলকে প্রেম এবং পুণ্যজলে অভিষিক্ত করিল। যাঁহারা ইহা অনুভব করিলেন তাঁহারা দেখিলেন, সকলেই এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত, কাহারও সঙ্গে আর ব্যবধান রহিল না; সশরীরে এক জন আসিলেন তাহা নহে; কিন্তু সকলেই একত্রে সেই সাধারণ ভূমি লাভ করিলেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, এখানে যাঁহাদের সঙ্গে একত্র ব্রহ্মোপাসনা করিতেছি, পরলোকে গিয়া ইহাঁদের সঙ্গে কি পুনর্ম্মিলন হইবে? হৃদয়ত বলে হইবেই; যদিও হৃদয়ের মমতা পবিত্র কিংবা নির্দ্দোষ হইতে পারে, কিন্তু কেবল মমতার উপরে আমাদের স্বর্গীয় আশা স্থাপন করিতে পারি না। এই প্রকার গুরুতর বিষয়ে বিশ্বাসের অখণ্ড প্রমাণ চাই। হৃদয়ের প্রেমযোগে বিচ্ছেদ আছে; আজ যাহাকে ভালবাসি কাল তাহাকে ভালবাসি না, আজ ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম, কাল তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইল না; এইরূপে সর্ব্বদাই প্রেমযোগের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু প্রাণযোগে পরিবর্ত্তন নাই, প্রাণযোগ নিত্য। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের প্রাণযোগ, কেন না তাঁহার প্রাণে আমরা প্রাণী হইয়া রহিয়াছি, তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা এক মুহূর্ত্ত বাঁচিতে পারি না; কিন্তু সেইরূপ আমাদের কি এমন কোন প্রাণের বন্ধু কিংবা প্রাণের ভগ্নী আছেন, যাঁহাকে ভিন্ন আমি বাঁচিতে পারি না, যাঁহা

হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আর আমার ধর্ম্মজীবন থাকে না ? দুঃখের সহিত আমি বলিতেছি, কোন ভাই ভগ্নীর সঙ্গে অদ্যাবধি আমাদের সেরূপ সম্পর্ক হয় নাই। তোমরা বলিতে পার কত বার আমরা ভাল উপাসনা এবং উৎসবের আনন্দের সময়, হৃদয়ের বন্ধুদিগের জন্য কাঁদিয়া বলিয়াছি, "প্রাণেশ্বর! ধন্য তুমি, আমার মত পাপীকে তুমি এত সুধা পান করাইলে! কিন্তু দাঁড়াও, প্রভু, আমার প্রাণের ভাই ভগিনীদিগকে তোমার কাছে ডাকিয়া আনি, কেন না একাকী আমি কিরূপে এত সুখ ভোগ করিব, আগে তাঁহাদিগকে এই অমৃত পান করাই, তবে তাঁহাদের সঙ্গে সশরীরে আমি স্বর্গে যাইব।" এইরূপে যতই অধিক পরিমাণে তোমরা স্বর্গে সুখ ভোগ করিয়াছ, সেই সুখে বন্ধুদিগকে সুখী করিবার জন্য ততই তোমাদের প্রাণ আকুল হইয়াছে। ইহা ভক্তিরাজ্যের অব্যর্থ নিয়ম যে, যাই ভক্তের হৃদয়ে স্বর্গ হইতে এক বিন্দু প্রেম পতিত হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহা জগৎকে দিবার জন্য তিনি ব্যাকুলিত। সকল দেশের এবং সকল কালের ভক্তদিগের জীবন ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। প্রিয় বন্ধু বান্ধব এবং জগতের নর নারীরা নরকে ডুবিয়া মরে মরুক, আমি স্বর্গে থাকিলেই হইল, যে ব্যক্তি এরূপ মনেও করিতে পারে সে উদাসীন, স্বার্থপর, অধার্ম্মিক লোক কদাচ প্রকৃত স্বর্গে যাইতে পারে না। ভক্তের প্রাণ জগতের পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল, তিনি কাহাকেও ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতে পারেন না; কিন্তু কাহারা তাঁহার সঙ্গে স্বর্গে যাইতে পারে ? সকলের এক মাত্র গতি ঈশ্বরের সঙ্গে যাঁহাদের প্রত্যক্ষ প্রাণযোগ আরম্ভ হইয়াছে, অথবা যাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়া ঈশ্বরেতেই দিবানিশি বাস করেন, তাঁহারাই কেবল সশরীরে ভক্তের সঙ্গে স্বর্গে অবস্থিতি করেন

এবং তাঁহাদের সেই যোগই যথার্থ স্বর্গীয় এবং অনন্তকালের যোগ, এবং দেহত্যাগের পর পরলোকে নিশ্চয়ই তাঁহাদের পুনর্ম্মিলন হইবে। কি স্বামী স্ত্রী, কি পিতা পুত্র, কি মাতা কন্যা, কি ভাই ভগ্নী, কি বাহিরের লোক, অন্ততঃ দুজনেও যদি এই কথা বলিতে পারেন "তুমি এবং আমি এই ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, দুজনেই একত্রে অনন্তকাল ইহাঁর মধ্যে বাস করিব, দুজনেই একত্র ইহাঁর সৌন্দর্য্য দেখিব, দুজনেই একত্রে ইহাঁর মধুর কথা শুনিব এবং সমস্ত প্রাণ দিয়া দুজনে একত্রে ইহাঁর সেবা করিব," তাহা হইলে তাঁহারা ঈশ্বরের মধ্যে এক হইয়াছেন। এবং তাঁহাদের মধ্যে সেই নিত্য প্রাণযোগ আরম্ভ হইয়াছে, যাহা দ্বারা পরলোকে নিশ্চয়ই তাঁহাদের পুনর্ম্মিলন হইবে। হইবে কেন বলিতেছি? তাঁহাদের মধ্যে সেই অনন্তকালের যোগ হইয়াছে, পরকালে, স্বর্গরাজ্যে তাঁহারা পরস্পরকে দেখিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের মধ্যে তাঁহাদের সেই প্রাণযোগ স্থাপিত হইয়াছে, শরীরের বিনাশেও যাহার বিচ্ছেদ নাই। শরীর থাকিতে থাকিতেই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে স্বর্গে দেখা শুনা হইতে চলিল। কিন্তু দুঃখের কথা, অদ্যকার বক্তব্য এই বলিয়া শেষ করিতে হইল, যে এখনও কোন ব্রাহ্মব্রাহ্মিকার মধ্যে সেইরূপ নিত্য যোগ স্থাপিত হয় নাই। ঈশ্বরকে না হইলে যেমন প্রাণ বাঁচে না, সেইরূপ ভাই ভগ্নীকে পিতার গৃহে না আনিলে আমার পরিত্রাণ হয় না, অদ্যাবধি এই সহজ সত্যও অনেকে বিশ্বাস করে না। আমাদের মধ্যে এমন কি কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা বলিতে পারেন, এই আমরা কয় জন অনন্তকাল ঈশ্বরের গৃহে দাসত্ব করিবার জন্য একত্র হইয়াছি; তিনি আমাদের প্রভু, আমরা তাঁহার দাস দাসী, তাঁহাকে

ভিন্ন প্রাণান্তেও আর কাহারও সেবা করিব না, তিনি আমাদের প্রাণ, আমরা তাঁহার প্রাণে প্রাণী, আমাদের প্রাণ এবং সর্ব্বস্ব দিয়া কেবল তাঁহারই সেবা করিব ? এই প্রকার বন্ধন ভিন্ন কাহারও পরিত্রাণ নাই। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে যোগ. তাহা অসার পৃথিবীর মায়া অথবা নরকের আসক্তি ; পরলোকে, স্বর্গে সেই যোগ থাকিবে না। অতএব বাহিরের সকল প্রকার যোগ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মযোগে পরস্পরের সঙ্গে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হও। সেই যোগে ভয় নাই, মৃত্যু নাই, পাপ নাই। সেই যোগে যোগী হইয়া একদিকে যেমন পিতার প্রেমমুখ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইবে, অন্যদিকে তেমনই তাঁহার ভক্ত সন্তানদিগের স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া অন্তরের ভক্তি এবং উৎসাহ প্রবলবেগে উদ্দীপিত হইবে। সেই অবস্থায় যতই দেখিবে পিতার চারিদিকে পবিত্রাত্মা সকল দিবানিশি তাঁহার ধ্যান এবং তাঁহার পূজায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, ততই প্রবলতর হইয়া তোমাদের অন্তরে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, এবং ততই প্রখরবেগে তোমাদের ভক্তি এবং প্রেমস্রোত প্রবাহিত হইয়া, নিত্য ঈশ্বরের সিংহাসন ধৌত করিবে। সেই ভিতরের স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য প্রতিদিন ঈশ্বরের রথ আসিতেছে, যদি একাকী যাইতে চাও সেই রথ ফিরিয়া যাইবে ; কিন্তু যদি সবান্ধবে, সপরিবারে যাইতে প্রস্তুত হও, তবে সেই স্বর্গের রথ তোমাদিগকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া যইবে। ধন্য দয়াময় ঈশ্বর ! ! তিনি আমাদিগের ন্যায় পাপী দুঃখীদিগের জন্য এমন সুন্দর স্বর্গের রথ পাঠাইলেন, বন্ধুগণ চল, আর বিলম্ব করিও না, এবার সকলে মিলিয়া চল পিতার শান্তি-নিকেতনে যাই, আমাদিগকে দেখিলে সেখানে দেবতাদিগের আনন্দ হইবে, এবং পৃথিবীর লোকেরা

দেখিয়া বলিবে যথার্থই ইহারা সশরীরে এবং সপরিবারে স্বর্গধামে চলিল। যখন আমরা সশরীরে এবং সপরিবারে স্বর্গধামে বাস করিব তখন ব্রহ্মকৃপার জয়ধ্বনিতে স্বর্গ মর্ত্ত্য বিকম্পিত হইবে।

হে ঈশ্বর! তুমিই আমাদের স্বর্গ, যেখানে স্বর্গ সেখানে তুমি ইহা অসার কথা। তোমা ভিন্ন, আর কি কোথাও স্বর্গ আছে? তোমাকে ছাড়িয়া আর কোথায় স্বর্গ অন্বেষণ করিব। হে পবিত্র প্রেমময় পিতা! তুমি আমাদের প্রেমধাম, তুমিই আমাদের শান্তি-ধাম। যখন তোমার মধ্যে বাস করিয়া সুখী হই, বড় ইচ্ছা হয় সবান্ধবে সে সুখ ভোগ করি; প্রাণ কাঁদিয়া বলে, আহা এমন সুখের সময় কেহ কাছে নাই। কবে পিতা, তোমাকে তোমার কৃপার সাক্ষী করিয়া বলিব, দেখ পিতা, আমারা এতগুলি পাপী তোমার নামে একপ্রাণ হইয়া সশরীরে তোমার স্বর্গে যাইতেছি। দীননাথ, কবে পৃথিবীকে সেই ব্যাপার দেখাইবে? যদি না দেখাও, তবে কেহই যে তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়ধ্বনি করিবে না। কবে পিতা, সশরীরে, সপরিবারে, সবান্ধবে তোমার ঘরে গিয়া "এই কি হে সেই শান্তি-নিকেতন" বলিয়া তোমার পদতলে পড়িয়া তোমার জয়ধ্বনি করিব? আশীর্ব্বাদ কর, শীঘ্র আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

পরিবার এক।

রবিবার ৬ই মাঘ, ১৭৯৫ শক।

গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে পর্য্যটন করিলে যেমন ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তেমনি গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে অন্বেষণ করিলে

ভ্রাতাকেও লাভ করা যায় না। নিজের আত্মা মধ্যে যদি প্রাণ শৃঙ্খলে ঈশ্বরের সঙ্গে বদ্ধ হইতে না পারে, তবে বাহিরের বিশেষ স্থান কিংবা বিশেষ কালে যে ঈশ্বরদর্শন, তাহা কদাচ চিরস্থায়ী নহে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনেক সময় উপাসনার অনুকূল হয় ইহা যথার্থ; কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না নিজ ঘরে আত্মা গভীরতম স্থানে গভীর ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, ততদিন ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য যোগ হয় না। যিনি জানেন যে ঈশ্বর ভিন্ন তিনি এক নিমেষ বাঁচিতে পারেন না, তিনি কি স্থান এবং কাল বিশেষে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাইব, ইহা আশা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? ভক্ত নিজের প্রাণ ভাবিলেই ইহার মূলে ঈশ্বরকে দেখিতে পান; সুতরাং যেখানে এবং যখন তিনি ঈশ্বরকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, সেখানে এবং তখনই তিনি তাঁহার দর্শন লাভ করেন। ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন প্রতি আত্মার এরূপ নিগূঢ় এবং নিত্য প্রাণযোগ, ভাই ভগ্নীর সঙ্গেও মনুষ্যের সেইরূপ আধ্যাত্মিক এবং চিরস্থায়ী সম্পর্ক। এই যোগ ভুলিয়া যাহারা বাহিরে ভাই ভগ্নী অন্বেষণ করে, তাহাদিগকে একদিন নিশ্চয়ই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। ভাই ভগ্নীরাও বাহিরে নহেন; কিন্তু অন্তরে। বাহিরে অনেক প্রকার প্রভেদ এবং অনেক বিচ্ছেদের কারণ বর্ত্তমান, কিন্তু অন্তরে বিচ্ছেদ নাই, বিভিন্নতা নাই, সেখানে দুই নাই, দুই সহস্র নাই; কিন্তু সকলেরই মূল এক। বাহিরে শত সহস্র শাখা প্রশাখা; ভিতরে বৃক্ষের মূল এক। সেইরূপ যদিও মনুষ্য-পরিবার ক্রমে ক্রমে দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া সভ্য, অসভ্য, এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপে পরিণত হইতেছে; কিন্তু মূলে মনুষ্যপরিবার এক। যখন এই মূলের

প্রতি দৃষ্টি করি, তখন দেখি বাহিরের সহস্র প্রকার অনৈক্যের মধ্যেও ঐরূপ সম্ভব। বৃক্ষের কোটী কোটী শাখা সত্ত্বেও মূল এক, এইরূপে বিশ্বাসচক্ষে উপলব্ধি করিতে পারি কেমন করে সহস্র সহস্র লোক এক হইতে পারে। মূলে একতা রহিয়াছে। বাহিরে তাহা দেখা যায় না। পরিবার অন্তরে। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ভাই ভগ্নীদিগকে কোথায় পাইব? ঘরের মধ্যে, বাহিরে নহে। তবে ব্রাহ্মগণ, তোমরা বাহিরে পরিবার অন্বেষণ করিতেছ কোথায়? বাহিরে শাখা প্রশাখা দেখিও না. কেন না কোটী কোটী হইতে এক বাহির করা কি কখনও সম্ভব? পাঁচ জনের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা যায় না, পাঁচ সহস্রের মধ্যে কিরূপে হইবে? যতই পরিবার বৃদ্ধি হইবে, ততই প্রেমের হ্রাস হইবে ইহা অল্প-বিশ্বাসীর কথা। পরিবার এক, একজনের সঙ্গে যদি প্রকৃত স্বর্গীয়ভাবে সম্মিলন হয় তাহা সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইবে। কেন না মূলে চিরকাল পৃথিবীতে এক পরিবারই থাকিবে। বাহিরে সহস্র সহস্র শাখা প্রশাখা হউক না কেন, মূলে সকলের প্রাণ এক। বাস্তবিক দুই ব্রাহ্ম হইতে পারে না, দুই লক্ষের কথা কি বলিতেছ? এক ঈশ্বরের জ্যোতিঃ সকলের অন্তরে বিকীর্ণ হইতেছে। পদার্থে ঈশ্বর হইতে জীবাত্মা চিরকালই ভিন্ন থাকিবে; কিন্তু তথাপি প্রকৃত উপাসনা এবং প্রকৃত ধ্যানের এমনই গভীরতা ও নিগূঢ়তা যে তখন মনুষ্যের আত্মা এবং পরমাত্মা এক হইয়া যায়। সেইরূপ যখন ভ্রাতায় ভ্রাতায় আত্মিক স্বর্গীয়যোগের অভ্যুদয় হয়, তখন তাহারা এক হইয়া যায়। মূলে সকলেই অভিন্ন-হৃদয়। প্রেম চক্ষু খুলিয়া দেখ, মূলে একই প্রাণে সকলেই প্রাণী। একই স্থান হইতে সকলেই প্রাণ, জ্ঞান, এবং প্রেম ও ধর্ম্ম লাভ

করিতেছে। এই অভেদেই পরিত্রাণ, ইহাতেই স্বর্গ। এখানে দুই নাই, কাহার সঙ্গে বিবাদ করিব? তুমি যে ধর্ম্মে দীক্ষিত, আমারও সেই ধর্ম্ম। তুমি যে বলে বলী, আমিও সে বলে সবল। বাহিরে মুখের বিভিন্নতা, অবস্থার বিভিন্নতা; কিন্তু ভিতরে একই মূল হইতে সকলে প্রাণ লাভ করিতেছি, সেখানে ভিন্নতা নাই, অনৈক্য নাই। যদি স্বীকার কর মূলে মিলন রহিয়াছে, এখনই অন্তরে স্বর্গের আদর্শ প্রকাশিত হইবে; আর যদি ইহা বিশ্বাস না কর, কোটি বৎসর পরেও তোমার নিকট স্বর্গ আসিবে না। যদি বল যতই মনুষ্যের স্বাধীনতা স্ফূর্ত্তি পাইবে, ততই মিলনের সম্ভাবনা থাকিবে না; তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে জগতে ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন নাই। কেন না যাহা দ্বারা একদিন জগতের সমুদয় নরনারীদিগের মধ্যে মিলন, সৎ পবিত্র প্রেমযোগ হইবে, তাহা এই ব্রাহ্মসমাজ; যদি ইহা দ্বারা সেই লক্ষ্যই সিদ্ধ না হইল, তবে ইহার প্রয়োজন কি? এই যে বঙ্গদেশে গঙ্গানদীর তীর হইতে, "সমস্ত মনুষ্যমণ্ডলীকে এক পরিবারে বদ্ধ করিতে হবে" এই মহারোল উঠিল, ইহা কি কেবলই অহঙ্কার এবং কল্পনার কথা? কিরূপে সমুদয় মনুষ্য একপ্রাণ হইবে? ব্রাহ্মগণ, তোমরা প্রেমের ধর্ম্ম পাইয়াছ বলিয়া কতই গৌরব এবং ভাণ করিতেছ, কিন্তু আমি দেখিতেছি কখনও তোমাদের মধ্যে প্রাণের মিল হয় নাই। মন্দিরে দুই ঘটা একত্রে উপাসনা করিলে কি হইবে? তোমাদের মধ্যে কি যথার্থ প্রাণের অভেদ হইয়াছে? পাঁচশত লোক কেন এক হয় না? বিশ্বাস নাই, ইচ্ছা নাই। বিশ্বাসচক্ষে মূলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সকলেই একতানে বলিতে পারেন, যখন সর্ব্বমূলাধার ঈশ্বর এক, তখন সমস্ত মনুষ্যপরিবার একপ্রাণ

হইবেই হইবে। যখন দেখিতেছি সকলের প্রেম, ভক্তি এবং চরিত্রের নির্ম্মলতা এক ঈশ্বর হইতে বিনিঃসৃত হইতেছে, তখন অহঙ্কার এবং বিবাদের কারণ কোথায় রহিল? অতএব তুমি থাকিও না, আমিও থাকিব না; কিন্তু ঈশ্বরকে মূলে বসিতে দাও। এইরূপে যখন দেখি তোমার আমার এবং সকলের ধর্ম্মজীবনের মূলে ঈশ্বর বর্ত্তমান, তখন আর দেশবিদেশের ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে পাই না। তখন ভারতবর্ষ ইংলণ্ড এবং আমেরিকাস্থ সমুদয় ব্রাহ্মেরা মূলে এক, ইহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। বাহিরে শত সহস্র শাখা প্রশাখা এবং ফল ফুলে বৃক্ষ সুশোভিত; কিন্তু নিম্নে বৃক্ষের মূল এক; সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থা ভেদ, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্রাহ্মসমাজ, কিন্তু সকলের মূল এক ঈশ্বর। যখন ঈশ্বর এক, তখন অনৈক্য আমাদের মধ্যে কিরূপে আসিবে? আর একটী মূল কিংবা আর এক ঈশ্বরকে সৃজন না করিলে কোন মতেই আমাদের মধ্যে ভিন্নতা হইতে পারে না। প্রেম বল, পরিত্রাণ বল, স্বর্গ বল কদাপি দুই হইতে পারে না। এক ঈশ্বর হইতে একই প্রকার সন্তানের উৎপত্তি সম্ভব। যদি তাহা না হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে সকলের মূল এক নহে। যদি সকলেই এক ঈশ্বর হইতে ধর্ম্মলাভ করিয়া থাক, তবে নিশ্চয়ই তাহা এক হইবে; যদি না হয়, তবে তাহা তোমাদের বুদ্ধিরচিত এক একটী ক্ষুদ্র আপাততঃ সুরম্য অট্টালিকা, যাহা পরীক্ষার বায়ুতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া শত সহস্র খণ্ড হইয়া যাইবে। ব্রাহ্মগণ, ঈশ্বরের মধ্যে সেই মূলে উপস্থিত হও; সেখানেই একতা, সেই স্থানে না গেলে যোগ নাই, মিলন নাই, পরিত্রাণ নাই। ঈশ্বর দেখিতেছেন তোমাদের আত্মা সকল নির্জীব রহিয়াছে, পরস্পরের মধ্যে প্রেম নাই, প্রাণের

যোগ নাই, তাঁহার রচিত সুন্দর পুষ্প সকল বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। তোমরা একত্র হইলেই স্বর্গীয় লাবণ্য বৃদ্ধি হইবে, এইজন্যই তিনি তোমাদিগকে তাঁহার সন্নিধানে আহ্বান করিতেছেন; তাঁহার নিকট যাও, সকল বিচ্ছেদ, বিবাদ এবং সকল দুঃখ যন্ত্রণা দূর হইবে। প্রতিজ্ঞা কর, আর কাহারও সঙ্গে বিবাদ করিব না, কেন না আমার প্রাণ যেখান হইতে, আমার ভ্রাতার প্রাণও সেই স্থান হইতে আসিতেছে। সহস্র প্রকার মুখের ভিন্নতা, অবস্থার ভিন্নতা আছে থাকুক, তাহা পৃথিবীর ব্যাপার; কিন্তু ঈশ্বরের সন্নিধানে, স্বর্গরাজ্যে সকলেই এক। প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যেও দেখিতে পাই, যাহা ভেদের কারণ তাহা অনিত্য, কেন না তাহা পার্থিব। ঈশ্বরের মধ্যে আমরা সকলে এক, এই অভেদ জ্ঞান গ্রহণ করিতেই হইবে, নতুবা চিরকালই আমাদের মধ্যে অপ্রেম অশান্তি থাকিবে। নির্ব্বোধ প্রচারক, আর বাহিরে ভাই ভগ্নীদিগকে অন্বেষণ করিও না। তুমি কি ভারতের এবং পৃথিবীর এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া প্রত্যেক ভাই ভগ্নীর নিকট যাইয়া স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করিতে পার? ঈশ্বরের মধ্যে তাঁহার সন্তানগণ, প্রেমচক্ষু খুলিয়া তাঁহার দিকে তাকাও, দেখিবে তোমার প্রাণের ভাই ভগ্নী সকল সেখানে। ভক্ত যিনি তিনি হৃদয়কে বিদীর্ণ করিয়া বলেন, "এই দেখ আমার বুকের ভিতর ঈশ্বর তাঁহার সন্তানদিগকে লইয়া বাস করিতেছেন, দূরে যাইতে হয় না; এই নিকটে আমার হৃদয়ের মধ্যে চিরকাল, অনন্তকাল আমি তাঁহার এবং তাঁহার সন্তানদিগের সহবাস সম্ভোগ করিব।" যতদিন এইরূপে ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিবারকে দেখিতে না পাইবে, ততদিন মনে করিবে তোমার

ভ্রাতা একদিকে, তোমার ভগ্নী একদিকে, এবং তুমি একদিকে, এবং চিরকালই তোমরা তিনজন ভিন্ন থাকিবে ; কিন্তু যাই সকলের মূল ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইবে, তখনই এক হইয়া যাইবে। ব্রহ্মদর্শনে আত্মবিস্মৃতি অনিবার্য্য, "প্রাপ্ত হয় আত্মবিস্মৃতি" এই সত্য তখনই বুঝিতে পারি, যখন আমরা প্রাণের ভাই ভগ্নীদিগকে লইয়া সেই প্রাণের ভূমি পিতার অন্তরে প্রবেশ করি। তখন কোথায় থাক তুমি, কোথায় থাকি আমি, কোথায় বা ভাই, কোথায় বা ভগ্নী, সকলেই এক ; সকলেই অভিন্নপ্রাণ, ভিন্নতা আর তখন থাকে না। সুতরাং ভ্রাতৃভাব, কিংবা ভগ্নীভাব বলিলেও ঠিক স্বর্গরাজ্যের ঐক্য প্রকাশ করা হয় না। "আমি" "তুমি" "তিনি" এসকল কথা থাকিবে না। সেখানে সকলেই এক হইয়া যাইব, ইহারই জন্য আমাদের এত আয়োজন, ইহারই জন্য আমাদের একত্র উপাসনা। যদি ইহা না হয়, চাই না তোমাদের ব্রাহ্মসমাজ, চাই না তোমাদের ধর্ম্মের আড়ম্বর। ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মিকাগণ, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে চাও, তবে এইটী দেখাইতে হইবে, যে পাঁচ জন পাঁচ জন থাকিবে না ; কিন্তু তাহারা এক হইবে। শরীর মন বিভিন্ন হউক ; কিন্তু প্রাণে এক। সেই পাঁচ জন ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইয়া এক হইয়াছেন। সময় পূর্ণ হইলে মাতার শরীর পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সেইরূপ যখন অন্তরে পাঁচ জন ঈশ্বরেতে এক হইবে, তখন বাহিরেও সেই এক স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হইবে। পাঁচ জনের অন্তরে প্রেমরাজ্য স্থাপিত হইলে বাহিরে তাহা আসিবেই আসিবে। অভেদ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। সব ভাই এক ভাই, সব ভগ্নী এক ভগ্নী। অবস্থাভেদে আমরা অনেক, কিন্তু ঈশ্বরসম্পর্কে আমরা

সকলেই এক। এই উৎসবের সময় যদি দেখিতে পাই আমরা সকলেই এক হইয়াছি, তুমি যাহা বলিতেছ, আমিও তাহা বলিতেছি, তুমি যাঁহাকে দেখিতেছ, আমিও তাঁহাকে দেখিতেছি, তুমি যাঁহার কথা শুনিতেছ, আমিও তাঁহারই কথা শুনিতেছি; এমন কি অনন্ত স্থান এবং অনন্তকাল যদি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করে, তথাপি তোমার মধ্যে আমি, এবং আমার মধ্যে তুমি এবং সকলের মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে সকল থাকিবে। ঈশ্বর এক এবং তিনি সকলের প্রাণ, সুতরাং তাঁহার মধ্যে সকল নরনারী এক। যতদিন তোমরা এই যোগে সমস্ত মনুষ্য সন্তানদিগকে বদ্ধ করিতে না পার, ততদিন তোমরা ব্রাহ্মনামের উপযুক্ত নহ, এবং ততদিন তোমাদের পৃথিবীতে প্রয়োজন থাকিবে।

কূপ ও নদী।

রবিবার, ১৩ই মাঘ, ১৭৯৫ শক।

কোন কোন দেশের লোক কেবল কূপের জলের উপর নির্ভর করে। তৃষ্ণা হইলে তাহারা সেই কূপ হইতে জল উঠাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে। নিকটে নদী নাই, এইজন্য তাহারা ভূমি খনন করিয়া কূপ নির্ম্মাণ করে, এবং সেই কূপের জলে তাহাদের দৈনিক অভাব সকল মোচন করে। কিন্তু সৌভাগ্যশালী সেই দেশবাসীরা যে দেশের মধ্যে নদী প্রবাহিত হইতেছে। দুই প্রকার দেশই আমাদের দেশে আছে। কেহ নদীর তীরে বাস করিয়া অতি সহজেই আপনার অভাব সকল মোচন করে, কেহ অতি কষ্টে কূপ হইতে জল উঠাইয়া আপনার পিপাসা দূর করে। কাহারও

সৌভাগ্য, কাহারও দুর্ভাগ্য। কাহারও পক্ষে জলকষ্ট দূর করা আয়াসসাধ্য, কাহারও পক্ষে অনায়াসসাধ্য। আমাদের দেশে দুই প্রকার প্রণালীই দেখিতে পাই। ধর্ম্মরাজ্যেও এরূপ, কোন কোন হৃদয় কূপের উপর নির্ভর করে, কোন কোন হৃদয় নদীর উপর নির্ভর করে। শান্তিবারির প্রয়োজন নাই, এমন লোক নাই। নদী নিকটে পাইলে ভাল হয়; কিন্তু যে দেশে নদী নাই, সেখানে কূপ ভিন্ন আর উপায় নাই; কিন্তু যে কূপের দেশে বাস করে, সে কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। হৃদয়রাজ্যে আমরা দেখিতে পাই যাহারা সামান্য একটু জল অনেক পরিশ্রমের পর লাভ করে, ক্রমে ক্রমে তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; এবং যখন তাহাদের নিজের হৃদয়ের কূপ শুষ্ক হইতে থাকে, তখন তাহারা উপদেশপ্রণালীর মধ্য দিয়া পরের জল অন্বেষণ করে। সর্ব্বদাই তাহারা পুস্তক বিশেষ, শাস্ত্র বিশেষ এবং ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে। তাহারা কতকগুলি গ্রন্থ, কতকগুলি গুরু এবং আচার্য্য নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছে; যখন একটী কূপ শুষ্ক হয়, তখন আর একটীর নিকট গমন করে; কিন্তু কূপের জলে আত্মার সমুদয় মলিনতা দূর হয় না। যাহারা কূপের উপরে নির্ভর করে, তাহারা কবে কূপ শুষ্ক হইবে এই ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত। কূপের জলে সামান্য মলিনতা ধৌত হয়; কিন্তু তাহাতে অন্তরের গভীর পাপ ধৌত হয় না। কিন্তু নদীর জলে যে কেবল সামান্য তৃষ্ণা দূর হয় তাহা নহে, তৃষ্ণা অপেক্ষা নদীর জল লক্ষ গুণ, অনন্ত গুণ অধিক। সেইরূপ যাহার হৃদয়ের মধ্যে নদী প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহার কখনও অভাব নাই। যাহারা ঈশ্বরের নদীর নিকট বাস করে, তাহাদের জঞ্জাল দূর করিবার জন্য সেই নদী বিশেষ

সহায়তা করে। নদীর প্রবলবেগে এক ঘণ্টার মধ্যে সমুদয় জঞ্জাল, মলিনতা, পাপ এবং কুসংস্কার দূরে চলিয়া যায়। তোমরা কি দেখ নাই আমাদের নিকটস্থ গঙ্গানদী যেমন জলকষ্ট নিবারণ করে, তেমনই আবার নগরের আবর্জ্জনা জঞ্জাল দূর করে। সেইরূপ যে দেশে ভক্তিনদী প্রবাহিত হয়, সেই দেশের শত সহস্র বৎসরের পাপ ধৌত হইয়া যায়। সেই স্বর্গের স্রোতের নিকট কি পাপ তিষ্ঠিতে পারে? নদীর বেগ যেখানে আছে, সেখানে ভয় নাই। সেখানকার বায়ু সর্ব্বদাই পরিষ্কার। স্বর্গ হইতে উৎসবরূপ মহানদী আসিয়া আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যদি এত জল না আনিত, আমরা যদি নিজে কূপ খনন করিতাম, তবে কি আমরা এ সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাইতাম? অপরের গৃহ হইতে জল আনিয়া কতদিন আর সাধন করিব? দুঃখী তাঁহারা যাঁহারা পরের উপর নির্ভর করেন। এইজন্য ঈশ্বর স্বর্গ হইতে নদী প্রেরণ করেন, সেই নদীর জল বেগে মনুষ্য হৃদয়ে প্রবাহিত হইলে কেবল যে তাহাতে জলকষ্ট দূর হয় তাহা নহে; কিন্তু তাহাতে অনেক দিনের পাপ ধৌত হয়। সমুদায় দুঃখ পাপ শোক তাপ জঞ্জাল বিপদ সেই স্রোতে নিক্ষেপ কর, নিমেষের মধ্যে সমুদয় চলিয়া যাইবে। ঊর্দ্ধে, নিম্নে সেই জল, যখন সেই জলে ডুবিয়া থাকি তখন কোন দিন যে জীবনে মলিনতা ছিল, তাহাও মনে থাকে না। যে দিকে নেত্রপাত করি সেই দিকেই স্বর্গের জল। অতল-স্পর্শ অগাধ শান্তিবারি মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, অন্ত বিষয় কিরূপে দেখিব। চারিদিকেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম হইতে প্রেম জল, ভক্তিজল, সুখজল, শান্তিজল বহিতেছে; কিন্তু সে সকলে হৃদয়ে কত দুঃখ, যাহারা সেই নদীতে থাকে না। ঈশ্বর দা

করিয়া জীবের হৃদয়ে প্রেমনদী আনিয়া দেন; কিন্তু মনুষ্যের অবিশ্বাস দ্বারা সেই নদী আবার চলিয়া যায়। বিশ্বাস কর সেই নদী কখনই শুষ্ক হইবে না। অল্পবিশ্বাসে সেই নদী শুষ্ক হইয়া যায়, এবং আবার সেই পাপরাশি দেখা দেয়। যতক্ষণ নদীর জল চলিতে ছিল, ততক্ষণ নিম্নে কিছুই দেখা যাইতেছিল না; কিন্তু যাই নদী শুষ্ক হইল, তখনই সেই পুরাতন, দুর্গন্ধময় মৃতদেহ সকল রোগপূর্ণ অস্থি সকল দেখা যাইতে লাগিল। সেইরূপ যখন পাপীর হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেমনদী প্রবাহিত হয়, তখন তাহার কোন পাপই দেখা যায় না; কিন্তু যখনই তাহা পাপীর অল্পবিশ্বাসে শুষ্ক হয়, তখনি আবার সেই কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি দেখা দিয়া সেই ভীত দুর্ব্বল সন্তানকে আরও ভীত করে। বাস্তবিক সমুদয় পাপ চলিয়া যাইত, যদি নদীপ্রবাহ থাকিত। কিন্তু পাপী অবিশ্বাসী হইয়া আবার সে সকল পাপ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিনয়ী উদ্ধত হইল, তাই ঘনমেঘ আসিয়া তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিল। যে ব্যক্তি অল্পক্ষণ পূর্ব্বে স্বর্গের পবিত্র শান্তি সম্ভোগ করিতেছিল, অবিশ্বাসপাপে সেই ব্যক্তি এখন নরকে বাস করিতে লাগিল। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, এরূপ যেন আমাদের কাহারও না হয়। উৎসবরজনীতে আর কিছু বলিবার নাই, যে নদী ঈশ্বর প্রেরণ করিলেন, ইহা যেন আর শুষ্ক না হয়। এমন নদীর ভিতর অবগাহন করিয়া এই পাপ চক্ষে এমন স্বর্গ দেখিয়া আবার যে নরকের দুর্গন্ধে ডুবিব, ইহা সহ্য হইবে না। ঈশ্বরের সঙ্গে এমন যোগ স্থাপন করিতে হইবে, যে আর এই নদী শুষ্ক না হয়। তাঁহার সঙ্গে যোগ হইলে পুস্তক এবং বাহিরের গুরুর মুখাপেক্ষা করিতে হয় না। তিনি স্বর্গ হইতে জল আনিয়া তোমাদের তৃষ্ণা

দূর করিবেন, এবং স্বর্গের জলে তোমাদের পাপরাশি চলিয়া যাইবে। ঈশ্বরের সঙ্গে সেই নিত্য যোগে সংযুক্ত হও। যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে যোগী হইবে, ভাই ভগ্নীদের সঙ্গেও চিরকালের জন্য যোগী হইবে। ঈশ্বরের প্রেমজলের মধ্য দিয়া সেই প্রেমের ভাই ভগ্নীদিগকে দেখিবে। যখনই পরস্পরকে দেখিবে তখনই প্রেমজল বৃদ্ধি হইবে। যখন ঈশ্বরের সঙ্গে থাকিবে, তখন পরস্পরের দর্শন নিশ্চয়ই সরস হইবে, তখন চক্ষে জল, হৃদয়ে জল অবশ্যই থাকিবে। এ বৎসরের পরীক্ষা কঠিন। কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে এবার জানা যাইবে। যদি দেখিতে পাই আমাদের মধ্যে সেই প্রেমপ্রবাহ আসে নাই, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিব ব্রাহ্মসমাজ কপটতার আলয়। উৎসবের কয়দিন স্বর্গবাস, তাহার পর আবার পরস্পরের প্রতি অস্ত্রাঘাত, এরূপ পরিবর্ত্তন আর সহ্য করিতে পারি না। প্রিয় উৎসব পরস্পরকে প্রিয় করিতে পারিল না। পিতা যেমন সন্তানকে ভালবাসেন, আমরা কি পরস্পরকে তেমন ভালবাসিতে পারিব না? যাহারা কূপের উপর নির্ভর করে, তাহাদের কি পাপ প্রক্ষালিত হয়? এইজন্য বলিতেছি, ঈশ্বরের প্রেমস্রোতে আপনাদিগকে নিক্ষেপ কর, আর ভয় থাকিবে না। এই বিশেষ সময়ে পিতার প্রেমে নিমগ্ন না হইলে, ইহার পর আর হইবে না। এইরূপে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যখন সহস্র লোক ঈশ্বরের প্রেমজলের মধ্যে যোগ স্থাপন করিবে, তখন রসবিহীন ধর্ম্ম কি, জানিব না। দিবা রাত্রি প্রেমনদীতেই মানুষের বাস করিতে হয়, তখন ইহাই স্পষ্টরূপে বুঝিব। বিচ্ছেদ কি, অপ্রেম কি, জানিব না। এই প্রকারে যদি পিতার প্রেম সাধন কর, উৎসবের ফল হইবে। এ সময়ে

যাহা করিবার তাহা করিয়া লও। যদি এখন ভাল করে পিতার আজ্ঞা না শুন, স্বর্গের পর নরক আসিবে না কে বলিতে পারে? যদি পিতার কৃপাস্রোতে বাধা দেও তবে হয় তো এমন হইতে পারে, যেখানে স্বর্গের নদী চলিতেছিল, সেখানেই দেখিবে পাপ-মরুভূমি। এবার উৎসবের দিন ব্রহ্মমন্দিরে যে শোভা দেখিয়াছ, তাহা প্রাণের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখ। এবার যে ঘর দেখিয়াছি, তাহার শোভা আর ভুলিতে পারি না। "যেমন ধরাতলে স্বর্গবাস।" যে নদী সে দিন চলিয়াছিল, তাহা যেন চিরকাল চলে; যে ফুল সে দিন ফুটিয়াছিল, চিরকাল সেই ফুল প্রস্ফুটিত হউক! এমন নরাধম কে আছে, যে সেই শোভা দেখিয়া অবিশ্বাসী হইতে পারে? বিশ্বাসী বিনয়ী হইয়া পরস্পরের সঙ্গে সাথী হইব। চিরদিন দাসত্বে নিযুক্ত থাকিলে আমাদের হৃদয়ে স্বর্গের জল দিন দিন বৃদ্ধি হইবে। ঈশ্বরের চরণরূপ হিমালয়ে সেই প্রেমের উৎস। সেখান হইতে যে নদী আসিতেছে, কাহার সাধ্য সেই নদীর বেগ সম্বরণ করে? সেই স্রোত পাপীদিগকে টানিয়া লইয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত করিবে। সেই নদী আসিয়াছে, আসে নাই, কেহই বলিও না। পিতার প্রেমনদী ধরাতলে আসিয়াছে, তাহাতে অবগাহন করিলেই আমরা বাঁচিব। যাঁহাদের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের রজ্জুতে বদ্ধ হইয়াছি, এই নদীতে তাঁহাদের সঙ্গে সন্তরণ করিব। তাঁহাদের সঙ্গে অন্য কোন প্রকার সম্পর্ক রাখিব না। ঐ নদীর জলে পিতার চরণ প্রক্ষালন কর, ঐ চরণ আমাদের পরিত্রাণ-নৌকা, উহাতে আরোহণ কর, সকল সঞ্চিত পাপ ভাসাইয়া দাও। নদীর বেগ কি দেখিতে শুনিতে পাইতেছ না? পিতার কাছে যাহা শুনিয়াছ, এখন তাহা কার্য্যেতে পরিণত

কর। এবারকার প্রেম, পবিত্রতা এবং ঈশ্বরদর্শন যেন চিরকাল নয়নের শোভা এবং হৃদয়ের প্রফুল্লতা সম্পাদন করে।

প্রেমই প্রেমের পুরস্কার।

রবিবার, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক।

আমরা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছি, ঈশ্বরের গৃহে দাসত্বের বাহ্যিক পুরস্কার নাই। দাসত্বের পুরস্কার দাসত্ব। প্রেম দান করা যথার্থই এত উচ্চ অধিকার যে, যদি কেহ সেই প্রেম দান করিয়া পুরস্কার প্রত্যাশা করেন, তিনি অবিশ্বাসী এবং পাপী। যে ব্যক্তি মনে করে, আমি যে কার্য্য করিলাম, ইহার বিনিময়ে পুরস্কার লাভ করিব, সে স্বার্থপর, অপ্রেমিক। বস্তুতঃ প্রেম দান করাই প্রেমদানের পুরস্কার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাঁহার দ্বারা লব্ধ হইয়াছে যিনি প্রেম দান করিয়াছেন। শত শত পাপাচারে যাহার শরীর মন কলঙ্কিত, সে যদি জগতের উপকার করিতে পারে, ইহা অপেক্ষা আর তাহার শ্রেষ্ঠতর পুরস্কার কি হইতে পারে? প্রেমবিগলিত হইয়া পরস্পরের সেবা করিবার জন্যই ঈশ্বর তাঁহার সন্তানদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। সেবাতেই ভৃত্যের মহত্ত্ব, এবং তাঁহার পক্ষে সেবা করাই শ্রেষ্ঠপুরস্কার। প্রেম দান করাই যদি প্রেমের পুরস্কার হইল, এখন জিজ্ঞাসা, সেই প্রেমের অন্ত কোথায়? তাহার পরিমাণ কি? কি পরিমাণে জগৎকে প্রেম দিতে হইবে? কত দূর জগতের দাসত্ব করিতে হইবে? প্রেমের কি সীমা আছে? এত দূর পর্য্যন্ত জগতের সেবা করিব,

ইহার অধিক করিব না, আমাদের কি এরূপ বলিবার অধিকার আছে? যাহারা কেবল আপনার ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে প্রেম করে, এবং যত দূর তাহাদের বন্ধুতা যায়, তত দূর সেবা করে, স্বর্গীয় প্রেম কি, তাহারা তাহা জানে না। ঈশ্বরের প্রেম যাঁহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, ঈশ্বরের দাসত্বে যিনি নিযুক্ত, তিনি প্রেমের সকল পরিমাণ, সকল গণিত এবং সকল অঙ্কশাস্ত্র নদীতে বিসর্জ্জন করেন। ইহাকে প্রেম দিব, ইহাকে দিব না, ইহার দাসত্ব করিব, ইহার করিব না, প্রেমকে যে এরূপ বিভাগ করিতে চায়, সে স্বর্গরাজ্যের উপযুক্ত নহে। হয় সমস্ত গুরুত্বের সহিত স্বর্গের প্রেমকে আসিতে দাও, নতুবা বল যে স্বর্গের প্রেম তোমরা পাও নাই। ঈশ্বরের প্রেমের সীমা নাই, তিনি বলিতে পারেন না, উহাকে প্রেম দিব, উহাকে দিব না। এই জন্যই তাঁহার সন্তানদিগের প্রতি বারংবার তাঁহার এই আদেশ যে প্রেমকে সীমাবদ্ধ করিও না, প্রেমের চারি দিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিও না। কেবল বন্ধুদিগকে প্রেম দান করিতে হইবে, একথা পৃথিবীর অতি নীচ জঘন্য কথা। স্বর্গরাজ্যের যাত্রী বলিয়া যখন আমরা পরিচয় দিতেছি, তখন স্বার্থপরতার জঘন্য নিয়মানুসারে প্রেমকে কাটিতে পারি না। "অন্যকে তত দূর ভালবাস, যত দূর আপনাকে ভালবাস" ব্রাহ্মেরা এই পুরাতন নীতি অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র সংকীর্ণ পরিমাণে জগৎকে ভালবাসিলে কাহারও পরিত্রাণ নাই। ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্র এই যে, তাঁহাদের প্রেমের পরিমাণ নাই। এই ক্ষুদ্র আত্মা এক দিকে যেমন ঈশ্বরের প্রেমে কত দূর বিস্তৃত, এবং কত দূর প্রশস্ত হইবে তাহার অন্ত নাই, সেইরূপ

অন্য দিকে ইহা অপরকে আপনার ন্যায় কি আপনা হইতে অধিক, কত দূর ভালবাসিবে তাহার পরিমাণ নাই। যে ভালবাসা ঈশ্বর প্রেরণ করেন, তাহা কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে আমরা জানি না। ঈশ্বরের প্রেমকে কি তোমরা বলিতে পার, "হে প্রেম! এত দূর যাও, আর যাইও না?" যে প্রেমতরঙ্গ ঈশ্বরের সাগর হইতে উঠিতেছে, তাহা মনুষ্যের কথা শুনিবে কেন? যে জন্মিয়াছে জগৎকে প্রেম করিবার জন্য, সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া তাহার প্রেম জগৎকে আলিঙ্গন করিবেই করিবে। কাহাকে কি পরিমাণে ভালবাসিবে, ইহা স্বর্গীয় প্রেমের কথা নহে। তিনি যে ভক্তহৃদয়কে প্রেমের আধার করিয়া রাখেন, তাঁহার হৃদয় হইতে অপ্রতিহতভাবে প্রেম প্রবাহিত হয়। এই ভাইটির সেবা করিব, অন্যের করিব না, যাহারা আমাদের মতে সায় দেয়, তাহাদিগকে প্রেম দিব, আর যাহারা আমাদের বিরোধী এবং নিদারুণ দুর্ব্বাক্য বলিয়া আমাদের মনে কষ্ট দেয়, তাহাদের পদ সেবা করিব না, প্রকৃত ভক্ত কখনই এরূপ বিচার করিতে পারেন না। যে সংসার শত্রুকে ভালবাসিতে পারে না, সেই এই নূতন শাস্ত্র রচনা করিয়াছে যে, যে আমাকে ভালবাসে আমি তাহাকে ভালবাসিব, যে কৃতজ্ঞ হয় আমি তাহারই উপকার করিব; কিন্তু যে অকৃতজ্ঞ এবং ভালবাসিতে পারে না, তাহাকে ভালবাসা এবং তাহার সেবা করা অন্যায়। ইহা কেবল স্বার্থপরতার শাস্ত্র। ইহা ঈশ্বরের আদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত। ঈশ্বর সর্ব্বদাই তাঁহার দাস দাসীদিগকে ডাকিয়া এই বলিয়া দিতেছেন, স্বর্গের প্রেমকে অবরোধ করিও না। যাঁহারা স্বর্গের প্রেমে প্রেমিক তাঁহারা জানেন না, এই

ব্যক্তির যে সেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছি কত দিন ইঁহার সেবা করিব। ভালবাসার পরিমাণ কি, তাহাও তাঁহারা জানেন না। নিজের স্ত্রী পুত্রকে যে প্রকার ভালবাস, অন্যের স্ত্রী পুত্রকে সেই রূপ ভলবাসিবে, নিজের পিতা মাতার যেরূপ সেবা কর, অন্যের পিতা মাতাকে সেইরূপ সেবা করিবে; পৃথিবীর এই নীচ নীতি তাঁহারা জানেন না। স্বর্গ হইতে যে প্রেম আসে তাহা পৃথিবীর মলিন স্বার্থপর জঘন্য রজ্জুতে বদ্ধ হয় না। আপনার অপেক্ষাও জগৎকে অধিক ভাল বাসিতে হইবে, ইহাও স্বর্গীয় প্রেমের পরিমাণ নহে। এই ক্ষুদ্র "অহং" কখনই প্রেমশাস্ত্রের মূল হইতে পারে না। ভালবাসিয়া প্রাণপণে জগতের সেবা করিব, ইহা ঈশ্বরের আদেশ; কিন্তু কাহাকে কত ভালবাসিব, ভাইকে অধিক ভালবাসিব, না ভগ্নীকে অধিক ভালবাসিব, নিজের পিতা মাতাকে অধিক ভালবাসিব, না অন্যের পিতা মাতাকে অধিক ভাল বাসিব, নিজের স্ত্রী পুত্রকে অধিক ভালবাসিব, না পরের স্ত্রী পুত্রকে অধিক ভাল বাসিব তাহা জানি না। সকলকেই ভালবাসিব; কিন্তু কাহার অপেক্ষা কাহাকে অধিক ভালবাসিব তাহার পরিমাণ নাই, কেন না এক জন কিরূপে আর এক জন হইবে। নিজের স্ত্রী পুত্রের প্রতি এক প্রকার প্রেম; অন্যের স্ত্রী পুত্রের প্রতি আর এক প্রকার প্রেম; পাত্র-ভেদে প্রেম ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে; কিন্তু সকল প্রকার প্রেমেরই মূল এক। ঈশ্বর প্রেরিত প্রেম-চিরকালই বিশেষ বিশেষ বাৎসল্যের আকার গ্রহণ করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ধাবিত হইবে; কিন্তু কাহার প্রতি কি পরিমাণে যাইবে, এবং নিজের পিতা মাতা এবং স্ত্রী পুত্র

অপেক্ষা যে অন্যের প্রতি অধিক হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? প্রেম কি আমার দাস, না তোমার দাস? যাঁহার দাস, প্রেম তাঁহারই আজ্ঞায় চলিবে। যাহার ঘরে যাইবে, তোমার আমার সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সেখানে যাইবেই যাইবে। যে ব্যক্তি আমাকে বধ করিতে চায়, আমার ভিতর দিয়া ঈশ্বরের প্রেম তাহাকেও আলিঙ্গন করিবে। যে প্রেম স্বর্গ হইতে নামিয়াছে, তাহা কি শত্রুতা মিত্রতা বিচার করিতে পারে? ভয়ানক পাষণ্ড নাস্তিক যে তাহাকেও ঈশ্বরের প্রেম পরিত্যাগ করে না; যিনি ঈশ্বরসন্তান, তিনি পিতার প্রেম অনুকরণ না করিয়া কিরূপে বাঁচিবেন? তখন রাখে কে নিবারিয়ে, যখন হৃদি হইতে প্রেম উথলিয়া পড়ে? সমস্ত জগৎকে ভালবাসিতে পার, ঈশ্বর তোমাকে এরূপ প্রকৃতি দিয়া সৃজন করিলেন। তোমার সাধ্য কি তুমি তাহা বদ্ধ করিয়া রাখিতে পার? সেই প্রেমকে অল্প লোকের মধ্যে বাঁধিতে গেলে তুমিই অন্ধ হইবে, তোমারই হৃদয় অপ্রশস্ত এবং অপবিত্র হইয়া তোমার প্রকৃতিকে বিনাশ করিবে। ঈশ্বরের প্রেমকে ক্রমাগত প্রবাহিত হইতে দাও, জগতের পরিত্রাণ হইবে এবং নিজেও সুখী হইবে। শত্রুদিগের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল সেই প্রেমের মধ্যে পড়িলে চন্দনের গন্ধ লইয়া বাহির হইবে। শত্রুতার ভয়ানক অস্ত্র সকলও ঈশ্বরের প্রেমস্পর্শে মধুময় হইয়া যায়। স্বর্গের সামগ্রী প্রেম, পৃথিবীর মলিনতা তাহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে না। যখন ঈশ্বরের কাছে অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষর করিয়া জগতের দাসত্ব লইয়াছি, তখন যে মহাশত্রু, তাহারও সেবা করিতে হইবে। যাহার মনে

অনেক অহঙ্কার, কেবল সেই ব্যক্তিই এ কথা বলে যে যাহারা দুশ্চরিত্র তাহাদের কিরূপে সেবক হইব। কিন্তু যিনি ঈশ্বরের অনুগত দাস তিনি জানেন যে, নরনারী মাত্রেই তাঁহার প্রভু; আমাদের হৃদয়ে যে স্বর্গের প্রেম তাহা যে সমস্ত পৃথিবীর প্রাপ্য। তুমি জান না, তোমার প্রেম কোথায় হইতে আসিতেছে, কোন্ দিকে যাইতেছে। হিমালয়, ল্যাপল্যাণ্ড তুমি দেখ নাই, কিন্তু তোমার প্রেম সেই সকল অজানিত স্থানে গিয়া অপরিচিত ব্যক্তিদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে। যদি ঈশ্বরের প্রেমের সাধক হও, তবে দেখিবে সমস্ত জগৎ তোমার হৃদয়ের ভিতরে। সাধকের হৃদয়ের নিকট এই যে এত বড় পৃথিবী ইহা একটী ক্ষুদ্র সর্ষপকণাতুল্য। ঈশ্বরসন্তানগণ, তোমরা কি ইহা জান না যে তোমাদের প্রেম পৃথিবী অপেক্ষা বড়। যাহাদিগকে দেখ নাই, যাহাদের কথা শুন নাই, তাহাদের নিকটেও তোমাদের প্রেম যায়। ঈশ্বর যেমন তাঁহার সকল সন্তানদিগকে ভালবাসেন, তাঁহার সন্তানেরাও পরস্পরকে সেইরূপ ভালবাসিবে, এই তাঁহার আজ্ঞা। যে দিন সমস্ত জগৎকে ভালবাসিব সে দিন দেখিব, আমরা প্রেমের তরঙ্গের উপর ভাসিতেছি। যে দিন দেখিলেন হৃদয়ের প্রেম সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইল, সেই দিন ঈশ্বরের সেবক হাসিলেন, তাঁহার দাস দাসীরা আনন্দিত হইলেন। প্রেমানন্দ আস্বাদ করা অপেক্ষা আর কি কোন মহোচ্চ অধিকার আছে? অন্তরে ভালবাসাকে আসিতে দাও, নিমিষের মধ্যে নরকে স্বর্গের উদয় হইবে। যতক্ষণ প্রেম নাই, ততক্ষণ পাপ, ততক্ষণ ভয়। প্রেম যদি হৃদয়ে আসে, পৃথিবীর সহস্র দুঃখ যন্ত্রণা দেখিয়াও তখন উপহাস করি। অন্তরে যখন প্রেমচন্দ্র উদিত হইল, তখন মনুষ্য শত্রু

হইলে ক্ষতি কি? প্রেমই প্রেমের পুরস্কার। প্রেমই স্বর্গরাজ্য আনিয়া দেয়।

আশাশাস্ত্র।

[বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজ।]

রবিবার, ৩রা চৈত্র, ১৭৯৫ শক।

জগতের সমস্ত অবস্থার মধ্যে পরিবর্ত্তন। জড়রাজ্যে যেমন পরিবর্ত্তন, সংসার এবং ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যেও সেইরূপ পরিবর্ত্তন। জড়রাজ্যে যেমন অন্ধকারের পর আলোক, এবং আলোকের পর আবার অন্ধকার, সংসারেও সেইরূপ সম্পদের পর বিপদ এবং বিপদের পর সম্পদ, ক্রমাগত এইরূপ পরিবর্ত্তন। ইতিহাস মধ্যেও পাঠ করি, অমুক স্থানে এক রাজ্য উঠিল, কিছু দিন পর বিপ্লব উপস্থিত হইয়া তাহার ধ্বংস হইল, এবং তাহার উপরে আর এক রাজ্য সংস্থাপিত হইল। এইরূপে যে দিকে নেত্রপাত করি সেই দিকেই পরিবর্ত্তন। কি জগতের সাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনায়, কি প্রত্যেক জীবনে সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তন। ধন্য সেই সকল ব্যক্তি, এ সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যেও যাঁহাদের বিশ্বাস এবং আশা স্থির থাকে! বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত আমরা কেবলই পরিবর্ত্তনস্রোতে ভাসিতেছি। এক শ্রেণীর লোক এ সকল পরিবর্ত্তন দেখিয়া জ্ঞান হারাইতেছে এবং অবিশ্বাস ও নিরাশার কূপে পড়িতেছে। অপর শ্রেণীর লোক, যদিও তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প, এ সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে অটল। আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে এত অবিশ্বাস এবং অস্থিরতা,

এ সমুদয় পরিবর্ত্তনের প্রতিকূল ঘটনা সকল আলোচনা করাই তাহার প্রধান কারণ। তাহারা কেবল এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, সম্পদের পরে কেন বিপদ, যৌবনের পরে কেন বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়? ধনী কেন নির্ধন, সুস্থ কেন দুর্ব্বল, এবং ধার্ম্মিক কেন অধার্ম্মিক হয়? এ সকল প্রতিকূল পরিবর্ত্তন দেখিয়াই জ্যোতিঃপূর্ণ, উদ্যমপূর্ণ যুবারা নিরাশ, নিস্তেজ এবং নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। আলোকের পর অন্ধকার হইল কেন, ক্রমাগত ইহা যে ভাবে সে যে মরিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহারা অন্ধকার দেখে, তাহারা নিরাশার শাস্ত্র পাঠ করিবেই; কিন্তু যাঁহারা কেবল এই দেখেন যে অন্ধকারের পর কিরূপে আলোক আসিল, যেখানে পাপের স্রোত চলিতেছিল সেখানে কিরূপে পুণ্যনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল, যে ব্যক্তি মহাপাপী ছিল, সে কিরূপে পরিত্রাণ পাইল, অভক্ত কিরূপে ভক্ত হইল, ঈশ্বরের "আশাশাস্ত্র" তাঁহাদের নিকট উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়। প্রাতঃকালের সূর্য্য যেমন আশার প্রচারক, রজনীর অন্ধকার তেমনই নিরাশার প্রচারক। কেবল অন্ধকারের দিক্ দেখিয়া কত বিশ্বাসী অল্পবিশ্বাসী হইল, তাহারা আপনারাও মরিল, আবার অন্যকেও মারিল, কেবল নিরাশার অন্ধকারে তাহাদের অতি উৎকৃষ্ট স্বর্গীয় বিশ্বাস ভক্তিও বিলুপ্ত হইল। বন্ধুগণ, তোমরা যে অন্ধকারের দিক্ একেবারে দেখিবে না তাহা বলিতেছি না, কিন্তু এই বলিতেছি প্রতিকূল অনুকূল সমুদয় ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিতে হইবে, সমুদয় পরিবর্ত্তনের ভিতরে তাঁহার "আশাশাস্ত্র" পাঠ করিতে হইবে। সেই সকল লোকের অবস্থা অতি শোচনীয় যাহারা কেবলই মন্দের দিক্ দেখে। ঈশ্বর যখন দয়া করিয়া

নিজে স্বর্গে লইয়া যান, তখনও তাহারা কল্পনা দ্বারা সেখানেও নরক টানিয়া আনে। চারি দিকে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হইতেছে; কিন্তু তাহারা এই কথা বলিবে, এইরূপ অনেক ব্যাপার দেখিয়াছি, এ সকল কিছুই স্থায়ী নহে। এইরূপে বিশ্বাসরাজ্য হইতেও তাহারা অবিশ্বাসের কথা বাহির করে; কিন্তু বিশ্বাসীরা ইহার বিপরীত কথা বলেন। অত্যন্ত উন্নত সাধু ব্যক্তি ঘোর পাপে কলঙ্কিত হইল, কিংবা কোন প্রচারক প্রচার ব্রত পরিত্যাগ করিয়া আবার সংসারী হইল, এ সমুদয় ভয়ানক হৃদয়বিদারক ব্যাপার হইতেও বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের করুণাশাস্ত্র পাঠ করেন। কণ্টকের উপরে যে গোলাপ পুষ্প তাঁহারা কেবল তাহাই গ্রহণ করেন। ঈশ্বরের দুর্জ্জয় কৃপাবলে আবার কখন তাঁহাদের ভাল পরিবর্ত্তন হইবে, বিশ্বাসীরা কেবল তাহাই প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন; এজন্য ঘোর বিপদও তাঁহাদিগকে ভীত এবং নিরাশ করিতে পারে না। চিরকালই তাঁহাদের পক্ষে প্রাতঃকালের উজ্জ্বল জীবন্ত আশার শাস্ত্র; এবং অবিশ্বাসীদের পক্ষে সায়ংকালের অন্ধকারপূর্ণ নিরাশার শাস্ত্র। সায়ংকাল যাহাদের গুরু, তাহাদের উৎসাহ বল নিশ্চয়ই দিন দিন ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু প্রাতঃকাল যাঁহাদের গুরু সহায় এবং নেতা, তাঁহারা নরকের মধ্যে স্বর্গ দেখিতে পান। যাঁহারা কেবল এই দেখেন, রাত্রির পর দিন আসিবেই, দুঃখের পর সুখ আসিবেই, বিপদের পর সম্পদ আসিবেই, কোন পরিবর্ত্তনেই তাঁহাদের মৃত্যু নাই। অতএব ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য, ভয়ানক প্রতিকূল ঘটনার মধ্যেও তাঁহাদের বিশ্বাস এবং আশাকে অবিচলিত রাখেন। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন এই পরিবর্ত্তনপূর্ণ প্রতিকূল ঘটনা-

বলির মধ্যেও আশার শাস্ত্র পাঠ করিয়া জীবনকে উন্নত করিতে পারি।

চির উন্নতি।

[শাঁখারিটোলা ব্রাহ্মসমাজ।]

শুক্রবার, ২২শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক।

শরীরের যেমন বৃদ্ধি হয়, আত্মারও সেইরূপ উন্নতি হয়। ভৌতিক নিয়মে শরীরের বৃদ্ধি, মানসিক নিয়মে আত্মার উন্নতি। শরীরের বৃদ্ধির সীমা আছে; কিন্তু আত্মার উন্নতির সীমা নাই। শরীরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এমন একটী সীমা আছে যেখানে উপস্থিত হইলে মুখের শ্রী, মুখের আকার এবং সমস্ত শরীর এক প্রকার ভাব ধারণ করে, মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহার আর পরিবর্ত্তন হয় না। বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া মনুষ্য যখন যৌবনে পদার্পণ করে, তখনই তাহার শরীর সেই অবস্থা এবং সেই গঠন লাভ করে যাহা শেষ পর্য্যন্ত থাকে। পৃথিবীর অবস্থাতে পড়িয়া মনুষ্যের আত্মার গঠনও সেইরূপ এক সময়ে স্থির হইয়া যায়, যাহার আর শীঘ্র কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। শারীরিক যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন শরীরের বল, তেজ, উদ্যম, উৎসাহ এত দূর বৃদ্ধি হইতে থাকে যে, তখন আর বিঘ্ন বিপত্তির প্রতি কিছু মাত্র ভ্রূক্ষেপ থাকে না, সেইরূপ মনেরও একটী অবস্থা আছে যখন মনুষ্য যতই জ্ঞান লাভ করে, ততই তাহার আরও জ্ঞানলাভের স্পৃহা বলবতী হয়, যতই সে অধিক লোককে ভালবাসিতে পারে, ততই সে অধিক-

তর লোককে প্রেম দান করিতে ব্যাকুল হয়, এবং যতই সে উপাসনা করে, ততই আরও অধিক উপাসনা করিতে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে; কিন্তু যদিও আত্মা এইরূপে ক্রমে ক্রমে উন্নত ও বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে; যদিও এইরূপে ধৰ্ম্মজীবনের আরম্ভ হইতে ভিতরের সাধুতারূপ বীজ প্রস্ফুটিত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে তাহা ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া চারিদিকে সৌরভ বিস্তার করে; তথাপি মনুষ্যের দুৰ্ব্বলতাবশতঃ একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে সেই উন্নতি স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়, যে টুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা আর অধিকতর জ্ঞানো-পার্জ্জন করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। পৃথিবীর যে কয়েকজন নরনারীর প্রতি তাহার প্রেম ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা আর অধিকতর লোকের সঙ্গে স্বর্গীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হইতে তাহার আর উৎসাহ হয় না, এবং উপাসনাসম্পর্কেও আর নূতন নূতন ভাব গ্রহণ করিতে তাহার ব্যাকুলতা থাকে না; এইরূপে ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অধিকাংশ লোকের চরিত্র গঠিত হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা আত্মার অনন্ত উন্নতি বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের জীবনও এই ভয়ানক দোষে কলঙ্কিত হইতেছে। তাঁহারা যে জ্ঞান, যে প্রেম, এবং যে পুণ্য লাভ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা যে কত সহস্র গুণ উচ্চতর, গভীরতর, এবং প্রশস্ততর সত্য, প্রণয়, এবং উৎসাহাগ্নি আছে তাহা তাঁহারা দেখিতে পান না। তাঁহাদের বিশ্বাস, আশা, প্রেম, উৎসাহ, পবিত্রতা সীমাবদ্ধ হইয়া নিস্তেজ এবং মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের এক প্রকার স্বভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ইহা অপেক্ষা যে তাঁহারা উচ্চতর উন্নতি লাভ করিতে পারেন,

তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাস নাই। মৃত্তিকা কঠিন হইলে যেমন আর তাহার উপর কোন চিহ্ন মুদ্রিত হয় না, সেইরূপ যাহাদের মনের চরিত্র গঠিত হইয়া যায়, আর তাহাদের অন্তরে নূতন সত্য, নূতন ভাব, এবং নূতন পবিত্রতা অনুপ্রবিষ্ট হয় না। যত দিন শিশুর ন্যায় হৃদয় কোমল এবং আর্দ্র ছিল তত দিন ইহা নবীন জ্ঞান, নবীন অনুরাগ এবং নবীন উৎসাহ গ্রহণ করিতে পারিত; কিন্তু যাই হৃদয় কঠোর এবং অহঙ্কারী হইল, তখন উচ্চতর পরিবর্ত্তন অসম্ভব হইল। এইরূপে তখন আত্মার অনন্ত উন্নতিবিষয়ে তাহার অবিশ্বাস জন্মে। ইহার নিগূঢ় কারণ মনুষ্যের সুখপ্রিয়তা। মনুষ্য কিছু কাল ধর্ম্মের নব অনুরাগে উৎসাহী হইয়া অন্তরের দুর্দ্দান্ত রিপুদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করে: কিন্তু যাই দেখে রিপু দমন করিতে করিতে সবল মনও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যখন দেখে যেখানে জীবন্ত অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত, সেখানে শীতল বারি আসিল, তখন তাহারা নিরাশ হইয়া কেহ সেই পুরাতন শত্রু কাম, কেহ ক্রোধ, কেহ লোভ, কেহ অহঙ্কার, এবং কেহ আলস্যপরতা, ইত্যাদির পদতলে পড়িয়া থাকে। এইরূপে এক বার মনের চরিত্র গঠিত হইলে, এক বার সেই যৌবনের সতেজ উন্নতি রুদ্ধ হইলে, একবার হৃদয়ে কুসংস্কার এবং পাপাসক্তি বদ্ধমূল হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত আর তাহা দূর করিতে চেষ্টা হয় না। এই জন্যই সকল সাধুরা বলিয়াছেন যৌবনকালে বিশেষ সাবধান হইয়া হৃদয়কে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করিবে, কেন না যৌবনে মনের যে গঠন হইবে বৃদ্ধাবস্থায়ও তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু ব্রাহ্মেরা আত্মার অনন্ত

উন্নতি বিশ্বাস করেন। অনন্ত প্রেম এবং অনন্ত পুণ্যের সাগর ঈশ্বর যাঁহাদের লক্ষ্য, কেবল যৌবনে তাঁহাদের ধর্ম্মসাধন শেষ হয় না, যৌবন কেবল তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ। যাঁহারা যথার্থ সাধক, বৃদ্ধাবস্থাতেও তাঁহাদের যৌবনের উৎসাহ শীতল হয় না। যাঁহারা ঈশ্বরের স্বর্গীয় জ্ঞানের সুখ পাইয়াছেন, তাঁহারা কি অল্প জ্ঞানে তৃপ্ত থাকিতে পারেন? না; যাঁহারা যথার্থ পবিত্র প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহারা কি কেবল শত লোককে ভালবাসিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তাঁহাদের জ্ঞানস্পৃহা এবং প্রেমপ্রবৃত্তি দিন দিন বলবতী হইয়া উঠিতেছে। এক দিকে যেমন নূতন নূতন সত্য এবং নূতন নূতন ভাই ভগ্নীদিগকে লাভ করিয়া আনন্দিত হইতেছেন, আবার অন্য দিকে তাঁহাদের পুরাতন জ্ঞান ক্রমশঃ গভীরতর এবং গাঢ়তর হইতেছে, এবং পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে আরও প্রগাঢ় প্রেমে প্রাণের মধ্যে আকর্ষণ করিতেছেন। রিপুদমনসম্পর্কেও তাঁহাদের সংগ্রামের শেষ হয় নাই, যাহাতে আর কখনও কোন রিপু উত্তেজিত হইতে না পারে, সেই জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত; কেন না তাঁহারা জানেন, এক বার রিপুকুল দুর্জ্জয় হইয়া উঠিলে আর তাহাদিগকে দমন করা সহজ নহে। অতএব কেহই উন্নতিপথে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িও না, কিন্তু জয় জগদীশ, জয় জগদীশ বলিয়া ক্রমাগত সাধন কর। যত দিন প্রাণ আছে, যত দিন প্রদীপে তৈল আছে, তত দিন উদ্যম এবং অধ্যবসায় সহকারে চরিত্র সংশোধন কর, এবং দিন দিন নূতন নূতন জ্ঞান, নূতন নূতন প্রেম ও নূতন নূতন পুণ্য

সঞ্চয় কর। উন্নতির কোন বিভাগেরই শেষ হয় নাই। আমরা যদি লক্ষবার উপাসনা ও ধ্যান করিয়া থকি, তথাপি এখনও অসংখ্য নূতনবিধ উপাসনা এবং নূতনবিধ ধ্যান আছে। উপাসনা ধ্যানের পূর্ণাবস্থা এখনও আমরা দেখি নাই। অতএব চরিত্রকে শীঘ্র গঠিত হইতে দিও না; যত ক্ষণ না চরিত্র সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়, যত ক্ষণ না তোমাদের জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতা সেই অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম এবং অনন্ত পুণ্যের আধার ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারে, তত ক্ষণ কিছুতেই নিরাশ এবং নিরুৎসাহ হইবে না। এই সংবৎসব পরে উৎসব করিতেছি, গত বৎসর অপেক্ষা আমাদের জ্ঞান, প্রেম, উৎসাহ কত দূর বর্দ্ধিত হইল তাহা দেখিতে হইবে। যখন দেখিব প্রতিদিন, প্রতিসপ্তাহে, প্রতিবৎসরে, আমাদের সমস্ত জীবন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, বিশ্বাস, প্রীতি উৎসাহ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন জানিব আর আমাদের উন্নতভাব মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবার নহে। উন্নতি না হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য। উন্নতি আমাদের জীবন, উন্নতি আমাদের পরিত্রাণ; ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন প্রতি দিন আমাদের জীবনে উন্নতির লক্ষণ প্রস্ফুটিত হয়। উন্নতির স্রোত যেন ভয়ানক অলঙ্ঘ্য গিরি পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে আমাদের সেই উচ্চতম লক্ষ্য স্থানে টানিয়া লইয়া যায়। কিয়ৎকাল চলিয়া যেন পরিশ্রান্ত পথিকের ন্যায় আমরা বৃক্ষতলে বসিয়া না থাকি। যত ক্ষণ না ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারি তত ক্ষণ যেন কিছুতেই মনের শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং উৎসাহের হ্রাস না হয়।

হে ঈশ্বর, আমাদের প্রাণের ভিতর যে তুমি গম্ভীর আশা দিয়াছ, যে তোমাকে লইয়া আমরা সুখী হইব, বাহিরের প্রতিকূলতা দেখিয়া কি আমাদের সেই আশা নিস্তেজ হইবে? তুমি যে দিন দিন তোমার দিকে উন্নত হইতে বলিতেছ, আমরা শ্রান্ত পথিকের মত পথের মধ্যে বসিয়া পড়িলে হবে কেন? তুমি এমন পিতা নহ যে, তোমাকে এক বার দেখিলে আর তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা হয় না। তুমি এমনই পিতা যে, তোমার মুখের দিকে তাকাইলে ইচ্ছা হয় সমস্ত দিন তোমাকে দেখি। তুমি এমনই পিতা, তোমার সঙ্গে এক বার কথা কহিলে ইচ্ছা হয়, সমস্ত জীবন তোমার সঙ্গে আলাপ করি। তুমি এমনই পিতা, এক বার তোমাকে ভালবাসিয়া সুখী হইলে, ইচ্ছা হয়, সমস্ত পৃথিবীকে তোমার কাছে আনিয়া সুখী করি। প্রেমসিন্ধু, কেবল তোমার দুই এক বিন্দু প্রেম আমাদের মনে পড়িয়াছে। এখনও আমাদের তেমন উন্নতি হয় নাই, যাহা হইলে মনুষ্যের আর কোন ভয় থাকে না। এখনও আমাদের মন সশঙ্কিত। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের জীবনের অবস্থা দেখ। দেখ আমাদের প্রাণ মন যেন কঠিন হইয়া না পড়ে। তুমি গুরু হইয়া "অনন্ত উন্নতির মন্ত্র" শিক্ষা দিয়াছ। এখন দেখাও সত্য অপেক্ষা উচ্চতর সত্য, প্রেম অপেক্ষা গভীরতর প্রেম এবং উৎসাহ অপেক্ষা অগ্নিময় উৎসাহ আছে। তোমার করুণাবারিতে তোমার ব্রাহ্মসমাজকে আবার অভিষিক্ত করিয়া লও। তোমার চারিদিকের ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সন্তানদিগকে উন্নত, সরস, এবং নির্ম্মল কর। হে প্রেমময় পতিতপাবন, তোমার শ্রীচরণে এই বিনীত প্রার্থনা।

উপাসনাতে সুখ।

[শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইনের বাড়ী।]

শনিবার ২৩শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক।

উপাসনাই আমাদের পথ এবং উপাসনাই আমাদের গম্যস্থান। উপাসনাই আমাদের উপায়, এবং উপাসনাই আমাদের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে যাইতে হইলে উপাসনা ভিন্ন আর অন্য পথ নাই। ইহা যেমন পথ, ইহাই আবার গম্যস্থান। অনেকে মনে করেন, সুখ শান্তি এবং পুণ্যধামে যাইবার জন্য উপাসনা একটী কঠোর ব্রত মাত্র, যতদিন না সেই প্রার্থিত বস্তু লব্ধ হইবে, ততদিন সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া এই ব্রত পালন করিতে হইবে; পরে যথাসময়ে সেই গম্যস্থানে উপস্থিত হইলে, অন্তরে আপনা আপনি পুণ্য শান্তির অভ্যুদয় হইবে। যতদিন না শুভক্ষণে ঈশ্বরের স্বর্গধামে প্রবেশ করিয়া বন্ধু বান্ধবদিগের মুখ নিরীক্ষণ করিতে পারিব ততদিন দৃঢ়তা, অধ্যবসায় এবং আশা অবলম্বন করিয়া পথের কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। যতক্ষণ না গম্যস্থানে উপস্থিত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বন্ধুদিগের মুখ দেখিতে পাই, ততক্ষণ পথে চলিবার সময় অনেক কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। এই তত্ত্ব সকলেই পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি; কিন্তু উপাসনাসম্পর্কে আমরা এই কথা মানিতে পারি না। কেন না আমরা দেখিতেছি, যখনই "সত্যং" বলিয়া আমরা উপাসনা আরম্ভ করি, তখন হইতে আমাদের মন ঈশ্বর এবং তাঁহার স্বর্গের দিকে উন্নত হয়। যখনই ঈশ্বরের নাম লইয়া পাঁচজন ভ্রাতা ভগ্নী একত্রিত হইলাম, তখনই আমাদের মন স্বর্গের শোভায় উন্নত এবং পবিত্র হইল, ইহা আমরা

বারম্বার পরীক্ষায় জানিয়াছি। কে বলিতে পারে প্রকৃত উপাসনার সময় আমাদের মন পাপ দুঃখে জর্জ্জরিত থাকে? যাই কোন বন্ধু সংসার ছাড়িয়া উপাসনা স্থানে আসিলেন, তখন কেবল যে তাঁহার স্থানান্তর হইল তাহা নহে; কিন্তু উপাসনায় যোগ দিতে না দিতে তাঁহার ভাবান্তর হইল। তুমি মনে করিলে তিনি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আসিলেন, কিন্তু তাহা নহে: তিনি পৃথিবী হইতে ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্যে আসিলেন। অতএব কেবল উপাসনা পথ নহে, উপাসনাই আমাদের গম্যস্থান। উপাসনাপথে যখন চলিতেছি, তখনই ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা হইতেছে। কেবল যে সেই দূরস্থ ঘর আমাদের প্রেমময় পিতা এবং বন্ধু বান্ধবে পরিপূর্ণ তাহা নহে, কিন্তু পথে চলিতে চলিতেই তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের হৃদয় আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতেছে। যাই উপাসনা করিতে মন স্থির হয় এবং ভক্তি উথলিত হয়, তৎক্ষণাৎ আমাদের আত্মা উন্নত পবিত্র এবং আনন্দিত হয়। যাই ঈশ্বরের নিকট বসিলাম, তৎক্ষণাৎ কেন সুখের উদয় হইল? সংসার ছাড়িয়া উপাসনা করিতেছি, ইহা জীবনের সামান্য ঘটনা নহে, কিন্তু ইহাতেই হৃদয়ের নিগূঢ় পরিবর্ত্তন হয়। যতই উপাসনাতত্ত্ব ভাবি, ততই উপাসনার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তির উদয় হয়। ঈশ্বর এত দয়া করিয়া আমাদিগকে কেবল তাঁহার সেই দূরস্থ পবিত্র গৃহে যাইতে আদেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, কিন্তু নিজে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমাদের পথের কষ্ট দূর করিবার জন্য পথের ধারে ধারে প্রচুর অন্ন, এবং তাঁহার শীতলপ্রেমবারিপূর্ণ সরোবর খনন করিয়া রাখিয়াছেন। পথিকেরা ক্ষুধার্ত্ত এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইলেই তাঁহার সকল প্রসাদ ভোগ করিয়া সুখী হয়। যে দিকে পথিক

নেত্রপাত করেন, সেই দিকে দেখিতে পান তাঁহার অভাবমোচনের রাশি রাশি উপায় রহিয়াছে। আমাদের অসীম সৌভাগ্য যে দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার উপাসনাকে এমন মধুময় এবং ধর্ম্মপথকে এমন সুন্দর করিয়া দিয়াছেন। যদি আমরা জানিতাম, ক্রমাগত ৩০।৪০ বৎসর স্তব স্তুতি এবং কঠোর সাধন করিতে হইবে, পরে ঈশ্বরের ঘরে গিয়া সুখী হইব, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কে এতদিন সহিষ্ণু হইয়া সেই সুখের প্রতীক্ষা করিয়া এত কঠোর সাধন করিত? তাই দয়াময় আমাদের প্রকৃতি জানিয়া এই অঙ্গীকার করিয়াছেন, যখনই মনুষ্য ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাকে ডাকিবে, তখনই তিনি তাঁহার নিকট সুখস্বরূপ হইয়া প্রকাশিত হইবেন। ঈশ্বর যখন স্বয়ং এই বলিয়াছেন, তখন আর আমাদের ভাবনা কি? ঈশ্বর নিজে যাহাকে সুখী করিলেন, পৃথিবী কিরূপে তাহাকে দুঃখী করিবে? উপাসনাতে যতদিন সুখী হইব, ততদিন কোন বিপদ পরীক্ষা ভয় দেখাইতে পারে না। ধন্য ঈশ্বর! যে তিনি উপাসনার মধ্য দিয়া আমাদের অন্তরে স্বর্গের মিষ্টতা ঢালিয়া দেন। উপাসনা-রূপ অমূল্য অধিকারের যেন আমরা চিরকাল সদ্ব্যবহার করিতে পারি। মধুপূর্ণ উপাসনা করিতে করিতে আমাদের প্রাণ পবিত্র হইতেছে, ভ্রাতা ভগ্নীদের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি হইতেছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে করিতে যদি আমরা ভালরূপে তাঁহাকে উপাসনা করিতে পারি, আমাদের কোন দুঃখ অভাব থাকিবে না। পিতা যখন উপাসনা দ্বারা আমাদিগকে এমন প্রচুররূপে সুখ বিধান করেন তখন আমরা কাঁদিব কেন? এস আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করি যে উপাসনারূপ এমন অমূল্য রত্ন তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন।

অনন্তকালের সহিত সম্বন্ধ।

[বৎসরান্ত নিশীথ।]

রবিবার ৩১শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক।

আমরা ব্রাহ্ম, কাল পূজা করি না; কিন্তু আমরা কাল মানি। অনন্তকাল অতি গম্ভীর ব্যাপার। যখন কিছুই ছিল না, তখনও অনন্তকাল। পৃথিবীর সৃজন হইল অনন্তকালসাগরমধ্যে। ঈশ্বরের যত মহাব্যাপার হইয়া গিয়াছে, সকলই এই অনন্তকালসমুদ্রের মধ্যে, আরও কত সহস্র, অযুত, লক্ষ, ঘটনা এই অসীম সমুদ্রে বিলীন হইবে কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? সেই অনন্তকাল যাহা ভাবিলে হৃদয় কম্পিত এবং প্রাণ স্তব্ধ হয়, ঈশ্বরের কৃপায় বিশ্বাসীদিগের নিকটে তাহা আনন্দের ব্যাপার। এইজন্য যে দয়াময় ঈশ্বর স্বয়ং সেই অনন্তকালসাগরে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, অনন্তকালসাগর-শয্যায় সেই অতি পুরাতন অনাদি অনন্ত ঈশ্বর শয়ান রহিয়াছেন, অনন্তকালরূপ মহাসাগরে ঈশ্বর ভাসমান রহিয়াছেন। ঈশ্বরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই অনন্ত সময় ভাবিতে পারি না। এই অনন্তকালসমুদ্রের প্রত্যেক স্থানে ঈশ্বর বর্ত্তমান। এই যে চারিদিকে অনন্তকাল ধূ ধূ করিতেছে যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, এবং কোন দিকে যাহার কূলকিনারা অথবা সীমা নাই, বিশ্বাসচক্ষু খুলিয়া দেখ কে সেই সমুদয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন? অনন্তকালের সঙ্গে যে কেবল আমাদের প্রিয়তম ঈশ্বরের সম্পর্ক তাহা নহে; কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ পদ্ম এই অনন্তকালরূপ মহাসমুদ্র হইতে প্রস্ফুটিত হইয়া চিরকাল জগতের চারিদিকে সৌরভ বিস্তার করিতেছে। মলিন পৃথিবীর সরোবর

হইতে স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ পঙ্কজ উৎপন্ন হয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য, যাহা ব্রাহ্মেরা এত আদর করেন, চিরকালই থাকিবে। সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায় যদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, জগতে যে ধর্ম্ম ছিল, যদি তাহার চিহ্নমাত্রও না থাকে, তথাপি দেখিবে স্বর্গের ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্মের ন্যায় সেই অনন্তকালসাগরে ভাসিতেছে। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমার নহে, আমার নহে, প্রথম শতাব্দীর নহে, বর্ত্তমান শতাব্দীর নহে, কোন বিশেষ দেশের নহে, কোন বিশেষ কালের নহে, কোন মনুষ্যের নহে ; কিন্তু ইহা মনুষ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও অনন্তকাল অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিতি করিবে। যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্মের উপরে কোন বিশেষ মনুষ্য কিংবা কোন বিশেষ জাতির নাম খোদিত নাই। আবার ঈশ্বর এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে যোগ আছে বলিয়াই যে অনন্তকাল আমাদের এত আনন্দের ব্যাপার তাহা নহে, কিন্তু এই অনন্তকালসমুদ্রে আমাদের স্বর্গরাজ্যের নৌকা ভাসিতেছে ! এই ব্রহ্মমন্দির যদি নৌকার ন্যায় ক্রমাগত অনন্তকালসাগরে ভাসিত, আমরা ইহা কত আনন্দের ব্যাপার মনে করিতাম। কেন না তাহা হইলে আমরা চিরকালের জন্য এই মন্দির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে মধুর প্রেমযোগ নিবদ্ধ করিতাম, এবং ইহারই মধ্যে সেই অনন্তকালের স্বর্গরাজ্য, প্রেমরাজ্য এবং আনন্দরাজ্যের অভ্যুদয় হইত। তাহা হইলে আর পাপ এবং অপ্রেমের কষাঘাত সহ্য করিতে হইত না। কিন্তু আমাদের জীবনে অদ্যাবধি সেরূপ সাধন হয় নাই। যদি হইত, তাহা হইলে, আর কল্পনা দ্বারা আমরা সেই সুন্দর প্রেমপরিবার চিত্রিত করিতাম না। আমাদের স্বর্গরাজ্য সেই মহাকালসাগরে ভাসিতেছে। যদি একবার সেই স্বর্গে প্রবেশ করি, আর ফিরিতে পারিব না। ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে

একবার সেই অনন্তকালের প্রেমশৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে আর বিচ্ছেদ হইতে পারে না। সেখানে পরিবর্ত্তন নাই। প্রাতঃকাল, সায়ংকাল, মাস বৎসর, শতাব্দী সেখানে নাই, এক অনন্তকাল সেখানে ধূ ধূ করিতেছে। আমাদের স্বর্গরাজ্য সেই অসীম সাগরে ভাসিতেছে। যদি আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে সেই পরলোকবাসী এবং এই পৃথিবীর সমুদয় ঈশ্বরপরায়ণ আত্মাদিগের সঙ্গে, আমরা একহৃদয় হইয়া সেই মহাসাগরে ভাসিতাম। স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ স্বর্গের পথ, এবং আমাদের স্বর্গরাজ্য। এ সমুদয় যে মহাকালসাগরে ভাসিতেছে, যতই গম্ভীর হউক না, তাহা কদাচ ভয়ের ব্যাপার হইতে পারে না, বরং ইহা আমাদের আশা, আনন্দ এবং জীবনের বস্তু। যখনই আমরা এই অসীম সাগরে প্রবেশ করিয়া আত্মার অমরত্ব অনুভব করি, তখন পৃথিবীর এ সমুদয় ব্যাপার বাল্যক্রীড়া বোধ হয়। কেহ আজ, কেহ কাল সেই মহাসাগরে যাইতেছেন, সকলকেই এই সাগরে ভাসিতে হইবে। ইহার হুঙ্কার এবং তর্জ্জন গর্জ্জন তোমরা কি শুনিতেছ না? আজ একটী বৎসর শেষ হইতেছে, অল্পক্ষণ পরেই আর একটী নূতন বৎসর আসিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন করিবে। এই এক বৎসর কি করিলাম তাহা স্মরণ করিয়া দিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার বিচারাসনে আনিয়াছেন। এই এক বৎসর সাধনের দ্বারা আমরা তাঁহার অমৃতসাগরে থাকিবার উপযুক্ত হইয়াছি কি না, তাহা দেখাইয়া দিবেন। গত বৎসর পিতাকে কত পরিমাণে ভক্তি করিয়াছি এবং ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে যেরূপ ভালবাসা উচিত ছিল আমরা কি তাঁহাদিগকে সেরূপ ভাল বাসিয়াছি? গত বৎসর যদি ঈশ্বর এবং তাঁহার পরিবারকে আমরা

প্রাণের সহিত ভালবাসিতে পারিতাম, আজ লজ্জা এবং ঘৃণাতে আমাদের মুখ এরূপ অবনত হইত না; এবং আজ তাহা হইলে যতগুলি প্রার্থনা এই মন্দির হইতে উত্থিত হইল, সে সকল গভীর দুঃখের ক্রন্দন না হইয়া আশা এবং আনন্দের ঘটনা হইত। আজ ঈশ্বর তাঁহার সেই পুরাতন সুন্দর মূর্ত্তি লইয়া আসিয়াছেন। আজ ব্রাহ্মগণ তোমরা লজ্জিতবদন কেন? কেন আজ তাঁহাকে তোমরা মুখ দেখাইতে পারিলে না? কেন আজ ব্রহ্মের চরণ ধরিয়া, আশা এবং সুখের কথা বলিলে না? সমস্ত বৎসর কি ঈশ্বর তোমাদিগকে একটীও আশার কথা বলেন নাই? যদি তাঁহার চরণতলে দুই একটী ভাই ভগ্নীকে লইয়াও স্বর্গের সুখ সম্ভোগ করিয়া থাক, তবে কেন আজ তোমাদের ভয়ানক দুঃখের কথা ব্রহ্মমন্দির বিদীর্ণ করিল। তোমাদের দুঃখ লজ্জা দূর করিতে পারেন কেবল ঈশ্বর, তিনি আসিয়া যদি তোমাদের মুখ তোলেন, তবেই আবার তোমরা মুখ দেখাইতে পার। অনন্তকালসাগরে এই একটি ঢেউ চলিয়া গেল। যত বৎসর যায় যাক্, প্রাণেশ্বরের ঘরে যাইবার, পিত্রালয়ে আনন্দ ভোগ করিবার সময় নিকটে আসিতেছে। কিন্তু কি দুঃখের কথা যত বৎসর যাইতেছে, ততই আমাদের পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। জীবন পুস্তক খুলিয়া দেখি সহস্র সহস্র পাপে আমাদের অন্তর মলিন হইয়াছে। সেই যে ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, এই কার্য্য করিও না, দেখি আমি অবাধ্য হইয়া সেই কার্য্য করিয়াছি। এইরূপে পিতার অবাধ্য হইয়া যত কুকর্ম্ম করিয়াছি, সকলই সেই পুস্তকে লেখা হইয়াছে। আত্মপ্রবঞ্চনায় সমস্ত বৎসর গিয়াছে; কিন্তু শেষ দিন গেল না। বৎসরান্তে সে সমুদয় স্মরণ করিয়া এখন যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতেছে। যে বৎসর ঈশ্বরের

বিধানের বিরুদ্ধে এত আক্রমণ করিলাম, তাহাকে বলিলাম, রে পুরাতন বৎসর ! শীঘ্র চলিয়া যা। এখনই চলিয়া যাইবে ; কিন্তু পাপ স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এইরূপে যখন জীবনের শেষ রাত্রি আসিবে, মৃত্যুর সময় সেই অর্দ্ধ ঘণ্টা তখন কোন মতেই কাটিবে না। আজ দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার বক্ষ দেখাইতেছেন, কে তাহা কত বাণে বিদ্ধ করিয়াছে। এমন সুখের বৎসর কবে আসিবে, যখন দেখিব ঈশ্বরের কাছে আর আমাদের লজ্জার কারণ নাই ; এবং আর অনায়াসে ভাই ভগ্নীদিগকে পদাঘাত করিয়া সঙ্গে চলিতে পারি নাই ? অনেক পাপ করিয়াছি, পুরাতন বৎসর দেখাইয়া দিতেছে। সত্যকে পদাঘাত করিলে, ভাই ভগ্নীদিগকে অনাদর করিলে অনেক যন্ত্রণা পাইতে হয়, পুরাতন বৎসর তাহা বুঝাইয়া দিতেছে। অনেক কথা মুখে বলিয়া কার্য্যে করি নাই, পুরাতন বৎসর গুরু হইয়া সেই কপটতার শাস্তি দিতেছে।

(বারটা বাজিয়া গেল।)

এই বৎসর শেষ হইল, এই পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে আর দেখা হইবে না। শিক্ষা দিয়া গেল যে, এক বৎসরের মধ্যে আমরা প্রাণের মধ্যে কত কলঙ্ক সঞ্চয় করিয়াছি। লজ্জা ঘৃণায় কাঁদাইয়া, আমাদের মস্তক অবনত করিয়া গেল। এস, নূতন বৎসর ! তোমাকে বুকে লইয়া অনন্তকালসমুদ্রে ভাসি ; কিন্তু ভয় হয়, ভাবী সন্তাপে মন সন্তপ্ত হইতেছে পাছে তোমার মৃত সহোদরের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি তোমার প্রতিও সেইরূপ দুর্ব্যবহার করি। তুমি আমাদিগকে কি শিখাইতে আসিতেছ ? তোমার মধ্যে কত ঘটনা আছে জানি না। বল, ব্রাহ্মেরা মরিবে কি

বাঁচিবে? শরীরের মৃত্যুর কথা বলিতেছি না; কিন্তু আমাদের সকলের ধর্ম্মজীবন থাকিবে, না বিনষ্ট হইবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। এ কথা ভাবিতে পারি না, ভাবিলে হৃদয়ের রক্তপাত হয়, প্রাণ বিকম্পিত হয় যে, আগামী বৎসর আমাদের মধ্যে কাহারও ধর্ম্মজীবন থাকিবে না। ভাই ভগ্নী বাঁচিবেন কিরূপে যদি কেহ তাঁহার হস্ত হইতে ধর্ম্মরত্ন কাড়িয়া লয়। চারিদিকে দয়াময়ের জয়ধ্বনি শুনিব, অথচ আমার হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি এক বিন্দু ভক্তি থাকিবে না, ভাই ভগ্নীদিগকে কাছে দেখিব অথচ আমি তাঁহাদিগকে ভালবাসিতে পারিব না, যে সকল মধুর সঙ্গীত গাইয়া আমি নিজে বৃক্ষতলে, কিংবা সরোবরতটে বসিয়া সুখী হইতাম, ভাই ভগ্নীরা সরল ভক্তির সহিত সে সকল গাইবেন, কিন্তু আমি শুনিয়া হাসিব, ইহা অপেক্ষা আর কি ভয়ানক দুর্দ্দশা হইতে পারে? বন্ধুগণ, যদি তোমরা ইহার বিপরীত কথা বলিতে পার, তবে তোমাদের দুর্গতির শেষ নাই। যদি বিশ্বাস থাকে বল, যে কোন শত্রুই তোমাদের ধর্ম্মজীবন বিনাশ করিতে পারিবে না। যদি তেমন বিশ্বাস প্রেম না থাকে, এই ৩৬৫ দিনের মধ্যে হয়ত ভয়ানক অধোগতি হইবে, নতুবা প্রাণে মরিবে, এ বৎসরকে বিদায় দিতে আর এই ব্রহ্মমন্দিরে আসিবে না। হয়ত বীরের মত পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বল, আমরা মরিতে পারিব না, আমাদের ধর্ম্মজীবনে মৃত্যু নাই, কেন না ঈশ্বর আমাদিগকে অমৃত পান করাইয়া অমর করিয়াছেন। এক বৎসর কেন সহস্র বৎসরেও আমরা মরিব না। তোমাদের গত জীবনে শত শত পাপ থাকে ক্ষতি নাই, কেবল তোমরা যদি এই কথা বলিতে পার, আমাদের আত্মা যে এখন স্বর্গীয় জীবন পাইয়াছে তাহার আর বিনাশ নাই, তাহা হইলে

আর তোমাদের ভয় নাই। ঈশ্বর স্বয়ং প্রবঞ্চনার দিন শীঘ্র শেষ করিয়া দিতেছেন, এখন ঠিক বিশ্বাসের কথা বল। এই কথা তোমরা সত্য করিয়া বলিতে পার যে, আমরা আর কিছু হই আর না হই, ঈশ্বরের প্রসাদে আমরা অমর হইয়াছি, আমাদের পক্ষে প্রাণে মরা তিনি অসম্ভব করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই কথা বলিয়া দিয়াছেন, "সন্তানগণ! তোমাদিগকে মরিতে দিব না।" এই আশার কথা প্রাণের মধ্যে শুনিয়াছি বলিয়াই তাঁহাকে এত ভালবাসি। যাঁহারা আজ অধোবদনে প্রার্থনা করিলেন তাঁহারাই দৃষ্টান্ত হইয়া বলুন যে, আমরা অমৃতত্ব পাইয়াছি। যদি তাঁহাদিগকে লইয়া ঈশ্বর বিশেষ কোন কার্য্য সম্পন্ন না করিবেন, তবে তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন কেন? তাঁহারা যদি এ বৎসর স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত না দেখান, তবে কি তাঁহারা ব্রহ্মসমাজকে কলঙ্কিত করিবেন? ঈশ্বর যাঁহাদিগকে দৃষ্টান্ত করিলেন, তাঁহারা আসুন। এবার যেন বৎসরের শেষ দিন তাঁহারা বলিতে পারেন, "এই দেখ আমরা সুখী হইয়াছি, স্বর্গ হইতে প্রেমবারি আসিয়া আমাদের উত্তপ্ত প্রাণ শীতল করিয়াছে, আর আমাদের মধ্যে অশান্তি নাই।" এস বন্ধুগণ, আর বিলম্ব করিও না, প্রেম অনুরাগে তোমরা সকলেই আমাদের গুরু এবং শাসনকর্ত্তা হইলে। যদি তোমরা বল, আমাদের চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট হইয়াছ তবে নিশ্চয়ই আমরা যথার্থ পরিত্রাণপথে যাইতেছি; কেবল প্রেমপূর্ণ শাসন দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজ বাঁচিবে। এই জন্যই দয়াময় ঈশ্বর পরস্পরের শাসনে পরস্পরকে নিযুক্ত করিয়া দিতেছেন। তুমি ভাই হইয়া যদি আমাকে ভাল বলিয়া গ্রহণ না কর, পরম পিতা যিনি এত বড় অন্তর্য্যামী, তাঁহার নিকটে কিরূপে সাধু

বলিয়া গৃহীত হইব? যদি ভাই ভগ্নীর মনে কিছু মাত্র সুখ না দিলাম, তবে কিরূপে স্বর্গীয় পিতাকে এ মুখ দেখাইব? অতএব তোমরা যাহাদিগকে গ্রহণ না করিবে তাহারা পিতার কাছেও অগ্রাহ্য থাকিবে। তোমরা যদি পরস্পরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বল, অমুক ভাই স্বর্গে চলিলেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ করিবেন। এইরূপে একটী একটী করিয়া প্রত্যেক ভাইভগ্নীকে তোমরা প্রসন্নতাপ্রদায়ক এক এক খানি নিয়োগপত্র দাও। ঈশ্বরের প্রিয়তম ভক্তবৃন্দকে অবহেলা করিয়া কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারে না। সমুদয় বিশ্বাসী মণ্ডলীকে অগ্রাহ্য করিয়া যে স্থানান্তরে কিংবা পরলোকে যায়, সেখানেও তাহার বিরুদ্ধে স্বর্গরাজ্যের দ্বার অবরুদ্ধ হয়। অতএব সকলেই বিশ্বাসীদিগকে সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস এবং প্রেম দাও; তাঁহাদের শাসনে শাসিত হও। পরস্পরের শাসনে সংশোধিত এবং পবিত্র হইয়া পবিত্র প্রেমময় পিতার রাজ্য সাধন কর। এস, অহঙ্কার বিনাশ করিয়া সকলে দাস দাসী হইয়া পরস্পরকে প্রভু বলি, এবং প্রেমে বিগলিত হইয়া পরস্পরের সেবা করি, তাহা হইলে যিনি প্রভুর প্রভু, জগতের পরম প্রভু, তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিব। বিনীতভাবে দাসত্ব করিয়া ভাই ভগ্নীদের প্রসন্নতা লাভ করিলে দেবতাদিগের জয়ধ্বনির মধ্যে আমরা স্বর্গরাজ্যে গৃহীত হইব। সাধু ভ্রাতাদের সাধ্বী ভগ্নীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের দাস দাসীদের দাসত্ব করা সামান্য অধিকার নহে। স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই, যাঁহারা সকলে একত্র হইয়া প্রেমেতে এবং কুশলে বাস করেন।

এখনই স্বর্গে গমন।

রবিবার, ৭ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক।

মনুষ্য চতুর, কি তাহার রিপুগণ চতুর? মনুষ্যের বুদ্ধি অধিক, না তাহার রিপুদিগের বুদ্ধি অধিক? অহঙ্কারী মনুষ্য স্বীকার করুক আর না করুক, তাহার জীবন ইহার পরিচয় দিতেছে যে, তাহা অপেক্ষা তাহার রিপুগণ অধিক চতুর। আমরা মনে করি আমরাই অধিক চতুর এবং অধিক বুদ্ধিমান্; কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি রিপুদিগেরই অধিক. নতুবা তাহাদের হস্তে আমরা পরাস্ত হইব কেন? তাহাদের বুদ্ধি চতুরতা এত অধিক যে. তাহারা আমাদের অন্তরে থাকিয়া, কি করিলে আমাদিগকে জয় করিতে পারে সে সমুদয় নিগূঢ় তত্ত্ব শিখিতেছে, এবং তাহাতে অনায়াসেই আমাদের উপর তাহারা আধিপত্য করিতেছে। আমরা এই মনে করি রিপুকুল দমন করিব; কিন্তু অল্প ক্ষণ পরে সম্মুখ যুদ্ধে আর তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারি না। রিপুরা জানে যে, আমরা তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে অস্ত্র ক্রয় করি না। তাহারা বুঝিতে পারে যে এ সকল লোক মুখে বলে আমাদিগকে এখনই বধ করিবে; কিন্তু ইহাদের মনে তেমন বল পরাক্রম কিছুই নাই, ইহাদের বাস্তবিক তেমন ইচ্ছা নাই, এবং তেমন সরল অভিপ্রায়ও নাই; কিন্তু যে দিন ইহাদের যথার্থ ইচ্ছা হইবে সেই দিন নিশ্চয়ই আমাদের মৃত্যু। মন মনকে চিনিতে পারে। আমরা বাস্তবিক এখনই রিপু সকলকে দূর করিতে চাই না, তাহারা তাহা বিলক্ষণ দেখিতে পায়। কেবল সেই ব্যক্তিই পাপকে তাড়াইতে পারে যে বীরের ন্যায় বলে এখনই তোমাকে ছেদন করিব। যাহার ভিতরে তেমন বিশ্বাস

এবং প্রতিজ্ঞার বল, পরাক্রম নাই, তাহার কপটতা এবং অহঙ্কার দেখিয়া রিপুকুল তাহাকে উপহাস করে। সমস্ত রিপুকুল ধ্বংস করিতে মনুষ্যের ক্ষমতা আছে; কিন্তু আজ রাত্রি হইতে না হইতে সমুদয় পাপ দূর করিবই তাহার এরূপ সংকল্প নাই। পাপকে ছিন্ন ভিন্ন করিবই, যে ব্যক্তি অন্তরের সহিত এরূপ ইচ্ছা করে সে পাপকে দূর করিবে কি, তাহার পাপ যে ইচ্ছা করিবামাত্র তখনই দূর হইয়াছে। অতএব যিনি বলেন পাপ দূর করিতে পারিলাম না, তিনি রিপুর সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন। সেই অবস্থায় রিপু দমন কিরূপে হইবে যখন অন্তরে অকৃত্রিম ইচ্ছা ও যত্ন নাই। আমরা যদি যথার্থই শত্রুর বল ও কৌশল কত বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা কেবল এই মন্ত্র সাধন করিব যে, "আমি এখনই পাপকে বিদায় করিয়া দিব।" পাপ তাড়াইবার চেষ্টা করিব এই কথা আর মুখে আনিব না। "এখনই পাপ দূর করিব," পরিত্রাণের এই মূল মন্ত্র সাধন ভিন্ন কেহই চিত্ত শুদ্ধ করিতে পারে নাই, এবং কখনই পারিবে না। এখনই, অদ্য, কল্য নহে। কল্য কিংবা ক্রমে ক্রমে রিপু দমন করিব এ সকল কথা অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা বলিতে চায় বলুক। তাহারা একটী একটী আদর্শ অবলম্বন করিয়া, ক্রমে ক্রমে মাসের পর মাসে, বৎসরের পর বৎসরে, শতাব্দীর পর শতাব্দীতে, যাহাতে সোপান পরম্পরায় উঠিতে পারে, সেইরূপ সাধন করিতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন, আমি সমুদয় সোপান বিনাশ করিব। একেবারে বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ হয়। এই সত্য প্রচার করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম জানেন পরিত্রাণ কাহাকে বলে। জগতের আর সমুদয় ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে শিক্ষা দিতেছে; কিন্তু

ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহার সপূর্ণ বিপরীত। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, তবে ব্রাহ্মেরা কি ক্রমে ক্রমে উন্নত হন নাই? পূর্ব্বে তাঁহারা কত পাপী ছিলেন, এখন কি সেই অবস্থা হইতে তাঁহারা অনেক উন্নত নহেন? এখন তাঁহারা সুন্দররূপে উপাসনা করিতেছেন, অন্যকে ভালবাসিতে শিখিয়াছেন; দেশ বিদেশে সত্য প্রচার করিতেছেন, আবার গৃহ মধ্যে সপরিবারে কত ধর্ম্মের সুখ সম্ভোগ করিতেছেন। এ সমুদয় দেখিলে উন্নতি স্বীকার করিতেই হইবে। যদি চক্ষু কর্ণ থাকে, তাহা হইলে দেখিয়া শুনিয়া অবশ্যই বলিতে হইবে, ব্রাহ্মেরা যাহা ছিলেন, তাহা অপেক্ষা এখন অনেক উন্নত হইয়াছেন, এবং ইহা দেখিয়া কে না আশা করিবে যে অল্পে অল্পে ব্রাহ্মেরা আরও ভাল হইবেন? কিন্তু সত্য কি, ভালবাসা কি, বৈরাগ্য কি, শান্তি কি, সাধন দ্বারা অল্পে অল্পে এ সকল বুঝিতে পারিব, ইহা অতি সামান্য কথা; পৃথিবী চির কালই এই কথা বলিয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্মেরাও যদি এই পুরাতন কথা বলেন, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের আর বিশেষ গৌরব কি? অল্পে অল্পে স্বর্গে যাইব, যাহারা এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে তাহারা নিশ্চয়ই পথে নিদ্রা যাইবে। তাহাদের উপাসনার মধ্যে শুষ্কতা আসিবেই। যাহারা মনে করে ঈশ্বর আছেন, কিন্তু শীঘ্র তাঁহাকে লাভ করা যায় না; সেইরূপ স্বর্গও আছে, কিন্তু সেখানে যাইতে অনেক বৎসরের সাধন আবশ্যক, তাঁহারা যে পথের মধ্যে বার বার অন্ধকার দেখিবে, তাহাদের পক্ষে ইহা কিছুই নূতন বিভীষিকা নহে। যদি বল, এখনই যদি আমাদের মৃত্যু হয়, তবেত আর এ পৃথিবীতে ঈশ্বর এবং স্বর্গরাজ্য লাভ হইল না। কিন্তু জিজ্ঞাসা কর,

জানিবে, সকলেই এই মনে করিতেছে, এই পৃথিবীতে আমরা আরও অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিব। অতএব অল্পে অল্পে ভাল হইব, একেবারে ভাল হইব কেন? কিছু কিছু সুখ ভোগ করিয়া লই, ঢের সময় আছে, বিস্তৃতকালরাশি সমক্ষে পড়িয়া আছে, দ্রুতবেগে চলিবার প্রয়োজন কি? এই সাংঘাতিক যুক্তি পৃথিবীর পরিত্রাণপথে কণ্টক আরোপ করিতেছে। পথ অপেক্ষা কাল অধিক, বন্ধুগণ, ইহা মনে করিয়া যদি তোমরা ধীরে ধীরে ধর্ম্মপথে চলিতে আরম্ভ করিয়া থাক, তবে আর কেন বলিতেছ, দুঃখে পুড়িতেছি! তাহা হইলে তোমরা যে নিজের ইচ্ছায় দুঃখের পথ লইতেছ। এই পথে আরও কত দগ্ধ হইবে কে বলিতে পারে? তোমরা নিজের ইচ্ছায় যে পথে গেলে শীঘ্র পাপ দুঃখের শেষ হয়, সেই পথ অবরুদ্ধ করিয়াছ, এবং যে পথে গেলে কত শতাব্দী পরে স্বর্গধামে পঁহুছিতে পার তাহার ঠিকানা নাই, সেই পথে চলিতেছ। পরিত্রাণ কবে হইবে জানি না, সম্পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয় হওয়া কি বুঝিলাম না, অথচ দেশদেশান্তরে প্রচার করিতে বাহির হইয়াছি, ইহার অর্থ কি? আমরা ইচ্ছা-পূর্ব্বক হৃদয়ের মধ্যে দুষ্ট অভিপ্রায় পোষণ করিতেছি, এখনই নিশ্চিত পরিত্রাণ গ্রহণ করিব না, অথচ বলিব পরিত্রাণের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া ভাসিয়া গেল, একথা অতি জঘন্য মিথ্যা। আমাদের এই মহাপাপের জন্যই ব্রাহ্মসমাজ এখন পর্য্যন্ত, জগৎকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের যথার্থ বল এবং স্বর্গীয় উচ্চতা দেখাইতে পারিতেছে না। ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয় যে আজ পর্য্যন্ত কোন ব্রাহ্ম কিংবা কোন ব্রাহ্মিকার মুখে এই কথা শুনিলাম না যে "আমি এখনই স্বর্গে যাইব।" আমাদের সরল ইচ্ছা নাই, উদ্যম,

নাই, নতুবা পরিত্রাণ পাওয়া এমন ভয়ানক ব্যাপার কি? আমাদের ঈশ্বর কি সন্তানের হৃদয়মধ্যে মহারোগ দেখিয়া এই কথা বলিতে পারেন, "পাপিষ্ঠ! আর কিছুকাল রোগে দগ্ধ হও, পরে আমি তোমাকে উদ্ধার করিব।" আমাদের ঈশ্বর তেমন দেবতা নহেন, কাহাকেও তিনি কাল বিলম্ব করিতে বলেন না; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার প্রত্যেক সন্তানকে এই বলেন, বৎস, তুমি যদি স্বর্গে যাইতে চাও, এখনই চল। বিলম্বে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন ইহা তাঁহার প্রাণে সহ্য হয় না। যিনি নিতান্ত কাতর এবং সন্তপ্ত ব্যক্তিকে এই কথা বলিতে পারেন, "রে দুরন্ত! তুই আর পাঁচ মিনিট ঐ নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হও," তিনি কদাচ ঈশ্বর নহেন; কিন্তু নিতান্ত ভয়ানক নিষ্ঠুর দৈত্য। আমাদের দয়াময় পিতা, এই কথা কদাচ বলিতে পারেন না যে, "সন্তানগণ, তোমরা অল্পে অল্পে পাপ-তাপে দগ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে ভাল হও।" কিন্তু তিনি পরিত্রাণ হস্তে লইয়া প্রতিজনকে এই কথা বলিতেছেন, "বৎস, ব্যাকুল অন্তরে ইচ্ছা কর, এখনই পরিত্রাণ পাইবে।" যাহারা বলে আমরা মহাপাতকী, এই জন্য আমাদিগকে ঈশ্বর পরিত্রাণ করিলেন না, তাহারা মিথ্যাবাদী। যদি আমরা সত্যবাদী হই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমরা পরিত্রাণ চাই না; এখনও আমাদের এই অভিলাষ আছে যে আরও কিছু দিন আমরা পাপের অপবিত্র আমোদের মধ্যে থাকি, আরও কিছু দিন আমরা নিজের ইচ্ছা এবং নিজের বুদ্ধির পূজা করি। পাছে কাতর প্রাণে চাহিয়া না পাইলে এক নিমেষের মধ্যে মানুষ মরিয়া যায়, এই জন্য ঈশ্বর সর্ব্বদাই প্রত্যেকের কাছে অমৃত হস্তে লইয়া রহিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে দগ্ধ করিয়া অবশেষে আমাদিগকে

পরিত্রাণ করিবেন. প্রেমময় ঈশ্বরের মুক্তিপ্রণালী এরূপ নহে। পরিত্রাণ কিংবা অনন্ত উন্নতির অর্থ ইহা নহে যে, আমরা এখন একটু একটু নিদ্রা যাই তাহাতে ক্ষতি নাই, কেন না, ভবিষ্যতে অনন্ত কালরাশি বিস্তৃত রহিয়াছে, অতএব কাল কিংবা কোন দিন পরিত্রাণ লইলেই হইবে। কিন্তু অনন্ত উন্নতির অর্থ এই যে, আজ যেমন আমি ঈশ্বরের হস্ত হইতে এখনই পরিত্রাণ লাভ করিব, এইরূপে কাল, এবং অনন্ত কাল তাঁহার চরণতলে বসিয়া দিন দিন অধিক হইতে অধিকতর সুধা পান করিব। সরল প্রার্থনার বিনিময়ে ঈশ্বর পরিত্রাণ করেন না, ইহা কে বলিতে পারে? এখনই যদি তাঁহার কাছে পরিত্রাণ চাই, এখনই তিনি পরিত্রাণ করিবেন। যদি পাপকে জানাইয়া দিতে পারি যে ঈশ্বরের বলে নিশ্চয়ই তাহাকে বধ করিব, সে পাপ কি আর অন্তরে থাকিতে পারে? এইরূপ যখন মনুষ্য পাপকে তাড়াইয়া দেয়, তখন ঈশ্বর সেই বীর পুত্রের সাহস দেখিয়া স্বর্গ হইতে তাহার মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি করেন। সেই পুত্র তখন আপনি জয় লাভ করে এবং তাহার জয়ধ্বনি চারিদিকে প্রকাশিত হইয়া জগতের সহস্র সহস্র লোকের মনে পরিত্রাণের আশা উদ্দীপন করিয়া দেয়। এইরূপে তোমরা পাঁচ জন যদি বদ্ধপরিকর হইয়া বল, আমরা পরিত্রাণ পাইয়াছি, দেখিবে শত শত লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে, নতুবা তোমরা যদি ক্রমে ক্রমে পরিত্রাণ পাইবে এই বিশ্বাস কর, ইহাতে আপনারাও মরিবে অন্যকেও মারিবে। যত দিন কাম, ক্রোধ, লোভ, স্বার্থ, অহঙ্কার, অপ্রেম ইত্যাদি, কাল একটু তার পর একটু এইরূপে ক্রমে ক্রমে বিনাশ করিব মনে করিবে, তত দিন তোমাদের যথার্থ পরিত্রাণ অনেক দূরে। যদি মনে কর

ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য অনেক, সুতরাং তাহা ক্রমে ক্রমে পালন করিতে হইবে, তাহা হইলে শেষের দিন অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইবে। বাস্তবিক দিনত কিছুই নাই; এখনই যে ঈশ্বরের কাছে হিসাব বুঝাইয়া দিতে হইবে। তবে আর কেন রিপুদিগকে বিনাশ করিতে বিলম্ব কর। অদ্যকার কাম, ক্রোধ, অথবা পুরাতন বৎসরের পাপ মস্তকে লইয়া কি নূতন বৎসরে প্রবেশ করিবে? হে ব্রাহ্ম, যদি বুঝিয়া থাক যে তুমি ইচ্ছা করিলে এখনই ঈশ্বর তোমাকে মুক্তি দিবেন, এখনই তোমার সমস্ত পাপ কাটিয়া ফেলিবেন, তবে আর কেন ক্রমে ক্রমে ভাল হইবে, এই নীচ ভাব গ্রহণ করিয়া যন্ত্রণা পাইবে? এখনই সমুদয় পাপ দূর করিয়া ঈশ্বরের কাছে বসিয়া তাঁহার অগ্নিময় জ্ঞান, অগ্নিময় প্রেম, এবং অগ্নিময় পুণ্য উপার্জ্জন কর। জয় জগদীশ, জয় জগদীশ বলিয়া অদ্যকার পাপ অদ্যই কাটিয়া ফেল, সাবধান অদ্যকার পাপে যেন আবার কলঙ্কিত হইতে না হয়। সেই ব্রাহ্ম ধন্য যিনি বলিতে পারেন, "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।" সকলই ব্রহ্মবলে হয়। বিশ্বাসেই পরিত্রাণ, কথায় পরিত্রাণ নাই। বিশ্বাস কর, এই নিমেষেই প্রেমধামে যাইতে পারিবে। দেখিবে সত্য সত্যই এক নিমেষের মধ্যে প্রেমধামে উপস্থিত হইয়াছ। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আলস্যপরতন্ত্র, পৃথিবীর সুখবিলাসোন্মত্ত মনুষ্যের মতে আমাদের পরিত্রাণ না হয়; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছামতে যেন আমাদের পরিত্রাণ হয়। অতএব সময়, মুক্তি এবং মন্ত্র সম্বন্ধে সকলই ঈশ্বরের হাতে ছাড়িয়া দাও। মনুষ্যই মনুষ্যের নিজের পরিত্রাণের প্রতিকূল। ঈশ্বর তাঁহার দুঃখী, পাপী সন্তানদিগকে পরিত্রাণ দিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত, তিনি সর্ব্বদা এই কথা বলিতেছেন, "এই লও,

এখনই লও।” তাঁহার নিকটে আশু পরিত্রাণ, অতএব এস সকলে মিলিয়া এই আশু মুক্তির মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সশরীরে ঈশ্বরের স্বর্গ-রাজ্যে চলিয়া যাই।

হে প্রেমসিন্ধু, যখন তুমি কৃপা করিয়া কুসংস্কার, পাপ হইতে আমাদিগকে ডাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাইলে, তখন কি বলিয়াছিলে তুমি শীঘ্র আমাদিগকে পরিত্রাণ দিবে না, অনেক বৎসর সাধন করিতে হইবে; পরিত্রাণ পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে; অনেকবার আরও পাপ করিতে হইবে? প্রেমময়, তোমার মুখে কেবল এই কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাই “বৎস, কেন আর যন্ত্রণায় পুড়িতেছ, এখনই স্বর্গে চলিয়া এস।” অতি দুষ্ট পামর আমরা, অনেক দিনের প্রিয় পাপকে এখনই ছাড়িতে চাই না। এখনই মনের ভিতর পাপের ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। যদি ইচ্ছা থাকিত, নিশ্চয়ই জিতেন্দ্রিয় হইতাম। ইচ্ছা করিলে এখনই আমরা সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারি, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না, তাই আমাদের এত দুর্গতি। এই ভয়ানক সাংঘাতিক অবিশ্বাসের হস্ত হইতে ব্রাহ্মসমাজকে আশু উদ্ধার কর। এখনই তোমার এই দুঃখী সন্তানদের জন্য স্বর্গধামে স্থান করিয়া দাও। মরিবার পূর্ব্বে শান্তিধামে সকলে একত্র হইয়া তোমার প্রেমময় নামের জয়ধ্বনি করি। জগদীশ, যদি একদিনও তোমাকে বলিতাম, এখনই আমাকে ভাল কর, এখনই আমাকে স্বর্গধামে লইয়া যাও, তবে নিশ্চয়ই এই ভব-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইতাম, একটী কথা বলিয়াই পরিত্রাণ পাইতাম; কিন্তু নাথ, তুমি প্রেমামৃত মুখে ঢালিয়া দিতে এত নিকটে আসিলে, আমি তোমাকে অপমান করিয়া বিদায় করিয়া দিলাম।

নির্লিপ্ত ঈশ্বর।

রবিবার, ১৪ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক।

আমাদের গুরু, আমাদের পরম আচার্য্য স্বয়ং ঈশ্বর। যাঁহাকে গুরু বলিয়া মানি, তাঁহার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয়? তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিতে হয়। যদি গুরুর স্বভাব অনুকরণ করিতে চেষ্টা না করি, তাহা হইলে যে কেবল গুরুর প্রতি অমর্য্যাদা করা হয় তাহা নহে; কিন্তু তাহাতে আমাদের পরিত্রাণের পথ রুদ্ধ হয়। যদি যথার্থ শিষ্য হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে গুরু যাহা করেন তাহা করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। গুরুকে ভাল-বাসিলে, গুরুর দৃষ্টান্ত অনুসারে জীবনকে গঠন করিতেই হইবে। ঈশ্বর যিনি আমাদের গুরু, তিনি জগতের সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, জগতের প্রতিগৃহের তিনি অধিবাসী, অথচ তিনি নির্লিপ্ত। স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি নিজ হস্তে এই পৃথিবী রচনা করিয়াছেন, ইহার মধ্যে অধিবাস করিতেছেন। এই পৃথিবী যাহা মনুষ্যের রাশি রাশি পাপ দুঃখ এবং কলঙ্ক যন্ত্রণায় নিতান্ত কদাকার এবং দুর্গন্ধময় নরক হইয়াছে, ইহার মধ্যেই সেই স্বর্গের নিষ্কলঙ্ক পরম দেবতা স্বয়ং বাস করিতেছেন, কখন কখন বা ইহার কোন কোন স্থানে বাস করিতেছেন তাহা নহে, কিন্তু সকল সময়ে এবং সকলের হৃদয়ে তিনি বাস করেন। পৃথিবীর পাপদুঃখরাশির ভিতর দিয়া তিনি চলিয়া যাইতেছেন, অথচ পাপ দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। সমস্ত মনুষ্যজাতি প্রতিদিন সহস্র সহস্র পাপ দুঃখে মুহ্যমান হইতেছে; কিন্তু ইহার কিছুতেই ঈশ্বরের স্বভাব কলঙ্কিত হয় না। তিনি জগতের প্রতিগৃহে এবং প্রত্যেক হৃদয়ে

অধিষ্ঠান করিতেছেন, অথচ তিনি পৃথিবীর সমস্ত পাপ দুঃখ হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। যদি গুরুর এই স্বভাব হইল, তবে তাঁহার শিষ্যদিগের কিরূপ হওয়া উচিত তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। গুরুর এই আদেশ যে, আমরা এই পরীক্ষাপূর্ণ পাপদুঃখময় ভবসমুদ্রে বাস করিব, কিন্তু সর্ব্বদা তাঁহার স্বভাব স্মরণ করিয়া, ইহা হইতে নির্লিপ্ত থাকিব। এখানে থাকিব অথচ এখানকার বিপদ মৃত্যু কদাচ আমাদিগকে মুহ্যমান করিতে পারিবে না। যদি গুরুর আজ্ঞা হয়, তাহা হইলে শিষ্যকে হয়ত ভয়ানক অন্ধতম স্থানেও যাইতে হইবে; কিন্তু যাঁহার আজ্ঞাতে শিষ্য সেই স্থানে যাইবেন, তাঁহারই বলে শিষ্যের মন সেখানে নির্লিপ্ত থাকিবে। সংসারের সকল প্রকার সুখ সম্ভ্রম, এবং ধন মর্য্যাদার মধ্যে থাকিব অথচ কিছুতেই আসক্ত হইব না। এইরূপে যতই গুরুর স্বভাব অনুসারে শিষ্যের চরিত্র গঠিত হইবে, ততই শিষ্যের অন্তর হইতে সকল প্রকার পার্থিব ভাব চলিয়া যাইবে। জগতে বাস করিতে হইবে; কেন না ইহা আমাদের বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে নানাবিধ পরীক্ষায় সংশোধিত এবং উত্তীর্ণ হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের অন্তরাজ্যে যাইতে হইবে। আমরা পৃথিবীর নানাপ্রকার ঘটনার মধ্যে পড়িয়া পরীক্ষিত এবং উন্নত হইব, এইজন্য আমাদের গুরু পথের মধ্যে এই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এখানে সহস্র বিঘ্ন বিপদ এবং সহস্র প্রকার নিরাশা মৃত্যুর সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রাম করিতে হইবে। শত শত প্রলোভনের মধ্যে বাস করিতে হইবে, অথচ কিছুতেই আত্মা মুগ্ধ এবং মৃতপ্রায় হইবে না। সম্পদ বিপদ, সুখ দুঃখ, রোগ শোক, ইত্যাদি সমুদয় ঘটনার মধ্যে ঈশ্বর যাহা শিক্ষা দেন বিনীতভাবে তাহা শিক্ষা করিতে হইবে; এ সকল

পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে কদাচ আমাদিগকে সৃজন করেন নাই ; তাঁহার এই অভিপ্রায় যে আমরা এ সমুদয়ের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিব। পৃথিবীর ভয়ানক পাপ দুঃখ নিরাশা এবং অশান্তির মধ্যে থাকিয়াও ব্রহ্মের ন্যায়, আমাদের স্বর্গীয় পিতার ন্যায় আমরা নিষ্কলঙ্ক অনাসক্ত এবং সদানন্দ থাকিব, ইহাতেই আমাদের পরিত্রাণ। পৃথিবী কাহাকেও কখনও আশার উপদেশ দেয় নাই। কিন্তু ব্রহ্মসন্তান আশা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং আশাই তাঁহার প্রাণ। যতই তিনি পিতার মুখের দিকে দৃষ্টি করেন, ততই তিনি তাঁহার জীবনের পূর্ণ আদর্শ, এবং আশা ও অনন্ত উন্নতির ব্যাপার সকল দেখিয়া পুলকিত ও উৎসাহী হন। পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি কর, দেখিবে কেবলই অন্ধকার, পাপ নিরাশা এবং নিরানন্দ। কিন্তু ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি কর, দেখিবে ক্রমাগত ঈশ্বর হইতে আশা অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার বিশ্বাসী ভক্তদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে। যত কেন বিপদ উপস্থিত হউক না, কিছুতেই তাঁহাদিগকে নিরাশ করিতে পারে না ; আশাময় ঈশ্বরের রাজ্যে যে পরিমাণে নিরাশা সে পরিমাণে গুরুর প্রতি অবমাননা। যে পরিমাণে আশান্বিত সে পরিমাণে আমরা গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। যদিও পৃথিবী আমাদিগকে ক্ষণকালের জন্য সুখী করে, কিন্তু যাই মৃত্যু স্মরণ হয় তৎক্ষণাৎ নিরাশার অন্ধকারে মন আচ্ছন্ন হয়, কেন না পার্থিব সুখ চিরকালই সরলভাবে আত্মপরিচয় দিতেছে যে তাহা দুদিনের জন্য। সেই অনিত্য সুখে লিপ্ত হইলে নিশ্চয়ই নিরাশ হইতে হইবে। পৃথিবীর মধ্যে কে এমন সাধু আছেন, সময়ে সময়ে যাঁহার উপাসনার ভাব ম্লান না হয়, এবং যিনি সম্মুখে কোটি কোটি বিপদ দেখিলেও সাহসে

দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন? পৃথিবীতে নানা প্রকার বিপদ আছে, তাহাতে সমস্ত সাধুতা পরাস্ত হইয়া যায়, এবং মনের আশাপ্রদীপ একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ যে আমরা পৃথিবীর এই নিরাশবিদ্যালয়ের মধ্যে বাস করিব, অথচ ইহা হইতে নির্লিপ্ত হইয়া ঈশ্বরের আশার কথা শুনিব। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যদি আপনার আপনার জীবন পাঠ করিয়া দেখেন তাহা হইলে দেখিবেন, একবার পাপের জয়, আবার ইহার পরাজয়। একবার কুপ্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া মনকে কলঙ্কিত করিল, পবিত্র প্রেম কোথায় দগ্ধ হইয়া গেল, আবার পুণ্যের জয় হইল; এইরূপে ক্রমাগত পুণ্যের পর পাপ, পাপের পর পুণ্য, উন্নতির পর অনুন্নতি, অনুন্নতির পর উন্নতি, ক্রমাগত মনুষ্য জীবনে এ প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এমন ব্রাহ্ম নাই যিনি সময়ে সময়ে নিরাশ হন নাই। কিন্তু যথার্থ ব্রাহ্ম যদিও জানেন যে তিনি অনেক পাপ করিয়াছেন, তথাপি একটী কথা তিনি স্মরণ রাখেন, যে তিনি ঈশ্বরের আশ্রিত ব্যক্তি। ঈশ্বরের মুখে তিনি এই কথা শুনিয়াছেন যে "আজ হইতে তুমি আমার আশ্রিত হইলে, তোমাকে বাঁচাইবার ভার আমি নিজে গ্রহণ করিলাম।" বিপদ প্রলোভন হইতে আশ্রিত ব্যক্তিকে যেরূপে রক্ষা করিতে হয় তাহা ঈশ্বর জানেন, তোমাদিগকে কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা তাঁহার কাছে এই অঙ্গীকার শুনিয়াছ কি না? যদি ঈশ্বরের মুখে তোমরা এই কথা শুনিয়া থাক, তবে পৃথিবী সহস্র প্রকারে প্রতিকূল হইলেও তোমাদের পতন অথবা বিপদের ভয় নাই। এই সামান্য সূত্র অবলম্বন করিয়া থাকিলে ভবসাগরের ঢেউ তোমাদের কিছুই করিতে পারে না। যদি বিশ্বাস করিতে পার যে ঈশ্বর

তোমাদের আশ্রয়দাতা, তবে আর তোমাদের ভয় কি? আশ্রিত ব্যক্তির দুর্দ্দশা হয়; কিন্তু মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না। কেন না তাহার মস্তকে স্বর্ণাক্ষরে এই কথা লিখিত রহিয়াছে যে "এই ব্যক্তি ঈশ্বরের আশ্রিত সন্তান।" যে মৃত্যু ব্রহ্মাণ্ডকে চূর্ণ করে, ঈশ্বরের শরণাগত ব্যক্তির উপর সেই মৃত্যুর কোন হস্ত নাই। পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পাঠ কর নিরাশ হইবে; কেন না আজ পর্য্যন্ত কোন নর নারী ভাল করিয়া বলিতে পারিল না, যে চির জীবনের জন্য সমুদয় পাপ দূর করিলাম। পৃথিবীর ইতিহাস কেবল নিরাশার কথায় পরিপূর্ণ। যেখানে নিরাশা, অন্ধকার, সত্যবাদী হইয়া তাহা স্বীকার কর। বাস্তবিক ইতিহাসের অধিকাংশে কেবলই নিরাশার কথা। স্বর্গরাজ্য যে শীঘ্র আমাদের মধ্যে আসিবে ইতিহাস দেখিয়া তাহা মানিতে পারি না। কিন্তু যখন ঈশ্বরের মুখে আশার কথা শুনি, যখন দেখি আমরা তাঁহার শরণাগত হইয়াছি, তখন সাহস করিয়া বলি আমাকে মারিবে কে? হয়ত সহস্র বিঘ্ন বিপদে আমাদের অস্থি পর্য্যন্ত পেশিত হইতেছে; কিন্তু দেখি এই ডুবিতেছিলাম এই আবার ভাসিয়া উঠিলাম। এই উপাসনা হয় না আবার উপাসনা সরস এবং সতেজ হইয়া উঠিল, এই ইন্দ্রিয় দ্বারা পরাস্ত হইতেছিলাম আবার ইন্দ্রিয়ের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলাম। ঈশ্বরের আশ্রিত ব্যক্তির মৃত্যু নাই; কেবল তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে আমি ঈশ্বরের আশ্রিত। যিনি ইহা বিশ্বাস করেন, পাপী হইয়াও তিনি অভয় পদ লাভ করিয়াছেন। অতএব, ব্রাহ্মগণ, বল আর তোমাদের কোন ভয় নাই, কেন না তোমরা "ঈশ্বরের আশ্রিত।" সরল ভাবে

বল আমরা পাপ করিয়াছি, হয়ত আরও পাপ করিতে পারি, কিন্তু আমরা মরিব না। ঈশ্বর যখন আমাদিগকে ডাকিয়াছেন তখন অবশ্যই আমাদের শেষে কিছু গতি করিয়া দিবেন। আমরা জানি না কিরূপে আমরা বাঁচিব, কিন্তু ঈশ্বর যাহা বলেন আমরা তাহাই করিব। কে বলিতে পারে, পরলোকে যাইবামাত্র আমরা সকলেই একেবারে নিষ্কলঙ্ক হইব? কিন্তু এ কথা নিশ্চয়, ঈশ্বর যাহাকে আশ্রিত করিয়াছেন সে মরিবে না। সহস্র বৎসর অগ্নি মধ্যে থাকিলেও সেই ব্যক্তি দগ্ধ হইবে না। কেন না তিনি প্রতি দিন ঈশ্বরের মুখে এই কথা শুনিতে পান যে "তুমি আমার আশ্রিত, তোমাকে আমি ছাড়িব না।" যে সন্দেহ করে যে, হয়ত আমরা ঈশ্বরকে ছাড়িতে পারি, হয়ত এমন দিন আসিতে পারে যখন উপাসনাবিহীন হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িব, সে কদাচ বিশ্বাস করে না যে ঈশ্বর তাহার আশ্রয়দাতা। সাবধান তোমাদের মধ্যে কেহই এই সাংঘাতিক সন্দেহকে অন্তরে স্থান দিও না; ঈশ্বর আমাদের আশ্রয়দাতা এই আমাদের মন্ত্র, এই আমাদের সাহস, ইহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা বীরের ন্যায়, পাপী নিদ্রিত ভাইদিগকে জাগ্রত এবং উত্থিত করিব। প্রত্যেক বিপদ গুরু হইয়া আমাদিগকে শিক্ষা দান করিয়া চলিয়া যাইবে। ঈশ্বর আমাদের আশ্রয়দাতা, ইহাই আমাদের আশার ভূমি। যত কেন ভয়ানক বিপ্লব আসুক না কিছুতেই আমরা অস্থির হইব না। আমি ঈশ্বরের আশ্রিত সন্তান; ইহা যদি বিশ্বাস করিতে পারি প্রত্যেক বিপদ সম্পদে এবং প্রত্যেক দুঃখ সুখে পরিণত হইবে। তখন দেখিব যে

পৃথিবী আমাদিগকে মারিতে আসিয়াছিল, যে দুঃখ নিরাশার বিদ্যালয় আমাদিগকে ঘোর বিপদ পরীক্ষায় ফেলিয়াছিল, সে সকলই আমাদিগকে মঙ্গলের পথে অগ্রসর করিয়াছে। এখন বুঝিতে পারিতেছি না। তখন বুঝিব এই দুঃখ বিপদময় পৃথিবীই বিদ্যালয় হইয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিল। যেমন পঙ্ক হইতে পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হয় সেইরূপ ঈশ্বরের কৃপায় এই পৃথিবীর পাপ হইতে পুণ্য, দুঃখ হইতে সুখ, নিরাশা হইতে আশা উৎপন্ন হয়। কিছুতেই ঈশ্বরের শরণাগত ব্রাহ্মদিগের মৃত্যু হয় না; কিন্তু এই পৃথিবীর মধ্যেই তাঁহারা ঘোর বিঘ্ন বিপদ এবং পাপ প্রলোভনে নির্লিপ্ত থাকিয়া ঈশ্বরের কৃপাবলে পরিত্রাণ লাভ করেন।

প্রার্থনার উত্তর অবশ্যম্ভাবী।

[শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজ।]

শনিবার, ২০শে বৈশাখ, ১৭৯৬ শক।

যিনি কথা না কন, তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে প্রবৃত্তি হয় না। ভিক্ষা চাহিলে যদি ভিক্ষা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ধনীর দ্বারেও আমরা ভিক্ষা চাহি না। কাঁদিলে যদি কাঁদিবার ফল না হয় সেই রোদন, সেই ব্যাকুলতার প্রয়োজন কি? অরণ্যে রোদন করিতে কে যুক্তি দিবে? ভিক্ষা চাহিলে অবশ্যই ভিক্ষা পাইব, এই জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি! প্রার্থিত বস্তু যদি মনুষ্য না পাইত, তাহা হইলে মনুষ্য প্রার্থনা করিত না। তাই বন্ধুদিগকে

প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করি কেন? এই জন্ত কি নহে যে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে যে, মনুষ্য প্রার্থনা করিলেই তাহার অক্ষমতা দূর হইবে? ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিলেই ঈশ্বর পাপ ভার দূর করিবেন, ডাকিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, এই সার বিশ্বাস সমুদায় প্রার্থনার মূল। কিন্তু অনেকে কেবল প্রার্থনার প্রথম অংশ সাধন করে। তাহারা প্রার্থনার উত্তর প্রতীক্ষা করে না। কিন্তু আগে সাধক প্রার্থনা করিবেন, পরে ঈশ্বর প্রার্থিত বস্তু দিবেন। আগে তুমি বলিবে, পরে তিনি বলিবেন। প্রার্থনার এই দুই অঙ্গের সমষ্টি না হইলে, ধর্ম্মজগতে প্রার্থনার যথার্থ উন্নতি হয় না। সহস্র প্রার্থনা কর, অথবা মধুর স্বরে এবং সুললিত ভাষায় ক্রমাগত প্রার্থনা কর, অবশেষে দেখিবে জীবনের শেষ হইয়া গেল, অথচ একটী প্রার্থনারও ফললাভ হইল না। উন্মাদের ন্যায় নির্জ্জনে বিলাপ প্রকাশ করাই কি প্রার্থনা? প্রার্থনা করিয়া তুমি নিজে কেবল অর্দ্ধ অঙ্গ সাধন করিলে; কিন্তু তোমার প্রার্থনা শুনিয়া ঈশ্বর কি ফল বিধান করিবেন যদি ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত তাহার জন্য প্রতীক্ষা না কর, তবে তোমার প্রার্থনায় কি হইবে? ব্রাহ্ম, প্রার্থনা করিয়া আগে তুমি আপনার কার্য্য করিলে, পরে দীননাথকে তাঁহার কার্য্য করিতে সময় দাও। তুমি অন্তরের সহিত একটী প্রার্থনা করিলে, এখন ঈশ্বরকে তাহা পূর্ণ করিতে সময় দাও। এই যে চক্ষুর জল ফেলিলে, দেখ পিতা স্বর্গ হইতে ইহার বিনিময়ে প্রেমজল বর্ষণ করেন কি না। তোমরা কি জান না, "ঈশ্বর! বিপদ হইতে উদ্ধার কর," এই কথা

বলিয়া কোন প্রার্থী তাঁহাকে ডাকিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার হস্ত ধারণ করিয়া সেই প্রার্থী সন্তানকে উদ্ধার করেন? এই জন্যই ভক্তবৎসল চিরদিন ভক্তের সঙ্গে রহিয়াছেন, পথে পথে সেই ভক্ত চলিতেছে, মঙ্গলময় ভক্তবৎসলও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন। ভক্ত যদি চতুর হয়, প্রত্যেক ঘটনায় বুঝিতে পারে, যে এই আমার প্রার্থনার উত্তর আসিতেছে। ঈশ্বর কিরূপে তাঁহার প্রার্থী সন্তানের মনকে আপনার দিকে আকর্ষণ করেন, অভক্ত কিরূপে তাহা বুঝিবে? যদি ভক্তের বিশ্বাসচক্ষু উন্মীলিত থাকে, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পান, প্রার্থনা করিবামাত্র স্বর্গ হইতে ঈশ্বর বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রার্থী সন্তানকে আপনার দিকে টানিতে থাকেন। প্রার্থনা না করিলে নিশ্চয়ই তিনি পাপগ্রাসে পড়িতেন। ঈশ্বর সর্ব্বদা হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহার বিশ্বাসী সন্তানদিগকে ধরিতেছেন। যতই বিশ্বাসচক্ষু বিস্তারিত হয়, ততই সাধক স্পষ্টরূপে দেখিতে পান যে তাঁহার সমুদয় প্রার্থনার উত্তর এত দিন পর স্বর্গ হইতে গভীর রূপে আসিতেছে। তখন তিনি বুঝিতে পারেন তাঁহার জীবন ঈশ্বরের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, আর তাঁহার অন্তরে পাপের অন্ধকার নাই। প্রার্থনার ফল অনিবার্য্য; এই সত্যে বিশ্বাস তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট জ্ঞান হইল। যে এক নিমেষের জন্যও প্রার্থনা করে তাহা শূন্যে বিলীন হয় না, অথবা কেবল অরণ্যের পশু পক্ষীর কর্ণে যায় না; কিন্তু সেই কথাটী ঈশ্বরের দিকে চলিল, সেই সামান্য কথাটী স্বর্গের দিকে উড়িতে লাগিল। দয়াময় কি কখন আমাদের প্রার্থনা শুনিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন? বন্ধুগণ, তিনি তোমাদের প্রার্থনার কি ফল

বিধান করেন তাহা জানিবার জন্য প্রতীক্ষা কর, তিনি কি উপায়ে তোমাদের মন ফিরাইবেন, কিরূপে তোমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন তাহা জানিবার জন্য সর্ব্বদা সচকিত থাক। নতুবা শূন্যের সঙ্গে কথা কহিলে কি হইবে? বায়ুর কাছে স্তব স্তুতি করিলে কি হইবে? ঈশ্বর সর্ব্বদাই হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সর্ব্বদাই আমাদের প্রাণকে তাঁহার দিকে টানিতে-ছেন, সেই আকর্ষণ কখন্ আমরা বুঝিতে পারি? বিপদের সময়, যখন দেখি তিনি ভিন্ন আর আমাদের কেহই সহায় নাই। চারিদিকে ঘোরান্ধকারের রাজ্য, তাহার মধ্যে ঈশ্বর তোমাদের মন ফিরাইয়া দিবেন। পিতার কাছে আমাদের কোন প্রার্থনাই বিফল হয় না। মৃত্যুশয্যায় সমুদয় প্রার্থনার ফল গণনা করিয়া দেখিতে পাইবে। প্রার্থনারূপ পরলোকের সম্বল হস্তে লইয়া আনন্দের সহিত শান্তিধামে চলিয়া যাইবে। এই জগৎ সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন প্রার্থী এমন একটী প্রর্থনা করেন নাই, ঈশ্বর যাহার ফল বিধান করেন নাই। দুঃখের বিষয় প্রার্থনাবৃক্ষ হইতে কেমন ফল ফলে আমরা সর্ব্বদা দেখি না। আমরা যে এত গুলি প্রার্থনার কথা বলিলাম তাহার শেষ কি হইল? পত্র লিখি-লাম, স্বর্গে গেলে; কিন্তু স্বর্গ হইতে কি ইহার উত্তর আসিবে না? ক্রমাগত দশ বিশ বৎসর প্রার্থনা করিলে কি হইবে, যদি ঈশ্বর তাহার কি উত্তর দেন তাহা শ্রবণ না করি? আমার কথা এবং তাঁহার কথা এই দুটীর যোগ না হইলে, কিরূপে আত্মার পরিত্রাণ হইবে? সরল অন্তরে যত টুকু প্রার্থনা করি তাহার ফল নিশ্চয়ই ফলিবে। প্রার্থনা করিয়াছি, অথচ কাম, ক্রোধ, লোভ, স্বার্থ, হিংসা ইত্যাদি রিপু সকল পূর্ব্বে যেমন এখনও তেমান্ প্রবল

হইল, পরস্পরের মধ্যে অপ্রণয় গেল না, প্রেমময় ঈশ্বর প্রার্থনা শুনিলেন, অথচ তাঁহার দুঃখী সন্তানেরা দুঃখের অগ্নিতে পুড়িতে লাগিল, ইহা যদি সত্য হয় তবে তিনি ঈশ্বর নহেন, এবং তাহা হইলে কেহই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিত না। যে পরিমাণে সরল অন্তরে প্রার্থনা করিয়াছি, সেই পরিমাণে কাম, ক্রোধ, স্বার্থ, অহঙ্কার খর্ব্ব হইয়াছে, প্রেম ভক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, যত দিন বাঁচিব তত দিন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যখনই দেখিয়াছি কতগুলি লোক প্রেমজলের জন্য কাঁদিলেন, তাহার পরেই দেখিয়াছি স্বর্গ হইতে প্রেমবৃষ্টি হইয়া তাঁহারা প্রেমসাগরে প্লাবিত হইলেন। ব্রাহ্মগণ, তোমরা যদি আপনাদিগের জীবনে এরূপে প্রার্থনার ফল দেখাইতে পার, তাহা হইলে দেশ বিদেশে ব্রাহ্ম-সমাজের গৌরব প্রচারিত হইবে, এবং তাহা হইলে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, নদীতটে বৃক্ষতলে, নির্জ্জনে সজনে, হিমালয়পর্ব্বতে শত শত লোক প্রার্থনা করিবে। প্রার্থনার মূল্য যাহাতে জগতে প্রকাশিত হয়, এই জন্য তোমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী, কেন না বিশেষ দয়া করিয়া তিনি তোমাদিগকে প্রার্থনারত্ন দান করিয়াছেন। যদি একটী কথা বলিয়া তোমরা ঈশ্বরের কাছে সেই কথার উত্তর পাইয়া থাক, তাহা হইলে ঘরে ঘরে প্রার্থনা সমাদৃত হইবে, এবং সকলেই প্রার্থনা করিয়া পরিত্রাণ পাইবার জন্য সচেষ্ট হইবেন।

পাপের অন্ত আছে পুণ্যের অন্ত নাই।

রবিবার, ২১শে বৈশাখ ১৭৯৬ শক।

আশ্রিত ব্যক্তির উপর মৃত্যুর কিছু মাত্র অধিকার নাই

ব্রহ্মধর্ম্মের এই প্রথম আশার কথা। যত কেন পাপী হই না, যদি বিনীত মনে আশ্রিতদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারি, আর আমাদের ভয় নাই। আশার আর একটী কথা বলি, পাপ করা কখনই অসীম হইতে পারে না, পাপের অন্ত আছে। ঈশ্বরের রাজ্যে কেবল পুণ্যই অসীম। মনুষ্য-জীবনের মধ্যে দুটী পথ আছে, একটী পাপের আর এটী পুণ্যের। যে দিকে পাপ সেই দিকে অন্ধকার, যে দিকে পুণ্য সেই দিকে জ্যোতিঃ। স্বাধীন মনুষ্য হয় ঈশ্বরকে লাভ করিয়া পুণ্যপথে অগ্রসর হয়, নতুবা সংসারের অধীন হইয়া পাপের পথে গমন করে। উভয় পথেই শক্তি এবং আকর্ষণ রহিয়াছে, কোন্ দিকে যাইবে তাহা মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। দুটী পথ যে আছে তাহা মানিতেই হইবে; কিন্তু দুই পথই কি সমান দীর্ঘ, এবং সমান দূরে? দুটীতেই কি মনুষ্য অনন্তকাল চলিতে পারে? গূঢ়রূপে আলোচনা করিলে দেখিব একটী পথ অনন্ত, আর একটী পথ যদিও দীর্ঘ, তথাপি ইহার সীমা আছে। পাপের পথে তোমরা দেখিয়াছ একটী পাপের শেষ হইতে না হইতে আর একটী পাপ উৎপন্ন হয়। পাপের সোপান আছে, যতই নিম্ন স্থানে যাই, ততই দেখি গভীর হইতে গভীরতর কলঙ্ক আছে। যখন মনে করিয়াছিলাম আর বুঝি ইহা হইতে জঘন্যতর পাপ নাই, তখন আবার দেখি আরও দুশ্চরিত্র হইতে পারি, এইরূপে মন্দ সাহস অবলম্বন করিয়া যতই পাপাচরণ করি, ততই দেখি সম্মুখে নূতন নূতন পাপক্ষেত্র ধূ ধূ করিতেছে. এই জন্য মন নিরাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করে কোথায় গেলে পাপের শেষ হইবে? কিন্তু পাপের অন্ত নাই, পাপীর এই কথা বলিবার অধিকার নাই।

বস্তুতঃ পাপের অন্ত নাই, ইহার অর্থ ইহা নহে যে, অনন্তকাল আমরা পাপ করিতে পারি ; কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, অনেক কাল আমরা পাপে উন্মত্ত থাকিতে পারি। কেবল পুণ্যের পথই অনন্ত, পুণ্যের অন্ত নাই, অনন্তকাল পুণ্য করিব, তথাপি ইহার অন্ত হইবে না, কেন না ঈশ্বর অনন্ত পুণ্যের আধার ; কিন্তু ভূলোক কিংবা দ্যুলোকে, অসীম পাপ কিংবা অসীম দুঃখের মহাসাগর নাই। তবে যে অনন্ত পাপ এবং অনন্ত নরকের কথা শুনিতে পাই, এ সকল কল্পনার কথা। অনন্ত পুণ্য একটী পদার্থ আছে, তাহা হইতে চির-কাল পুণ্যের আলোক বাহির হইতেছে। অসীম পাপ পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও নাই, এবং কোন কালেও আসিবে না। কোন মনুষ্য অসীম পাপের আধার ছিল, আছে কিংবা কখনও থাকিবে ইহা মানিতে পারি না। মনুষ্য যতই কেন গভীর হইতে গভীরতর কলঙ্কে কলঙ্কিত হউক না, এক দিন তাহার অপরাধ নিশ্চয়ই সীমা প্রাপ্ত হইবে। ঈশ্বর এবং ভাই ভগ্নীদের প্রতি কে কত দিন অপ্রেমিক হইয়া থাকিতে পারে? দশ কিংবা চল্লিশ বৎসর পাষণ্ডের ন্যায় যত দূর পার, ঈশ্বরের অবমাননা করিবে এবং ভয়ানক নিষ্ঠুর হইয়া ভাই ভগ্নীদিগকে মনের ভালবাসা দিবে না, বরং তাঁহাদের প্রতি উৎপীড়ন করিবে ; কিন্তু প্রত্যেক নিষ্ঠুর এবং পাপাচরণের সীমা আছে। তোমার মন পাপ চিন্তা করিতে করিতে অবসন্ন হইবে, তোমার রসনা নির্দ্দয় বাক্য বলিতে বলিতে বিরক্ত হইবে, তোমার চক্ষু নিষ্ঠুরভাবে দেখিতে দেখিতে অবসন্ন হইবে। এই রূপে পাপ করিতে করিতে শরীর মন এক দিন নিশ্চয়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু পুণ্যের দিকে অন্ত নাই। পুণ্য করিতে করিতে কেহই অবসন্ন হয় না। ভাই ভগ্নীকে যত দূর প্রেম

দেওয়া উচিত, আমাদের মনে যদি তাহার এক বিন্দু আসিয়া থাকে, ঈশ্বরের কৃপায় সেই বিন্দু সিন্ধু হইবে। এ বিন্দু যে কোন সিন্ধু হইতেও প্রশান্ততর এবং গভীরতর সিন্ধু হইবে। সেই গভীরতর সাগর আবার ঈশ্বরের অনন্ত প্রেমের তুলনায় বিন্দুমাত্র। আবার সেই প্রকার সহস্র সাগরতুল্য প্রেম হইলেও ঈশ্বরের তুলনায় তাহা বিন্দুমাত্র হইবে; কিন্তু পাপ সেরূপ নহে। কেন না অনন্ত পাপের আধার কিছুই নাই। প্রেম পুণ্যের আদর্শ অনন্ত। যদি ইহা প্রতিবাদ করিবার জন্য তোমরা এই কথা বল যে, দেখ অমুক ব্রাহ্মের প্রেম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, অমুকের পুণ্য ও উৎসাহ নির্ব্বাণ হইতেছে, এই কথা মানিব না; কেন না যদি কাহারও উৎসাহ ও প্রেমের অন্ত হইয়া থাকে তাহা কদাচ ঈশ্বরসম্ভূত নহে। যেখান হইতে যাহা আসে সেখানে তাহা যাইবেই যাইবে। ঈশ্বরের চরণ হইতে যাহা নিঃসৃত হইয়াছে, তাঁহা হইতেই যাহা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অনন্তকাল তাহা তাঁহারই দিকে যাইবে। এই জন্য সকল সাধুভাব ঈশ্বরের দিকে যাইবেই। পাপ করিলে পাপের শেষ আছে, কিন্তু পুণ্যের শেষ নাই। রাশি রাশি পাপ করিয়া অসংখ্য দুঃখ যন্ত্রণা পাইয়াছি। কিন্তু চিরকাল কাঁদিবার জন্য মনুষ্যের সৃষ্টি হয় নাই। অনন্তকাল মানুষ হাসিবে, অনন্তকাল মনুষ্য প্রফুল্ল হইবে, এই জন্য তিনি তাহাকে সৃজন করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে অশান্তির দিকে নিশ্চয় সীমা আছে; কিন্তু শান্তির দিকে অন্ত নাই। অনন্ত কাল আমরা সুখ শান্তি সম্ভোগ করিব ইহা কি সামান্য আশার কথা? ঈশ্বর যে প্রকার প্রকৃতি মনুষ্যকে দিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে দেখিবে, তাহার প্রত্যেক পাপ যন্ত্রণার ভিতরে মৃত্যুর

বীজ রাখিয়া দিয়াছেন। পাপ জন্মে মৃত্যুর জন্য, কিন্তু পুণ্য উঠে চিরকাল বাঁচিবার জন্য। পুণ্যের ভিতর অনন্ত জীবন, পাপের ভিতর মৃত্যু; পুণ্যের চিরকাল, অনন্তকাল উন্নতি হইবে। এই যে, ঘোর মেঘাচ্ছন্ন আকাশে প্রেমিকের মনে আজ একটী প্রেমতারা মিট্ মিট্ করিতেছে, ক্রমে ক্রমে ইহা এত উজ্জ্বল হইবে যে, ইহার কিরণে চন্দ্র সূর্য্য পরাস্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু যেখানে অপ্রেম পাপ প্রবেশ করে, সেখানে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু দেখিতে পাই। পাপকে ঈশ্বর অমর করিয়া সৃজন করেন নাই। আমাদের ক্ষমতা আছে আমরা পাপকে বধ করিতে পারি। যাঁহারা মনে করেন পাপের জন্য অত্যন্ত নরকযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে তাঁহারা জানেন না যে, পাপের ভিতরে মৃত্যুর বীজ রহিয়াছে। আপনি আপনার বুকের ভিতরে গরল ধারণ করিয়া পাপ জন্মগ্রহণ করে। পরহত্যা করা যেমন পাপের স্বভাব, আত্ম-হত্যা করাও তেমনই তাহার অদৃষ্টে লেখা রহিয়াছে। পৃথিবী যদি বাস্তবিকই ঈশ্বরের সংসৃষ্ট হয়, পাপ নিশ্চয়ই আপনাকে আপনি মারিবে। পুণ্য জন্মিয়াছে পৃথিবীর সমুদয় পাপ শত্রুকে বিনাশ করিয়া আপনার রাজ্য বিস্তার করিতে। পুণ্যের জয় হইবে, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র; এবং ইহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম যে অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ তাহা আমরা বুঝিতে পারি। সমস্ত জগতে যে এক দিন ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে ইহা সেই প্রশস্ত আশার ক্ষেত্র দেখাইয়া দিতেছে। মনুষ্য চিরকাল পাপ করিতে পারে না, ঈশ্বর তাহাকে এরূপ স্বভাব দিয়াছেন যে, পাপ করিতে করিতে আপনা আপনি অবসন্ন হইয়া পড়িবে। একদিন তাহাকে এই কথা বলিতেই হইবে, হে ঈশ্বর, আর যে পাপ করিতে পারি না।

তখন চক্ষু বলে, আর অভদ্র দর্শন কত করিব? কর্ণ বলে, আর অভদ্র কথা শুনিতে পারি না। প্রাণ বলে, আর কত কাল অসাধুতার মধ্যে থাকিব? কিন্তু একথা কেহ বলে না, পুণ্য আর কত দিন করিব? চক্ষু কত কাল আর ভদ্র দর্শন করিবে? কর্ণ কত কাল আর দয়ালনাম শুনিবে? মন কত কাল আর ঈশ্বরের আবির্ভাবে পূর্ণ থাকিবে? একথা যদি ব্রাহ্মসমাজ বলে তাহা ব্রাহ্মসমাজ নহে। আমি আর পুণ্য করিতে পারি না মনুষ্যের মুখ হইতে এ কথা বাহির হইতে পারে না। যদি ঈশ্বরের কুসন্তান হই, তাহা হইলে একথা বলিতে পারি যৌবনকালের পাঁচ বৎসর উৎসাহের সময়; কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় একটু একটু ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। ঈশ্বরের পুত্র হইতে এই কথা বাহির হইতে পারে না! যদি ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের পুণ্যের শেষ আছে, তবে মানিতে হইবে পুণ্যের অনন্ত প্রস্রবণ ঈশ্বরেরও মৃত্যু আছে; এবং অবশেষে পাপ অন্ধকারের জয় হইবে; অথবা পৃথিবী পাপেরই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। আর এতকাল দয়াময় নাম বহন করিতে পারি না, রোজ রোজ কেমন করিয়া ঈশ্বরকে ভক্তিপুষ্প দিয়া পূজা করিব? সরস উপাসনা কেহই চিরকাল করিতে পারে না, এ ঘোর অপরাধের কথা কোন ব্রাহ্মের মুখে শুনিতে পারি না। যে ধর্ম্ম-রাজ্যে আছি, এখানে কেবল আশার কথা শুনিতেছি, সেই আশার কথা এই চিরকাল পাপ করিতে পারিব না। পাপের অন্ত আছে, যে সংসারের চারিদিকে মরুভূমি ইহা হইতেই সেই প্রেম পুণ্য বীজ মস্তক উত্তোলন করিবে। কি আশার কথা, এই পাপ দুঃখময় পৃথিবীর মধ্যেই আমরা সশরীরে স্বর্গ সম্ভোগ করিব! ব্রাহ্মের সম্মুখে স্বর্গ হাসিতে লাগিল। স্বর্গ আপনার আকর্ষণ

প্রকাশ করিতে লাগিল, স্বর্গ বলিল, আমারই রাজ্য চির দিনের জন্য। জন্মিয়াছি যে ধর্ম্ম পাইবার জন্য সেই ধর্ম্ম বলিয়া দিতেছে আমরা অমর। সুখী, পুণ্যবান্ হইব অনন্তকালের জন্য; অসুখী হইব কিয়ৎক্ষণের জন্য। চিরকাল ঈশ্বরের ক্রোড়ে বসিয়া হাসিব। তাঁহার মুখ দেখিতে দেখিতে এই চক্ষু হইতে আনন্দ-ধারা প্রবাহিত হইবে। ধন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম!! এত আশার কথা আর কোথায়ও শুনি নাই।

আশা ভবিষ্যতের দিকে।

রবিবার, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৬।

ভূতকালের দেবপ্রসাদ মনুষ্যকে আশ্চর্য্য করে; কিন্তু ভবিষ্যতের দেবপ্রসাদ মনুষ্যকে অবাক্ করে। ঈশ্বরের দয়া যতটুকু সম্ভোগ করা হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়; কিন্তু ভবিষ্যতের মধ্যে তাঁহার যে অনন্ত দয়া লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা ভাবিলে আর বাক্য সরে না। সাধক ভিন্ন তাহা আর কেহ জানে না। কেবল সাধকেরাই বিশ্বাস এবং আশানয়নে তাহা দেখিয়া পুলকিত হন। ভূতকালে ঈশ্বরের যতটুকু দয়া আমাদের জীবনে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমরা সকলেই জানি। ঈশ্বর আমাদের জীবনে অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সম্পাদন করিয়াছেন, আমাদের এই চর্ম্ম চক্ষের সমক্ষে সুন্দর ঘটনা সকল ঘটাইয়া দিয়াছেন। সে সকল দেখিয়া আমরা কত বার বলিয়াছি, কি আশ্চর্য্য!! পামরের প্রতি ঈশ্বরের এত দয়া!! ধন্য দয়াময়ের অশেষ করুণা!! পাপীদের মুখে

চিরকাল এই কথা শুনিয়া আসিতেছি, ইহা পাপী জগতের সমস্ত পরীক্ষার ফল। কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় মোহিত হইয়া পাপী যখন এই কথা বলে যে, ঈশ্বরের কি অশেষ করুণা, তাহার অর্থ এই নহে যে, পাপী তাহার দয়ার শেষ দেখিয়াছে। ঈশ্বরের অশেষ দয়ার তো শেষ নাই। যাহা দেখিয়াছি সে টুকু যে অতি অল্প দয়া। যদিও সেই এক বিন্দু সিন্ধুর সমান; কিন্তু তাহাতো অনন্ত নহে, সেই করুণাসিন্ধুর এক বিন্দুতেই প্রাণ শীতল হইয়াছে; ভক্তের ক্ষুদ্র হৃদয় সেই এক বিন্দুর ভারই বহন করিতে পারে না। সেই এক বিন্দু পাইয়াই ভক্ত উন্মত্ত। ব্রহ্মভক্ত, তুমি এমন কি পুষ্পের সৌরভ পাইয়াছ, যাহা আর ছাড়িতে পার না? এমন কি অমৃত পাইয়াছ, যাহা তোমার ক্ষুদ্র পাত্র ভেদ করিয়া দিবারাত্র বাহির হইয়া পড়িতেছে? ঈশ্বরের অল্প পরিমাণ দয়া তোমার জীবনকে অধিকার করিয়াছে ইহাতেই তোমার এত আহ্লাদ, এত উন্মত্ততা। পূর্ণ প্রেম তো এখনও দেখ নাই, যে করুণা দেখিয়াছ তাহা সীমাবিশিষ্ট, তবে কেন বল ঈশ্বরের অশেষ দয়া দেখিয়া অবাক্ হইয়াছ! বাস্তবিক এক বিন্দু করুণা সিন্ধুপ্রায় হয়, কেবল অলঙ্কার অথবা সুললিত ভাষার অনুরোধে সাধক একথা বলেন না; কিন্তু স্বর্গ হইতে এক বিন্দু প্রেম প্রসাদ, এক বিন্দু শান্তি এবং একটী সামান্য পুণ্যকিরণ আসিয়া পাপীকে এত দূর উন্মত্ত করে যে, আর সে আপনাকে ধারণ করিতে পারে না। এত যে ফল কোন্ বৃক্ষ হইতে প্রসূত হইল? এত প্রেমের তরঙ্গ, ভাবের প্রসঙ্গ কোথা হইতে আসিতেছে? হায়! পাপী, তুমি এই একটু সামান্য করুণা দেখিয়া এত আহ্লাদিত হইলে, না জানি ভবিষ্যতে তোমার কি হইবে? সেই কথা ভাবিলে আর কথা সরে না, ঈশ্বরের সেই

অনন্ত করুণা স্মরণ করিলে কে না অবাক্ হয়? ঈশ্বর যখন সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুখের পর সুখ, স্বর্গের পর স্বর্গ, এবং শান্তির পর শান্তি দিবেন, তখন ভক্ত এই কথা বলিবেন না, পিতা তোমার দয়া আর বহন করিতে পারি না। বন্ধুগণ, ভবিষ্যতের দিকে যে কত আলোক, কত সুখ, তাহার কথা কি বলিব, ভবিষ্যতের দিকে যে কত ব্যাপার রহিয়াছে এবং তাহা যে কত আশাপ্রদ, কত প্রফুল্লকর, এবং কত সৌন্দর্য্যলাবণ্যযুক্ত তাহা কথায় কে বলিতে পারে? যদি ভবিষ্যৎ দেখি আর ভূত দেখিতে ইচ্ছা হয় না। ভাল, ব্রাহ্ম, তুমি মনে করিয়া দেখ দেখি ঈশ্বর তোমাকে এখন একটু সুখ দিয়াছেন; কিন্তু ভবিষ্যতে পাছে তোমার একটু দুঃখ হয়, যখন এই জন্য দিবারাত্রি তোমার কাছে বসিয়া ক্রমাগত তোমার দুঃখ দূর করিবেন, তখন তোমার কি অবস্থা হইবে? চিরকাল মনুষ্য নিরাশার কথা বলিয়া আসিতেছে, কেন না তাহারা ভূতকালের সন্তান; কিন্তু সাধক ভবিষ্যতে গৃহ নির্ম্মাণ করেন। ভূত কালের পাপ দুঃখ স্মরণ করিয়া মনুষ্য সুখের মধ্যেও দুঃখ আনয়ন করে। যদি ঈশ্বরের অনুকম্পায় এক্ষণে ভবিষ্যতে জীবনের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পার, তবে আর এই চক্ষু পাপ, অভদ্র দর্শন করিতে পারিবে না, পুণ্যের ক্ষমতা সহস্র গুণে প্রবর্দ্ধিত হইবে। অতএব, বন্ধুগণ, তোমরা সকলেই অমরত্ব যে দিকে সেই পথে অগ্রসর হও। আশার শাস্ত্র যদি অধ্যয়ন করিতে চাও তবে পশ্চাৎ দেখিও না; কিন্তু সম্মুখে তোমাদের জন্য ঈশ্বর কেমন সুন্দর ভবিষ্যৎ রাখিয়াছেন তাহা দেখ। নিশ্চিত স্বর্গ যেখানে, যাহা ভবিষ্যতে হইবেই হইবে তাহার দিকে দেখ। আর কেহই ভূতকালের অন্ধকার বিষাদের ঘন মেঘে আচ্ছন্ন থাকিও না।

ঈশ্বরের যে ঘরে চিরদিনের জন্য স্থান পাইয়া সুখী হইবে তাহা দেখ। যাহারা চিরদিন গৃহহীন, বন্ধুহীন হইয়া শ্মশানে, অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছে, সে সকল, দুঃখী গরিবদিগকে ডাকিয়া যে ঘরে পিতা তাহাদিগকে সুখ মর্য্যাদা দিতেছেন. সেই সুন্দর গৃহের দিকে দৃষ্টি কর। প্রত্যেক সন্তানের জন্য যাহা স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে তাহা ভাব। এই নিশ্চিত স্বর্গ ভবিষ্যতে রহিয়াছে, বিশ্বাসীরা ইহা সাধন করিতেছেন। হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে, পুরাকালে অনেক তপস্যার পর যখন সাধকেরা তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় ইষ্ট দেবতার দর্শন পাইতেন, সে সকল দেবতারা তখন তাঁহাদিগকে বর দিতেন। সেই আমাদের ঈশ্বর যখন প্রকাশিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন ব্রহ্মসন্তান, তুমি কি বর চাও? কি প্রার্থনা কর? যিনি যথার্থ ব্রাহ্ম তিনি বলিবেন. প্রভু. যদি প্রসন্ন হইয়া বর দিবে, তবে আমাকে অমর কর। এই আশীর্ব্বাদ কর আর যেন পাপে মরিতে না হয়। আমাদের প্রতি জনের জন্য ভবিষ্যতে অমরত্ব রহিয়াছে, চিরকালের সম্ভোগের ব্যাপার পাইয়াছি, এই কথা মনে করিয়া যেন চির দিন আহ্লাদিত থাকি। ক্ষণকালের জন্য আমরা ঈশ্বরের অতি আশ্চর্য্য, সুন্দর, এবং সুমিষ্ট দর্শন পাইয়াছি, ক্ষণকালের জন্য উচ্চ হইতে উচ্চতর স্বর্গ সম্ভোগ করিয়াছি। এ সকল পাইয়াছি বলিয়াই এখন গালে হাত দিয়া ভাবিতেছি যখন এক বার ঈশ্বরের প্রেমে এত সুখ হইয়াছে তখন ভবিষ্যতে যখন গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর প্রেমতরঙ্গে ভাসিব, তখন না জানি কি সুখের অবস্থা হইবে। এখন পাঁচ বৎসর রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ব্রাহ্ম অবসন্ন হইয়া বলেন, বুঝি এ জীবনে আমার পরিত্রাণ হইল না, এ পাপী আর বাঁচিল না। সেই সময় যদি সেই নিরাশ

ব্যক্তি এই কথা শুনে, মহাপাতকি, উঠ; তোমার জন্য স্বর্গ হইতে শুভ্র বসন আসিয়াছে এবং ঈশ্বর তোমার জন্য প্রেমপুষ্পের রথ পাঠাইয়াছেন; তাহা হইলে তাহার কত আহ্লাদ হয়। অনেক দিন দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া যদি এক দিন প্রেমতরঙ্গে ভাসি তাহাতেই কত আনন্দ হয়। পাঁচ বৎসর কষ্ট যন্ত্রণার পর এক নিমেষ ঈশ্বরদর্শনে যদি এত সুখ হয়, তবে ভবিষ্যতে শত নয়, সহস্র বৎসর নয়; কিন্তু যখন ক্রমাগত অনন্তকাল ঈশ্বরদর্শনের সুখ সম্ভোগ করিব, ইহা ভাবিলে কে না আনন্দে অবাক্ হয়। পাঁচ বৎসরের পর এক বার ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিয়া এত সুখ, কিন্তু সহস্র বৎসর যখন ক্রমাগত সেই সুন্দর সুনির্ম্মল প্রেমানন দেখিব, তখন ঈশ্বরকে কি বলিব? তখন আর তাঁহার কাছে কি ভিক্ষা করিব? সর্ব্বদাই যখন তাঁহার প্রেমমুখ দেখিব, তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে যখন অমর হইব, যখন মৃত্যু আর হবে না, পাপ করা যখন একেবারে ভুলিয়া যাইব, তখন আর তাঁহার কাছে কিসের জন্য প্রার্থনা করিব? তখন মন যে কত প্রশান্ত, এবং জীবন কত উচ্চ হইবে তাহা ভাবিতে পারি না। এখন কেবল এই পর্য্যন্ত জানা ভাল, যে ভবিষ্যতে ঈশ্বর আমাদের জন্য এত প্রেম, এবং এত আহ্লাদ লুকাইয়া রাখিয়াছেন যে, তাহার কোটি অংশের একাংশ এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সাধকও লাভ করিতে পারেন নাই। ঈশ্বর অনন্ত ইহা তোমরা জান, যখন ঈশ্বর অনন্ত, তখন তাঁহার প্রেম এবং সুখের ভাণ্ডারও অনন্ত ইহাও মানিতে হইবে। আবার ভাবিয়া দেখ যদি সন্তানদের জন্য না হয়, তবে সেই ভাণ্ডার কাহাদের জন্য? আমাদিগকে সুখী করিবেন এই জন্য রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। পিতা, এত প্রেম, এত আনন্দ আনিয়া

দিবেন যে তাহা ধারণ করিতে পারিব, সত্য; এত উচ্চ আশার কথা শুনিয়া আর কাহারও মুখে হৃদয়বিদারক নিরাশার কথা শুনিতে চাহি না। তোমার জন্য, আমার জন্য এবং সকলের জন্য ঈশ্বর ভবিষ্যতে অনন্ত সুখের ভাণ্ডার লুকাইয়া রাখিয়াছেন, আর কেন, তবে ভূতকালের অন্ধকার বিষাদ দেখিয়া ভয় করিব? কোটি কোটি প্রেমের সূর্য্য সম্মুখে উজ্জ্বলরূপে দেখা দিতেছে। ভবিষ্যতে অমৃতের সাগর, শান্তির অগাধ মহাসমুদ্র। বড় দুঃখ পাইয়াছ পথিক, ইহা মানিলাম, কিন্তু যখন ঐ সম্মুখের সুন্দর ঘরে প্রবেশ করিবে তখন কত সুখী হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ। যখন সেই ঘরে ভক্তেরা আসিয়া হাত ধরিয়া তোমাকে পিতার কাছে লইয়া যাইবেন, তখনকার আনন্দ একবার বিশ্বাস এবং আশানয়নে দর্শন কর। আমাদের ভূতকাল যত কেন দুঃখময় হউক না আমাদের ভয় নাই, কেন না আমাদের ভবিষ্যৎ শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। ধন্য পিতার করুণা!! তাঁহার প্রেম চিরকাল জয়যুক্ত হউক।

ব্রহ্মদর্শনে ব্রাহ্মত্ব।

[কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ]

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৬ শক।

আকার দেখিতে চাও, কি নিরাকার দেখিতে চাও, এই কথা যদি ঈশ্বর ভক্তকে জিজ্ঞাসা করেন, ব্রহ্ম ভক্ত ইহার কি উত্তর দিবেন? যথার্থ ভক্ত ব্রহ্মকে সাকার না নিরাকার দেখিতে ইচ্ছা করেন? সমুদয় ভক্তেরা এক বাক্য হইয়া এই কথা বলিবেন,

আমরা সকলেই নিরাকার ব্রহ্মদর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল। সাধকের কখনই এ ইচ্ছা হইতে পারে না যে, তিনি ব্রহ্মের মধ্যে ও বাহিরের সেই অস্থায়ী জড় পদার্থের আকারের ন্যায় কোনরূপ দর্শন করেন। ঈশ্বরত জড় হইতে পারেন না; আবার ভক্তেরাও ব্রহ্মকে সাকার দেখিতে চান না। কেন না যে চক্ষে ব্রহ্মদর্শন হয় তাহা আকার দেখিতে পায় না। সাধকের যে বিশ্বাস, যে প্রেম, এবং যে ধ্যান দ্বারা ঈশ্বর ধৃত হন, তাহা কোন প্রকার বাহিরের রূপ কিংবা বাহ্যিক আকার গ্রহণ করিতে পারে না। যে রাজ্যে নানা প্রকার রূপ এবং আকার দৃষ্ট হয় সাধক কখনই সেখানে বাস করেন না। পুরাকালে ঋষিদিগের ভক্তি এবং ধ্যান চক্ষু কি কখনও বহির্বিষয়ে বিচরণ করিত? প্রাচীনকালে যেমন এখনও তেমনই। যদি ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হইতে চাও, তবে তাঁহাকে নিরাকার ভাবে দেখিতে হইবে। যাই ভক্ত বহির্বিষয়ে অবতরণ করেন, তৎক্ষণাৎ ধ্যান অসম্ভব হয়। এই জন্য চিরকাল সাধক, ঋষি এবং জগতের সমুদয় বিশ্বাসী ভক্তেরা এই প্রার্থনা করিয়াছেন "ঈশ্বর! আমরা তোমার আকার কিংবা রূপ দেখিতে চাই না; কিন্তু অতীন্দ্রিয় হইয়া অন্তরে দেখা দিয়া আমাদের আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর কর।" সন্তান জল চাহিলে পিতা কি তাহাকে প্রস্তর দিতে পারেন? যে সন্তান প্রাণ চায়, তাহাকে কি তিনি বিনাশ করিবেন? অসীম অনন্ত ঈশ্বরকে আমরা চাই। সীমাবদ্ধ, পরিমিত আকার কিংবা রূপ কি আমাদের আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারে? ঈশ্বর স্বয়ং যেমন অনন্ত নিরাকার তাঁহার সেই ভাবে তিনি সন্তানদিগকে দেখা দিবেন, এই জন্যই তিনি আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন। তিনি যেমন,

যদি যথার্থ সেই ভাবে আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ না পাই তবে আমাদের, পশু, পক্ষী, জলের মৎস্য অথবা অপর কোন নিকৃষ্ট জন্তু হওয়া ছিল ভাল। ঈশ্বর যদি দেখা না দিবেন তবে কি জন্য তিনি মনুষ্যকে পৃথিবীতে পাঠাইলেন? যদি ঈশ্বরদর্শন অসম্ভব হয়, তবে পৃথিবীর এত প্রকার উপাসনাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল কেন? শ্রবণ, মনন, এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা যে ব্রহ্মকে ধারণ করিতে হইবে, তাঁহার আকারের প্রয়োজন কি? আমাদের অন্তরের বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি, এবং আত্মার অন্যান্য উচ্চতম বৃত্তি সকল অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, এবং অনন্ত পুণ্য অন্বেষণ করিতেছে। যেখানে অনন্তের জন্য তীক্ষ্ণ ক্ষুধা এবং ব্যাকুলতা, সেখানে ক্ষুদ্র পরিমিত বস্তু কি করিতে পারে? কোথায় অনন্ত? কোথায় অনন্ত জ্যোতি, কোথায় অমৃতসাগর? এই বলিয়া অমরাত্মা সকল কাঁদিতেছে। কোথায় তাঁর অন্ত? কোথায় তাঁর অন্ত? এ সকল কথা বলিয়া চিরকাল মনুষ্যমণ্ডলী হইতে স্তব স্তুতি উঠিতেছে। অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিব, অনন্তকালের জন্য অনন্তের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিব, এই জন্য আমরা জন্ম ধারণ করিয়াছি। অমৃতের অধিকারী করিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন। এই অনন্ত সৌন্দর্য্য যিনি দেখিতে পান, ঈশ্বরের উপাসনা কেমন সুমিষ্ট তিনিই তাহা আস্বাদ করিতে পারেন। কেমন করিয়া নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিব, কিরূপে তাহার ধ্যান করিব, চক্ষু মুদ্রিত করিলে কিছুই দেখিতে পাই না, কত লোকে বারংবার এই সকল প্রশ্ন উত্থাপিত করে, এবং ইহারই জন্য পৃথিবীতে জড়পূজার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মদর্শনে মনুষ্যের মন মোহিত হইতে পারে, আর কিছুতেই

তেমন হয় না। যদি নিরাকার ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া গভীর আনন্দসাগরে নিমগ্ন না হইলাম, তবে অনন্তের পূজা হইল কৈ? ব্রাহ্ম হওয়া অতি কঠিন ব্রত। নিরাকার ব্রহ্মদর্শন অতি উচ্চ ব্যাপার। সকলের ইহাতে শীঘ্র এবং অনায়াসে অধিকার জন্মে না। বাস্তবিক ঈশ্বরদর্শন, এবং ঈশ্বর-মুখে তাঁহার অভ্রান্ত বেদ-বাক্য শ্রবণ অতি উচ্চ ব্যাপার। ব্রাহ্ম কে? যিনি ব্রহ্মকে দর্শন করেন। তোমাদিগকে আমি দেখিতেছি, আমাকে তোমরা দেখিতেছ, ইহাতে যেমন সন্দেহ নাই, এইরূপ সহজ ভাবে যিনি ব্রহ্মকে দেখিতে পান তিনিই যথার্থ ব্রাহ্ম। কতকগুলি স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিলে ব্রাহ্ম হওয়া হয় না। যদি সকলেই ব্রহ্মকে দেখিত, প্রত্যেক ব্যক্তি ব্রাহ্মনাম গ্রহণ করিত, এবং সমস্ত মনুষ্যজাতি একটী ব্রাহ্মমণ্ডলী হইয়া পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের পরিচয় দিত। সমস্ত জগৎ ব্রাহ্ম হয় নাই এই জন্য নহে যে সকলের ব্রাহ্মনামে ঘৃণা আছে; কিন্তু ইহাই যথার্থ কথা যে মনুষ্য ব্রহ্মকে দেখিল না। নিমীলিত নয়নে অন্ধকার মধ্যে করতলন্যস্ত বস্তুর ন্যায় ঈশ্বরকে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা কি সহজ ব্যাপার? হৃদয়ের মধ্যে নিরাকার অনন্ত ব্রহ্মকে না দেখিয়া ভ্রান্ত মনুষ্য পৃথিবীর নিম্ন ভূমিতে, পর্ব্বতে, কোথায় ঈশ্বর বলিয়া ধাবিত হইল। যাঁহার হস্ত, পদ এবং কোন অবয়ব নাই তাঁহাকে অতি সহজ এবং উজ্জ্বল ভাবে দেখা নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নহে। যতই বয়োবৃদ্ধি হইতেছে ততই বুঝিতেছি, ব্রহ্মসাধন কি জন্য পূর্ব্বতন ঋষিরা কঠিন বলিতেন। যেখানে কেবল আত্মা আর পরমাত্মার সম্পর্ক, সেখানে দিবারাত্রি নিতান্ত নিগূঢ় সাধন আবশ্যক। কিন্তু যতই গূঢ়ভাবে ব্রহ্মস্বরূপের মধ্যে

প্রবেশ করিবে ততই দেখিবে তাঁহার মধ্যে কেমন নব নব সুন্দর মনোহর ভাব সকল সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মগণ, যাহারা তোমাদের বিরোধী, যাহারা ঈশ্বরকে দুষ্প্রাপ্য মনে করে, যাহারা কেবলই সংসারের নিম্নভূমিতে বিচরণ করিয়া অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে দেখিতে অক্ষম, তাহাদিগকে একবার দেখাও নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিলে দেহ মন কেমন রোমাঞ্চিত হয়। ব্রহ্মদর্শনে কত সুখ তোমরা পাঁচ জন দেখাও, দেখি ভারত টলমল করে কি না? পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে ব্রহ্মদর্শনে কত সুখ এবং ব্রহ্মোপাসনার কত মধুরতা দেখাও। যে প্রকারে হউক পিতার মনে কষ্ট দিয়াও কেবল ঐহিক সুখ লাভ করিতে পারিলেই হইল, এই প্রকার নীচ অভিসন্ধি দূর কর। উপাসনাতে মত্ত হইয়া কত সুখী হইতে পার জগৎকে ইহা দেখাও। বুদ্ধি কিংবা তর্কে নহে, কিন্তু তোমাদের জীবনশাস্ত্র দেখিয়া সকলে নিরাকার ব্রহ্মদর্শনের জন্য লালায়িত হইবে। একবার যাঁহাকে দেখিলে আর প্রাণের মধ্যে সন্তাপ থাকে না, তোমরা সকলে তাঁহাকে দেখিয়া ধন্য হও। সকলের কাছে গিয়া প্রণয়ের সহিত এই কথা বল যাঁহার উপাসনা করিলে প্রাণ প্রফুল্ল হয়, কেন তোমরা তাঁহার কাছে আসিবে না? ব্রহ্মকৃপাতে ব্রহ্মকে দেখিবে এবং ব্রহ্মকে দেখাইবে, এই সংকল্প কর। আশু তোমাদের বিশুদ্ধ কামনা সকল চরিতার্থ হইবে, দেশের দুঃখ দূর হইবে, এবং পৃথিবী স্বর্গধাম হইবে।

প্রাণদুর্গ।

রবিবার, ১১ই শ্রাবণ ১৭৯৬ শক।

সহস্র অভেদ্য প্রস্তরময় প্রাচীরের মধ্যে প্রাণের দুর্গ। সেই দুর্গের মধ্যে ঈশ্বর আপনার আশ্রিত সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। ব্রহ্মমন্দির বল, আশ্রম বল, স্বর্গরাজ্য বল, সকলই সেই দুর্গের মধ্যে, যে মনুষ্য সন্তান সেই দুর্গের মধ্যে বাস করে তাঁহার ভয় কি? সহস্র অভেদ্য প্রাচীরের উপরে শক্রুরা বাণাঘাত করে; যে ব্যক্তি প্রাচীরের বাহিরে বাস করে সুতরাং দুর্গের মধ্যস্থ ঈশ্বরের প্রেম মুখ দেখিতে পায় না, সে ব্যক্তিই উহাতে ভীত হয়। সামান্য বিভীষিকা দেখিয়া তাহারই প্রাণ অস্থির হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে যে সে ব্যক্তি কখনও থাকে না তাহা আমি বলি না, সে সময়ে সময়ে ঈশ্বরের কাছে থাকে, এবং ঈশ্বরের পূজা করে, কিন্তু সে ঈশ্বরের নহে। এই জন্য সাধককে সম্পূর্ণ-রূপে আপনার করিয়া লইবার নিমিত্তই ঈশ্বর পৃথিবীতে বিপদ প্রেরণ করেন। যে ব্যক্তি কেবল উপাসনার সময় ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয়, অবশিষ্ট সমস্ত সময় প্রাচীরের বাহিরে বাস করে, তাহার দুঃখের সীমা নাই। সামান্য বিপদ আসিল, মেঘ উঠিল, তরঙ্গ সকল দেখা দিল, তাহার ঈশ্বর হৃদয় হইতে চলিয়া গেল, কেন না যথার্থ জীবনের ঈশ্বরের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয় নাই। কিন্তু যদি হৃদয়ের মধ্যে যথার্থ বিশ্বাস থাকে, বিপদে ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসীর যোগ গূঢ়তর এবং ঘনিষ্ঠতর হয়। ঈশ্বর কেন এই বিপদ এবং এত অন্ধকার প্রেরণ করিলেন এই বলিয়া সে ক্রন্দন করে। বাহিরে অন্ধকার দেখিয়া ঈশ্বরসন্তান সেই

সহস্র অভেদ্য প্রাচীরের প্রথম প্রাচীরের মধ্যে গিয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করেন। সেখানে যখন সুখ সম্পদ আসিল, আবার বিপদের প্রয়োজন হইল, সেখানেও বিপদে আক্রান্ত হইয়া সেই ব্যক্তির মনে এই হইল, আরও নিরাপদ স্থানে না গেলে নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারি না। তখন সে দ্বিতীয় প্রাচীরের দ্বারে আঘাত করিল, দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, দ্বিতীয় প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাধক আবার আপনাকে নিরাপদ মনে করিল, কিন্তু সে ব্যক্তি জানিত না যে, সেখানেও তাহার নিস্তার নাই। বিশ্বাসী মনুষ্য যখন এইরূপে বিপদের পর বিপদে আক্রন্ত হইয়া, সেই শত সহস্র প্রাচীর ভেদ করিয়া সেই দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করে, তখনই সে অভয় পদ লাভ করে। অতএব পৃথিবীতে যদি রাশি রাশি বিঘ্ন বিপদ না থাকিত, ঈশ্বরের মূল্য কি মনুষ্য বুঝিত? সেই দুর্গের মধ্যে বসিয়া যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রেমমুখ দর্শন করে এবং তাঁহাকে পূর্ণ অবিভক্ত প্রেম দান করিয়া তাঁহার শান্তি-পূর্ণ সহবাস সম্ভোগ করে, সে ব্যক্তিই কেবল রাশি রাশি বিঘ্ন বিপদ দেখিয়া উপহাস করিতে পারে। বিঘ্ন বিপদ আছে বলিয়াই ঈশ্বরের অভয় পদের এত আদর। মৃত্যুকালে যখন মৃত্যুঞ্জয়ের দর্শন পাইয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পারি, ঘোর বিপদের মধ্যে যখন হৃদয়কন্দরে ঈশ্বরহস্তনির্ম্মিত সেই প্রাণ-দুর্গ মধ্যে তাঁহার সুন্দর প্রেমমুখ দেখি, তখন অন্তরে কত উৎসাহ, কত প্রেম, কত বল, এবং কত সুখের উদয় হয়। বল, ব্রাহ্ম, কত সুখ! বিপদের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিয়া তুমি যদি সুখী না হও তবে পৃথিবীতে বাস্তবিক সুখী কেহই নহে। প্রাণদুর্গের ভিতরে বসিয়া প্রাণেশ্বরকে দেখিতেছে, সহস্র

বিপদ আক্রমণ করিতে আসিতেছে, ভয় নাই অভয়দাতা অভয়দান করিতেছেন ; যতই বিপদ ভয় দেখাইতেছে, ততই ঈশ্বর তোমাদিগকে আরও তাঁহার নিকটে ডাকিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের অবস্থা কি ? চিরদিন যন্ত্রণার অনলে প্রাণ দগ্ধ হইতেছিল, কিন্তু ব্রহ্মসহবাসে প্রাণ শীতল হইয়াছে। এক্ষণে যতই বিঘ্ন বিপদে আক্রান্ত হইতেছি ততই গাঢ়তর ব্রহ্মসহবাসে অন্তরের প্রফুল্লতা বাড়িতেছে। বিপদ বন্ধু হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের অব্যবহিত সন্নিধানে লইয়া যাইতেছে. অতএব যিনি বিপদকে ঈশ্বরের রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেন তিনি ধর্ম্ম জগতের অর্দ্ধেক বিশ্বাস করেন. পূর্ণ বিশ্বাস তাঁহার হয় নাই। প্রত্যেক বিপদের অগ্নির মধ্যে মনুষ্যসন্তান বিশ্বাস পুণ্যে পরিবর্দ্ধিত হয়। বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মের হৃদয়ের প্রসন্নতা সহস্র গুণে বৃদ্ধি হয়। বিপদ তাঁহার পরম বন্ধু। বিপদকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছি কেন ? এই জন্য যে আমরা প্রাচীরের বাহিরে ছিলাম, বিপদ আমাদিগকে প্রহার করিতে করিতে সেই দুর্গের মধ্যে লইয়া আসিয়াছে। দুঃখের মধ্যে থাকিয়া যাহারা ঈশ্বরকে নিকটে দেখে তাহারাই জানে দুঃখ বিপদের কত মূল্য। বিপদের সময় যে ঈশ্বরকে দেখি, তিনি সম্পদেরই ঈশ্বর, সেই একই ঈশ্বর ; কিন্তু সৌন্দর্য্য তাঁহার মুখে কত। পূর্ব্বে যে মেঘ তাঁহারই মুখ আচ্ছন্ন করিয়াছিল, এখন আর সে মেঘ নাই। বিপদের সময় ঈশ্বরকে দেখিলে যেমন প্রফুল্লতা ও সাহস হয় তেমন আর কখনও হয় না। জলত সর্ব্বদাই দেখি ; কিন্তু তৃষ্ণার পর যে জল পান করি তখন তাহার কত সৌন্দর্য্য। সেইরূপ আত্মার তৃষ্ণার পর যখন

তাঁহার চরণারবিন্দের শান্তি বারি পান করি তখনই বুঝিতে পারি ব্রহ্মরূপা কত মধুর। দুঃখের পর ঈশ্বরদর্শন অতি অপূর্ব্ব। যখন প্রাণদুর্গের মধ্যে প্রাণেশ্বরকে দেখি, তখন বলি, মৃত্যু, কোথায় তোমার ভয়ানক মূর্ত্তি, এবং কোথায় তোমার যন্ত্রণা দিবার ক্ষমতা ? এই পৃথিবীর মধ্যে অনেক বিপদ অনেক শত্রু। সর্ব্বদাই একটি না একটী বিপদ কণ্টকের মত আমাদিগকে বিদ্ধ করিতেছে; কিন্তু এ সমুদয় বাণ যদি আমাদিগকে ব্যথিত, না করিত, তবে ত প্রাণেশ্বর কত মধুময় আমরা বুঝিতে পারিতাম না! ব্রাহ্মগণ, বিপদ দেখিয়া ভীত হইও না; যখন ক্রমাগত এই চল্লিশ বৎসর বিপদের পর বিপদ, রাশি রাশি বিপদ ব্রাহ্মসমাজের মস্তকের উপর চলিয়া গিয়াছে, এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হইয়াছে, তখন বিপৎকে ঈশ্বরের বিধানের বহির্ভূত মনে করিও না। যখনই বিপদ্ আসিবে বিশ্বাস করিও, তোমাদের উপাসনা, ধ্যান আরও ভাল হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে বিপদ না থাকিলে ব্রাহ্মসমাজ মরিত। বিপৎকণ্টক স্বর্গ হইতে অমৃত লইয়া উপস্থিত হয়। বিপদের শত্রুতার মধ্যে স্বর্গীয় মিত্রতা রহিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে যত বিপদ ঘটিয়াছে, তাহারা সকলে একত্র হইয়া আমাদিগকে পরিত্রাণপথে লইয়া যাইতেছে। বিপদ্ আসে আসুক, ইহা ঈশ্বর-সন্তানকে আরও বিশ্বাসী করিয়া যাইবে। ঈশ্বরের সঙ্গে কিছু মাত্র বিচ্ছেদ থাকিতে দিবে না। যদি আরও বিপদ আসে ঈশ্বরের মূল্য আরও বুঝিতে পারিব। বিপদ দেখিয়া থাক, ভয় নাই ঈশ্বরকে প্রাণমন্দিরে নিকটস্থ দেখিয়া, তাঁহার জয় ধ্বনি করিতে করিতে সকল বিপদ শত্রুকে পরাস্ত কর। আমাদের পৌত্তলিক ভ্রাতৃগণ ঈশ্বরের অনেক প্রকার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। তাহারা

মধ্যে কতকগুলি সুন্দর এবং অবশিষ্টগুলি ভয়ঙ্কর। কিন্তু বাণবিদ্ধ ঈশ্বর শরশয্যায় শয়ান, কোন কবি কি কল্পনা করিয়াছে? আমরা মূর্ত্তি পূজা করি না; কিন্তু এক বার ভাবিয়া দেখ ঈশ্বরকে আমরা যেরূপ অবিশ্বাস এবং অপমান করি এবং সমস্ত পাপিষ্ঠগণ একত্র হইয়া তাঁহার পতি দিন দিন যেরূপ রাশি রাশি বাণ নিক্ষেপ করে, তাঁহার যদি শরীর থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম, বাণে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার সমস্ত শরীরে ক্রমাগত রক্ত পড়িতেছে। মূর্ত্তির ভাব পরিত্যাগ কর; কিন্তু যথার্থ ঈশ্বর যিনি তিনি আমাদের এই জগতে অপমানিত ঈশ্বর। সমস্ত জগৎ তাঁহার নিন্দা অপমান করিতেছে। তবে ব্রহ্মসন্তান, তুমি কেন এই পৃথিবীতে গৌরব আকাঙ্ক্ষা করিতেছ? পৃথিবী সহস্র তীক্ষ্ণ বাণ তোমাকে বিদ্ধ করে করুক, তুমি কেবল পৃথিবীকে এই বলিবে, ঐ দেখ আমার পিত যিনি নিষ্কলঙ্ক ঈশ্বর, তিনি স্বয়ং তোমার সহস্র বাণে বিদ্ধ হইয়া শরশয্যায় শয়ান। আমার স্বর্গীয় প্রভু যাঁহার স্বভাবে কোন কলঙ্ক নাই, যখন তাঁহার এত অপমান, তখন আমি যে কত মহাপাপে কলঙ্কিত, আমাকে যে লোকে অপমান করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে শরশয্যায় আমি শয়ন করিতেছি, ইহারই পার্শ্বে আমার স্বর্গীয় পিতার শরশয্যা। পিতার কাছে পুত্রের ভয় কি? যাঁহার চরিত্রে কোন দোষ নাই, পূর্ণ পবিত্রতা যাঁহার স্বরূপ, তাঁহাকেই যখন পৃথিবী অবিশ্বাস এবং অপমান করিল, তখন আমি কোথায় রহিলাম? কিন্তু ভয় নাই, কেন না ন্যায়বান্ ঈশ্বরের রাজ্যে ব্রহ্মসন্তানগণ অকারণে কখনই অপরাধী হইবে না, যাহারা জঘন্য, কলঙ্কিত, তাহারাই স্বর্গের দণ্ড পাইবে; কিন্তু যাহারা নিরপরাধী, সমস্ত পৃথিবী বিরোধী হইলেও, তাহাদের বিন্দুমাত্র

শান্তি হরণ করিতে পারিবে না। প্রচারকগণ, তোমাদের নিন্দা হইয়াছে, আমার নিন্দা হইয়াছে, ব্রহ্মমন্দিরের বেদীর নিন্দা হইয়াছে। সকল কুৎসা ঈশ্বর শুনিয়াছেন, সকলই তিনি জানিতেছেন। আমাদের বিরুদ্ধে, তালবৃক্ষসমান বিপত্তরঙ্গ উত্থিত হয় হউক; কিন্তু বল, সমুদয় আন্দোলনের মধ্যে এই স্বর্গীয় আহ্বান শুনিতেছ কি না, এই সমাচার পাইতেছ কি না যে, ঈশ্বর তোমাদিগকে তাঁহার আরও নিকটে লইয়া গিয়া পৃথিবীতে বিশ্বাসের পরাক্রম এবং ব্রাহ্মের বীরত্ব প্রকাশ করিবেন? দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া বলিতেছি, এই বিপদের পর ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে পবিত্রতা কি, ভক্তি কি, স্বর্গীয় উন্মত্ততা কি, অচিরে প্রকাশিত হইবে। অতএব পৃথিবীতে যাহারা তোমাদের নিন্দা করে তাহাদিগকে শত্রু বলিও না। কেন না তাহারাই তোমাদিগকে মিত্রের ন্যায় ঈশ্বরের আশ্রয়ে লইয়া যাইতেছে। বল,' মিত্রেরা এস, তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ, অস্ত্র সকল লইয়া এস, কেন না যতই তোমাদের বাণে, আমাদের জীবনের রক্তপাত হইবে, ততই আমাদের দৃঢ়তর প্রাণের মধ্যে স্বর্গীয় প্রসন্নতা আসিবে। ঈশ্বরের অন্নে জীবিত থাকিয়া যদি কিছু দেখাইতে চাও, দেখাও বিশ্বাসের বল কত। "কোথায় দয়াময়" বলিয়া ডাকিলেই তিনি দেখা দেন, জগৎকে ইহা জীবনে দেখাও। কেবলই সাধন কর, স্তব স্তুতি কর, তোমাদিগকে বিপদে ফেলিয়া ঈশ্বর দূরে পলায়ন করেন নাই। যে বিপন্ন, সেই যথার্থ সুখী। তাহারই অন্তরে সর্ব্বদা প্রেমভক্তিনদী প্রবাহিত হয়। সেই ঘোর বিপদের সময় আসিয়াছে, যখন ঈশ্বর তোমাদিগকে তাঁহার অভেদ্য দুর্গমধ্যে লইয়া গিয়া একটী সুন্দর পবিত্র শান্তিগৃহে আশ্রয় দান করিবেন। নিরাশ

দুঃখী হইবার এই সময় নহে। এই বিপদের পর কি হইবে দেখিবে। মৃত্তিকা প্রস্তর হইবে, ঈশ্বর আছেন, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, দশ দিক হইতে ইহা প্রচারিত হইবে।

হে প্রেমসিন্ধু, তোমার কথা কি মিষ্ট নহে? তুমি কি সুন্দর নও? পিতা, তোমার উপাসনা যে করিতে পারে তাহার দুঃখ কোথায়? তুমি যাহাকে দেখা দাও সে কি কখন দুঃখী হয়? পৃথিবীর বিপদে যদি উপাসনা ভাল হয় তবে তাহা যে স্বর্গীয় সম্পদ। বিপদে পড়িয়া যদি কোন দিন না কাঁদিতাম তাহা হইলে কি তোমার মুখের সৌন্দর্য্য দেখিতাম? সেই দিন তোমার মুখে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, যে দিন দুঃখী বলিয়া কাছে আসিয়া বলিলে, "সন্তান! ভয় কি? আমি যে তোমার কাছে, আমি যে তোমার সহায়।" সেই দিন তোমার মুখ আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যে অনুরঞ্জিত দেখিয়াছি, যে দিন বলিলে "সন্তান! যদি সমস্ত পৃথিবী শত্রু হইয়া তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, তুমি যে ভাসিবে।" আবার সেই দিন তোমাকে সুন্দর দেখিয়াছি যে দিন সমুদয় পরিবারকে এই প্রাণের মধ্যে আনিয়া দিলে, এই ব্রহ্মমন্দির তাহার সাক্ষী রহিয়াছে। এই রূপে কত দিন তোমাকে দেখিয়া হৃদয়ের গভীর বেদনা দূর হইয়াছে, এবং তোমার সুমিষ্ট কথা শুনিয়া কত বার তাপিত প্রাণে শান্তি লাভ করিয়াছি, তাহা গণনা করিতে পারি না। প্রাণেশ্বর, তোমাকে পাইয়া যখন সুখী হইয়াছি, এবং তোমাকে লইয়া যখন সুখী হইতে পারি, তখন আর আমাদের কিসের ভয়? দুঃখ বিপদের সময় বন্ধু বান্ধব যিনি যেখানে আছেন সকলের চিত্তকে সুখী কর। পিতা, আমরা যদি ব্রাহ্ম না হইতাম, তবে কি তোমার মত এমন সুন্দর দেবতাকে

দেখিতাম? হয়ত আজ এই রবিবার রাত্রে যখন তোমার মন্দির মধ্যে বসিয়া তোমার পবিত্র প্রেমসুধা পান করিতেছি, এমন পবিত্র সময়েই কত জঘন্য ভয়ানক কলঙ্কে আত্মাকে কলুষিত করিতাম। কিন্তু তুমি যাহাদিগকে কৃপা করিয়া ডাকিয়াছ তাহারা কি তোমাকে না দেখিলে আর কোথায়ও সুখী হইতে পারে? "তুমি যারে কর সুখী কে তারে দুঃখী করিতে পারে?" নাথ, তোমার সুখে চিরকাল আমাদিগকে সুখী কর। তুমি যখন সুখ দিবে বলিয়াছ তখন বিপদ আবার কি? কেবল পাপই শত্রু। যাঁহারা বাহির হইতে বাণ নিক্ষেপ করেন তাঁহারা যে পরম বন্ধু, কেন না তাঁহারা না জানিয়া আমাদিগকে তোমার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া দেন। জীবন্ত ঈশ্বর, তুমি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর। দয়ার সাগর, দীন-শরণ, তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি যেন অনন্ত জীবন তোমাকে লইয়া সুখী থাকি।

প্রেমের জয়।

রবিবার, ২২শে ভাদ্র, ১৭৯৬ শক।

আমরা এই মাত্র শুনিলাম "সত্যমেব জয়তে, আর চিন্তা নাই।" দয়াময় পিতার রাজ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ মনঃপীড়া আর রবে না। তোমাদের চিন্তা নাই, আমার চিন্তা নাই, মহাপাপীর চিন্তা নাই, জগতের চিন্তা নাই। কেন না ঈশ্বরের সত্য এবং তাঁহার প্রেমের জয় হইবেই হইবে। ঈশ্বর যখন এ সকল কথা বলিতে-ছেন, তখন আর আমাদের ভাবনা চিন্তা কি? অতএব জগতে অসত্য এবং অপ্রেম দেখিয়া, সাবধান কেহই আর ভীত হইও

না। ঈশ্বরের কৃপাবলে এ সকলই চূর্ণ হইয়া যাইবে, এবং এ সমুদয়ের পরিবর্ত্তে অচিরে তাঁহার সত্য এবং প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। তোমরা দেখিতেছ নানা প্রকার জঘন্য দুর্দ্দান্ত রিপু সকল অন্তরে উত্তেজিত হইয়া মনুষ্যের জীবন কলঙ্কিত করিতেছে, এবং সৃষ্টি অবধি এ সকল ভয়ানক রিপুদিগের আক্রমণে মনুষ্য-জাতি নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত এবং যারপর নাই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তথাপি ভয় নাই, ভাবনা নাই, কেন না স্বর্গ হইতে ঈশ্বর বলিতেছেন, তাঁহার স্বর্গের জয় হইবেই হইবে। ঈশ্বরের মুখ হইতে যখন এই সকল কথা শুনিতেছি যে, "সত্যের জয় হইবেই হইবে, এবং তাঁহার প্রেমরাজ্য বিস্তৃত হইবেই হইবে," তখন যদি সমুদয় পৃথিবীর লোক ইহার বিরোধী হয় তথাপি আমাদের কোন ভয় নাই। কেন না ঈশ্বর যেমন সত্য, তাঁহার কথাও তেমনিই সত্য। তিনি যখন বলিতেছেন, সমুদয় অন্ধকার ভেদ করিয়া তাঁহার সত্যজ্যোতি বিকীর্ণ হইবে, এবং সমুদয় বিঘ্ন বিপদ অতিক্রম করিয়া এই পাপিজগতে তাঁহার প্রেমসূর্য্য উদিত হইবে, তখন কতকগুলি ভ্রমান্ধ, চঞ্চলচিত্ত, স্বার্থপর বালকের দুর্ব্ব্যবহার দেখিয়া কি আমরা ভীত হইব? পৃথিবীতে অসত্যের জয় হইবে, প্রেমপরিবার হইতে পারে না, ব্রাহ্মধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে, যাঁহারা অন্ততঃ একবারও ব্রহ্মের কথা শুনিয়াছেন, তাঁহারা কি এ সকল অলীক কথা বিশ্বাস করিতে পারেন? অবিশ্বাসি জগৎ বলিতেছে, ব্রাহ্মগণ, তোমরা পাঁচ জনে কি করিতেছ? তোমরা এই ভাগীরথী তীরের একটী ক্ষুদ্র দল কি করিতে পার? আবার যখন তোমাদের এই অল্প কয়েকজনের মধ্যেই নানাপ্রকার মত-ভেদ, অসত্য, অপ্রেম, বিবাদ এবং এত বৎসরের সাধনের পরেও

যখন তোমরাই সামান্য সামান্য রিপু দমন করিতে পারিতেছ না, তখন তোমাদের ধর্ম্ম দ্বারা সমস্ত জগতের পরিত্রাণ হইবে, কিরূপে এই অহঙ্কার করিতেছ? কিন্তু যথার্থ ঈশ্বরবিশ্বাসী দুর্জ্জয় সাহসের সহিত অবিশ্বাসীদিগকে এইরূপ বলিতেছেন—"যখন ঈশ্বর স্বয়ং আপনার মুখে এই কথা বলিতেছেন যে, তাঁহার সত্য এবং তাঁহার প্রেমের জয় হইবেই হইবে, তখন কিরূপে তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিব।" এই যে সঙ্গীত হইল "সত্যের জয় হইবেই হইবে, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, মনঃপীড়া আর রবে না;" সাধকগণ, তোমরা কি ঈশ্বরের মুখে এ সকল কথা শুন নাই? যদি না শুনিয়া থাক তবে ব্রহ্মমন্দিরে আসিবার প্রয়োজন কি? যদি তাঁহার মুখে এ সকল কথা না শুনিয়া থাক, তবে কাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তোমরা এত কাল ভ্রম, কুসংস্কার, পাপ এবং স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছ? এত বৎসরের সাধনের পর যদি বলিতে হয় আমরা ঈশ্বরের আদেশ শুনি নাই, তবে এত কাল আমরা কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, না, আপনার কথা ঈশ্বরের কথা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিলাম? যদি ঈশ্বরের কথা শুনিয়া আমরা তাঁহার সত্য ঘোষণা করিয়া থাকি, তবে আমাদের ভয় কি? পৃথিবীর পাপ অন্ধকার, বিঘ্ন বিপদ দেখিয়া যে ভীত হয় সে কাপুরুষ। পরিত্রাণার্থী হইয়া যখন কাতর প্রাণে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়াছ, সাধকগণ, তখন কি তাঁহার এক একটী জ্বলন্ত কথা শুনিয়া তোমাদের নিতান্ত নিরাশ এবং অবসন্ন মন উত্তেজিত হয় নাই? ব্রাহ্মগণ, বিপদের সময় তোমাদের প্রত্যেককে দেখিতে হইবে, ঈশ্বরের কথা স্পষ্টরূপে শ্রবণ করা হইয়াছে কি না? তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া তোমাদের অন্তর বিমোহিত হইয়াছে,

এবং তোমাদের প্রাণের গভীর পাপতাপ দূর হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলেই সকল হইল না, তাঁহার মুখনিঃসৃত এক একটী অগ্নিময়, উৎসাহকর এবং সুমিষ্ট কথা শুনিয়া চিরকাল নির্ভয়ে তাঁহার সেবা করিতে হইবে। তাঁহার মুখের এক একটী কথা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অন্তরের এবং চারিদিকের সমুদয় পাপ অন্ধকার দগ্ধ করিবে। যদি ঈশ্বরের কথা শুনিতে পাই, তবে ঘোরতর পরীক্ষার অগ্নিও আমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারে না। পরীক্ষাতে বরং অন্তরের উৎসাহ, বল আরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। তাঁহার কথা শুনিয়া যদি স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য প্রাণ দান করিতে পারি, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা মৃত্যুশয্যায় বলিব, ঈশ্বর ধন্য তুমি!! আমাদের এই অনিত্য জীবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। "যা হবার তাই হবে, যার প্রাণ যাবে, তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক এ জীবনে।" "যায় যদি যাক্ এ প্রাণ তোমার কর্ম্ম সাধনে," এ সমুদায় বীর-বাক্য বলিয়া যাঁহারা ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য প্রাণ দান করেন তাঁহাদের কত সৌভাগ্য। ঘোর বিঘ্ন বিপদের মধ্যে সাধকেরা কেবল তাঁহাদের বিশ্বাসকর্ণে ঈশ্বরের অগ্নিময় কথা সকল শুনিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করেন। ঈশ্বর সর্ব্বদাই তাঁহার বিশ্বাসীদিগকে বলিতেছেন ঃ—"নির্ভয়ে তোমরা আমার আদেশ পালন কর, অগ্নি তোমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারিবে না, এবং কোন রিপুই তোমাদিগকে বধ করিতে পারিবে না।" ঈশ্বরের সত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে এবং আমাদের আপনাদের চরিত্রের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিলাম; কিন্তু, ব্রাহ্মগণ, তোমাদের মধ্যে কি কেহই শুন নাই যে, ঈশ্বর মেদিনী এবং ব্রহ্মাণ্ড কাঁপাইয়া বলিতেছেন, সত্যের জয় হইবেই হইবে, এবং

াঁহার প্রেমরাজ্য নিশ্চয়ই আসিবে। যদি ঈশ্বর যথার্থই তাঁহার প্রেমপরিবার স্থাপন করিবেন মানস করিয়া থাকেন, তবে কাহার সাধ্য তাঁহার কার্য্যে বাধা দিতে পারে? জগতের সমুদয় লোক বদ্ধপরিকর হইয়া তাঁহার বিরোধী হইলেও তাহাদের চেষ্টা বিফল হইবে; কেন না ঈশ্বরের ইচ্ছার জয় হইবেই হইবে। আমরা কি বিশ্বাস করি, দয়াময় ঈশ্বর আমাদের নিকটে আছেন, ডাকিলেই দেখা দেন, এবং কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিলেই তিনি প্রার্থীর সঙ্গে কথা কহিয়া তাহার উত্তর দান করেন? যদি ঈশ্বরের প্রেমমুখের অভয়প্রদ কথা না শুনিয়া থাকি, তবে এত দিন কি আমরা নিদ্রিত ছিলাম? ব্রাহ্মসমাজের চল্লিশ বৎসরের ঘটনাবলী উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে ঈশ্বরের ব্যাপার স্বপ্ন নহে। বিশ্বাসচক্ষু খুলিয়া দেখ, সমুদয় ব্যাপার ঈশ্বরের সত্যজ্যোতি এবং প্রেমজ্যোৎস্না প্রকাশ করিতেছে। যাহারা অবিশ্বাসী তাহারাই কেবল নিরাশার কথা শুনিয়া ভীত হয়। অমুক ব্যক্তি যত্নশীল হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিল, আবার কেন সে ঘোর বিষয়ী হইল? অমুক ব্যক্তির অন্তরে যে কত প্রকার সাধুতাপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, শীঘ্রই কেন সে সমুদয় মলিন হইয়া গেল? অল্পবিশ্বাসীদিগের মুখে কেবলই এ সকল ভয়ের কথা শুনিতে পাইবে। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরের মুখের আশাশাস্ত্র পড়িতে শিখিয়াছেন, এই ঘোর বিঘ্নময় সংসারে তাঁহাদের কিছুমাত্র ভয় নাই। কেন না তাঁহারা সর্ব্বদাই "সত্যমেব জয়তে" এই স্বর্গীয় বাক্য শুনিতেছেন। যাঁহারা এই অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহাদের আর ভয় ভাবনা কি? প্রকাণ্ড তুফানেও যদি তাঁহারা পতিত হন, তথাপি তাঁহাদের কিছু মাত্র ভয় হয় না। সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে, সকল অবস্থাতেই

যাঁহারা অভয়দাতা ঈশ্বরের আশ্রয়ে আশ্রিত। ঈশ্বরের নিকট তাঁহারা চির জীবনের মত অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিয়াছেন; তাহাতে এই লেখা আছে—"তুমি উপাস্য, আমি উপাসক; তুমি গুরু, আমি শিষ্য; তুমি রাজা, আমি প্রজা; তুমি প্রভু, আমি ভৃত্য; তুমি পিতা আমি সন্তান।" ঈশ্বরও তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়াছেন—"সন্তানগণ, তোমরা অমর হইয়া আমার এই ধর্ম্ম সাধন কর। এই অঙ্গীকার পত্রে যাঁহারা একবার স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারা কি আবার পাপে পতিত হইয়া সুখী হইতে পারেন? প্রেমপরিবারে বদ্ধ হইয়া যাঁহারা এক বার ইহার পবিত্র শান্তি আস্বাদ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এই স্বর্গীয় প্রেমনদী পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে থাকা অসম্ভব। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার পবিত্র গৃহে পুনরানয়ন করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত: এবং তাঁহার প্রেমিক ভক্তেরাও তাঁহাদের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস, বিপথগামী ভ্রাতারা নিশ্চয়ই পিতার গৃহে ফিরিয়া আসিবেন। বাস্তবিক তাঁহাদিগকে আসিতেই হইবে। তাহা না হইলে তাঁহাদের অধোগতি হইবে। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার অচেতন সন্তানদিগকে জাগাইয়া দিবেন, এবং মৃতদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিবেন। আমাদের নিজের নয়, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রের বলে আমরা সকলেই বাঁচিয়া যাইব। দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে পাপের গরল, এবং বিষয়লালসা কাহাকেও বধ করিতে পারিবে না। পৃথিবীর অগ্নি আমাদিগকে দগ্ধ করিতে পারে না। সংসার সাগরের প্রকাণ্ড ঢেউ ব্রহ্মসন্তানকে ডুবাইতে পারে না। ইহা অভ্রান্ত সত্য যে, ঈশ্বরের আশ্রিত সন্তানের কিছুতেই মৃত্যু নাই।

অতএব এই কথা কাহারও মুখে শুনিতে চাই না যে, কিছু দিন প্রেমের পবিত্রসাগরে নিমগ্ন থাকিয়া আবার আমরা তাহা ছাড়িয়া বাঁচিতে পারি। এক বার যথার্থ ঈশ্বরের প্রেমামৃতপানে অমর হইয়া আবার পাপবিষ পান করিয়া সুখী হইতে পারি, যে এই ভয়ে ভীত হয়, ঈশ্বর স্বয়ং সেই ভীরু সন্তানের প্রত্যেক কথার প্রতিবাদ করেন। ব্রাহ্মগণ, অতএব তোমাদিগকে বারংবার বলিতেছি যদি তোমরা এক বার পিতার প্রেমরস পান করিয়া অমরত্বের আস্বাদ পাইয়া থাক, তাহা হইলে আর তোমাদের ভয় নাই। এক্ষণে তোমরা সকলে একত্র হইয়া এবং নির্জ্জনে ঈশ্বরের চরণতলে বসিয়া এই কথা বল ;—"পিতা, এই যে আমরা তোমার চরণতলে আমাদের মস্তক রাখিলাম, আর পুনর্ব্বার ইহা উত্তোলন করিতে পারিব না, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, চিরকাল যেন ইহা ঐ স্থানে থাকিয়া শীতল এবং পবিত্র থাকে।" বন্ধুগণ, তোমাদের মধ্যে কে কে এই চিরদাসত্বপত্রে নাম দিতে প্রস্তুত? ঈশ্বর যদি জানিতে চাহেন, (এবং কে বলিল তিনি জানিতে চাহেন না) এই উপাসকদিগের মধ্যে কে কে চিরকাল তাঁহারই পূজা এবং সেবায় নিযুক্ত থাকিবে, তাহা হইলে তোমাদের মধ্যে কয়জন সাহস করিয়া এই অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিতে পার? ঈশ্বরের প্রেমমুখ কি তোমরা দেখ নাই? দুই মিনিট ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিলে প্রাণ তাঁহার প্রেমে উন্মত্ত হয় না, কোন্ সাধক এই কথা বলিতে পারে? ঈশ্বরকে দেখিয়া যদি প্রাণ গূঢ়-রূপে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত না হয়, তাহা হইলে সেই ঈশ্বর যথার্থ ঈশ্বর নহেন, অথবা সেই সাধক যথার্থ ঈশ্বরসন্তান নহেন। ঈশ্বরের মুখ দেখিলে কি কেহ মোহিত না হইয়া থাকিতে পারে,

কে তাঁহাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিতে পারে? যিনি এক বার ঈশ্বরের প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন, সংসার কি আর তাঁহাকে বাঁধিতে পারে? অতএব বন্ধুগণ, জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের মাধ্যে কে কে অনন্তকালের জন্য এই নিত্যধর্ম্মের যাত্রী, কয় জন বলিতে পার আমরা কখনই ঈশ্বর এবং ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িব না? যদি বুঝিয়া থাক তিনি ভিন্ন আর গতি নাই, তবে এখনই মনুষ্যের নিকটে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট চিরদাসত্বব্রতের অঙ্গীকার পত্রে নাম লিখিয়া দাও। এবং বর্ত্তমান বিধানের সমস্ত নূতনতা এই কথার মধ্যে। যিনি এই নিত্যব্রতের ব্রতী হইবেন অঙ্গীকার করিয়া এই পত্রের স্বাক্ষর করিবেন. তিনিই এবার অমরত্ব এবং অক্ষয়পদ লাভ করিবেন। হে ঈশ্বর, স্বপ্ন আর দেখিব না। বিচ্ছেদ যেখানে, যেখানে আজ উল্লাস কল্য বিষাদ সেখানে আর থাকিব না। যাহারা আজ ব্রাহ্মসমাজে আছে, কিন্তু কাল পলায়ন করিবে তাহাদিগকে চাহি না। পৃথিবীর মমতায় আর ভুলিব না। পৃথিবী কলঙ্ক দিতে চায় দিক্। পৃথিবী, দূর হও, নানা প্রকার মোহিনী শক্তি দেখাইয়া তুমি জগৎকে ভুলাইয়া রাখিয়াছ। ধিক্ তোমার মায়াজাল!! একি ভয়ানক ব্যাপার, পৃথিবীতে কেবলই পরিবর্ত্তন! কাল যাঁহারা বন্ধু ছিলেন, আজ তাঁহারা পরস্পরের শত্রু হইলেন। এখন সেই রাজ্যে যাইব, যেখানে পরিবর্ত্তন নাই। সেখানে দুটী ভাই কিংবা দুটী ভগ্নী যাঁহারা একবার ঈশ্বরের চরণতলে বসিয়া ঐ অঙ্গীকারপত্রে নাম লিখিয়া দিয়াছেন, আর তাঁহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যদি আমরা দুই পাঁচ জন এইরূপে চিরকালের সম্পর্কে সম্বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের আশ্রয়ে থাকিতে পারি, তাহা হইলে জয় ব্রহ্মের

জয় বলিয়া আনন্দ মনে তাঁহার স্বর্গরাজ্য বিস্তার করিতে পারিব। ঈশ্বরের দয়াময় নাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া আমরা বাঁচিয়া যাইব। ঈশ্বর আমাদের সহায়, তাঁহারই সাহায্যে আমরা তাঁহার নিত্যধামে বাস করিব। আমি পরিবর্ত্তনের রাজ্যে থাকিব না। আজ উৎসবের উন্মত্ততা, কল্য ভয়ানক অবসন্নতা, আজ অগ্নিময় উৎসাহ, কল্য ভয়ানক নিরাশা এবং শিথিলতা, ব্রাহ্মজীবনে আর এ সকল পরিবর্ত্তন সহ্য করা যায় না। যদি নিত্য সুখে সুখী হইবে, তবে বন্ধুগণ, আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র ঈশ্বরের নিকটে চিরকালের জন্য দাসত্বব্রতের অঙ্গীকারপত্রে নাম লিখিয়া দাও। নিত্যধামে চল, সেখানে অভয়দাতা ঈশ্বরকে লাভ করিয়া অমরা সকলে ভয় মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইব।

হে প্রেমসিন্ধু কৃপাময় পরমেশ্বর, তোমার কথা শুনিয়াছি, তোমার কথা মানিব। পিতা, তুমি আমাদিগকে যে পথে লইয়া যাইতেছ, ইহাতে রাশি রাশি বিঘ্ন বিপদ আমাদিগকে আক্রমণ করিবে; কিন্তু যাঁহারা কিছুতেই তোমাকে ছাড়িতে পারিবেন না তাহাদিগের মধ্যে আমাদিগকে পরিগণিত কর। যে তোমার কথা শুনিতে পায় না সে ব্যক্তিই মৃত্যুকে ভয় করে। তুমি আমাদিগকে প্রাণের পথে, অমরত্বের পথে রক্ষা করিতেছ, তুমি নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত কর। এই ব্রহ্মমন্দিরে তুমি বর্ত্তমান থাকিয়া দুঃখীদের কথা শুনিতেছ। পিতা, সেই প্রেম শিক্ষা দাও, যাহা চিরদিন রক্ষা করিতে পারিব। অনন্তপ্রেমসাগরে অনন্তপুণ্য-সিন্ধুতে নিমগ্ন করিয়া আমাদিগকে সুখী কর, তোমার নূতন বিধান তোমার নূতন অঙ্গীকার পত্র দেখাইয়া দাও। তুমি আমাদিগকে গোপনে এবং একত্র ডাকিয়া আর যাহাতে আমাদের

কাহারও পতন না হয়, ইহার উপায় করিয়া দাও। প্রভু, অনেক দেখিয়া শুনিয়া এখন এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, নিত্য পরিবার ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদের সুখ নাই, শান্তি নাই। দয়া করিয়া দীনবন্ধু, আমাদিগকে নিত্যপ্রেমের অধিকারী করিয়া আমাদের কাতর প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ঈশ্বরদর্শন।

রবিবার, ৫ই আশ্বিন, ১৭৯৬ শক।

পরব্রহ্ম অনন্ত, অপরিমিত; কিন্তু তাঁহার দর্শন পরিমিত। পরমেশ্বর নিত্য এবং পূর্ণ; কিন্তু তাঁহার দর্শন উন্নতিশীল এবং অপূর্ণ। সূর্য্য অতি প্রকাণ্ড; কিন্তু তাহার জ্যোতি কতদূর আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়? সমুদ্র অপার, অতলস্পর্শ, কিন্তু আমরা ইহার যতটুকু স্থানে অবগাহন করি তাহা কত অল্প? বস্তুর যে অংশ বিদিত, কিংবা উপলব্ধ হয়, তাহা দ্বারা উহার পরিমাণ হয় না। ঈশ্বরের পরিমাণ কোথায়? আমাদের অপরিমিত পরমেশ্বর অনন্ত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভূলোক দ্যুলোক সর্ব্বত্র তাঁহার মহিমা বিস্তার করিতেছেন; আমরা তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধকগণ কোথায় পড়িয়া আছি; কিন্তু আমাদের এত স্পর্দ্ধা এবং এত অহঙ্কার যে আমরা কি না বলিতেছি যে, আমরা এত বড় ঈশ্বরের দর্শন পাইয়াছি। শ্রেষ্ঠতম সাধক ভক্ত ঋষিদিগের কথা দূরে থাকুক, নীচতম, হীনতম ব্রাহ্মেরাও বলে, আমরা ঈশ্বরকে দেখিয়াছি। ঈশ্বরের তুলনায় আমরা কে? হীন ব্যক্তির রসনার এতদূর সাহস যে সে কি না বলিতেছে, আমি

ঈশ্বরকে দেখিয়াছি। সূর্য্যের ন্যায় প্রকাণ্ড নহে, পর্ব্বতের ন্যায় বৃহৎও নহে যে সেই ক্ষুদ্র মনুষ্য, সে বলিতেছে, ঈশ্বর যিনি অনন্ত, আমি তাঁহার সুবিমল প্রেমমুখ দেখিয়াছি। সে আরও এই কথা বলিতেছে, কেবল শাস্ত্রে কিংবা অন্যের মুখে যে ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছি তাহা নহে, কিন্তু আমি প্রতিদিন উপাসনার সময় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। এই আমার ভক্তিহস্ত তাঁহাকে ধারণ করে। ঈশ্বর অনন্ত, তাঁহাকে দেখিতেছি কি? অল্প পরিমাণে ঈশ্বরকে দেখা যায়। দর্শনের উজ্জ্বলতা, নিগূঢ়তা, সুমিষ্টতা সম্পর্কে চিরকালই তারতম্য থাকিবে; কিন্তু পূর্ণ পবিত্র ঈশ্বরে কোন পরিবর্ত্তন কিংবা হ্রাস বৃদ্ধি নাই। তাঁহার প্রেম, কাল কম ছিল, আজ বৃদ্ধি হইল, ইহা হইতে পারে না। যখন সৃষ্টি হইল, তখনও তিনি যেমন ছিলেন, এখনও তিনি তেমনই রহিয়াছেন। জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শান্তি প্রভৃতি তাঁহার সমুদয় গুণই অনন্ত। কিন্তু সাধকের দর্শনের মধ্যে পরিমাণ আছে। অধিক অন্ধকারমধ্যে যদি অল্প আলোক দেখিয়া থাক তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, ঘোর অবিশ্বাসের মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুতের মত একবার ঈশ্বরদর্শন কেমন আশ্চর্য্য। প্রথম হইতে তুমি পঞ্চাশ বৎসর যে সমানভাবে ঈশ্বরকে দেখিবে তাহা বিশ্বাস করিও না। পঞ্চাশ বৎসর পরে তোমার ঈশ্বরদর্শন যে কত উজ্জ্বলতর, গভীরতর এবং মিষ্টতর হইবে তাহা তুমি কল্পনাও করিতে পার না। তাহার তুলনায়, তুমি যে দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, সে দিন ব্রহ্মদর্শন হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু আজ তোমার ব্রহ্মদর্শন কত উজ্জ্বলতর। তখনকার দর্শন আর এখনকার দর্শনে কত প্রভেদ। তখনকার দর্শন বোধ হয় যেন ঘোরান্ধকারমধ্যে একটী অতি

সামান্য ক্ষুদ্রতম প্রদীপ জ্বলিয়া ছিল। তেজের তেমন স্ফূর্ত্তি ছিল না। পাপ কুসংস্কারে অন্ধীভূত চক্ষুর নিকটে ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই প্রকার দর্শনে কি আর এখন তৃপ্তি হয়? যতই অধিক পরিমাণে বিশ্বাস প্রগাঢ় এবং ভক্তিনয়ন বিস্তারিত হইবে, ততই তাঁহাকে উজ্জ্বলতররূপে দেখিতে পাইব। এখন যে ঈশ্বরদর্শন লাভ করিতেছি, তাহা প্রাতঃকালের অরুণোদয়ের ন্যায় সামান্য উজ্জ্বল। কিন্তু যতই আমাদের সাধনের উন্নতি হইবে, ততই আমরা ঈশ্বরকে দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল দেখিব। সেই সূর্য্য একই স্থানে সমানভাবে রহিয়াছে, কিন্তু দর্শকদিগের স্থানের ভিন্নতা অনুসারে, সূর্য্যের উজ্জ্বলতা কম বেশি প্রকাশ পাইতেছে। সেইরূপ সাধকদিগের ধারণাশক্তির তারতম্যানুসারে সেই একই সত্য এবং প্রেমসূর্য্য তাঁহাদের নিকট ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হন। অতএব, শ্রেষ্ঠতম সাধকগণ, তোমাদিগকেও আনন্দের সহিত বলিতেছি এখন তোমাদের মস্তকের উপর যে আলোক দেখিতেছ, ভবিষ্যতে যাহা দেখিবে, তাহার তুলনায় এই দ্বিপ্রহরের আলোকও অন্ধকার বোধ হইবে। যখন এই উচ্চ আশা মনে করি, তখন বুঝি এই ব্রাহ্মধর্ম্ম কেমন মহৎ। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে দেবত্ব পাইবার আশা হইতেছে। ভবিষ্যতে কেবল দর্শনের উজ্জ্বলতা অধিক হইবে তাহা নহে; কিন্তু ইহার সরসভাব ও মিষ্টতাও অধিক হইবে। একদিন ঈশ্বরকে দেখিলাম, দেখিতে দেখিতে বলিলাম, আরও দেখা দাও, তৃষ্ণা এখনও পূর্ণ হয় নাই। এমন সুন্দর কে তুমি! আরও দেখা দাও। অনেকক্ষণ তাঁহাকে দেখিয়া পরে কার্য্যালয়ে চলিয়া গেলাম, আর একদিন দেখিলাম আর

ছাড়িতে পারিলাম না। দেখিয়া মোহিত হইলাম, অন্তর বাহির চারিদিক মধুময় হইল। দর্শনের কি সামান্ত প্রতাপ? দর্শনে হৃদয় উদ্বেলিত হইল। সমস্ত আত্মা পরিবর্ত্তিত হইল। ব্রহ্ম-দর্শন দার্শনিকদিগের কিংবা মনোবিজ্ঞানবিদ্‌দিগের শুষ্ক দর্শন নহে; কিন্তু বিশ্বাসী ভক্তদিগের সরস দর্শন। আগে পাঁচ মিনিট উপাসনা করিলেই ব্রাহ্মেরা তুষ্ট হইতেন; কিন্তু এখন তাঁহারা যতই পিতাকে দেখিতেছেন, ততই তাঁহাকে আরও দেখিবার জন্য লালায়িত হইতেছেন। পিতার সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহারা কেমন গূঢ়রূপে মুগ্ধ হইতেছেন, আমাদের কথা নাই, শব্দ নাই, যে তাহা ব্যক্ত করি। ব্রহ্মদর্শনে কত মিষ্টতা, কত সুধা, কত আনন্দ, তাহা কিরূপে প্রকাশ করিব? এই আনন্দ দিন দিন বৃদ্ধি হইবে; এবং এত গভীর হইবে যে সাধকের বাক্যরোধ হইবে। ব্রাহ্মগণ, তোমাদিগকে বলি, ভবিষ্যতে তোমরা ব্রহ্মদর্শনের যে আনন্দ পাইবে, তাহার তুলনায় এখনকার আনন্দ যন্ত্রণা বোধ হইবে। যাঁহারা উচ্চতর স্বর্গে বাস করেন, তাঁহারা আমাদের ব্রহ্মদর্শন দেখিয়া বলেন, কি ইহারা দেখিল যে, ইহারা উন্মত্ত হইয়া গেল? যথার্থ যে আনন্দময়ের দর্শন ইহারাত তাহার কিছুই পায় নাই, তথাপি কেন ইহারা নগরের পথে পথে আনন্দে নৃত্য করিতেছে? যখন স্বর্গে যাইব, তখন মনে করিব, এককালে আমরা বাল্যক্রীড়ার সামান্ত আনন্দরসকে সুখের মহাসমুদ্র মনে করিতাম! বাস্তবিক যতই আমরা প্রেমসিন্ধু পিতার নিকটতর হইব, ততই আমরা সুধা হইতে অধিক সুধা লাভ করিব। আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদর্শনের উজ্জ্বলতা, নির্মলতা, পুণ্যবল সকলই বৃদ্ধি হইবে। এখনও ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরকে

দেখিতেছেন, কিন্তু সেই দর্শনে যে এখনও তাঁহাদের কাম ক্রোধ ইত্যাদি অবন্ধ রিপু সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূলিত হইল না, এখনও যে তাঁহাদের অন্তরের জঞ্জাল এবং পরস্পরের প্রতি অপ্রণয় বিনষ্ট হইল না; তাঁহাদের প্রেম যে পরস্পরের প্রতি উথলিয়া পড়িল না। লোভী কেন লোভশূন্য হইল না? স্বার্থপর ব্যক্তি কেন দয়ার্দ্র হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইল না? ভীরু কেন মহাবীর হইল না? কেন পাপীদের পাপপাশ আজও ছিন্ন হইল না? এখনও কেন সাধকেরা সম্পূর্ণরূপে পাপ-বিমুক্ত হইলেন না? এখনও কেন সাধকেরা বীরের ন্যায় এই কথা বলিতে পারিলেন না, পাপরাক্ষসী, তুই দূর হ। এখনও ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরের প্রেমে তেমন মুগ্ধ হইলেন না যে, পাপের সুখভোগেচ্ছাকে এইরূপ সাহসের সহিত অন্তর হইতে দূর করিয়া দিতে পারেন। এই মন্দিরে প্রতি রবিবারে কি দেখি? যে দিকে নয়ন ফিরাই সেই দিকেই প্রাণেশ্বরের উজ্জ্বল, মধুময় দর্শন। কিন্তু এই মন্দির ছাড়িয়া যখন সাধকগণ গৃহে ফিরিয়া যান, সেখানে সেই পাপ তাঁহাদিগকে প্রতীক্ষা করে। ব্রহ্মকে এক বার দেখিয়া যদি শীঘ্রই আবার তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে পাপরাক্ষসী নিশ্চয়ই আমাদিগকে গ্রাস করিবে। এ জন্যই আমি বার বার বলিতেছি, ব্রহ্মদর্শন উন্নতিশীল; ভাবী কালের দর্শনের তুলনায় এখনকার দর্শন কিছুই নহে। অনেক বার ফুল দেখি, কিন্তু অল্পক্ষণ মোহিত হই। সাধক, আমি তোমাকে সাধুবাদ করি যে, তুমি প্রতি রবিবারে প্রাণেশ্বরকে দেখিয়া থাক, এই প্রশংসা তুমি পাইবার উপযুক্ত। কিন্তু এই দর্শনেই নিশ্চিন্ত হইও না। আরও চলিতে হইবে, আরও উচ্চতর স্বর্গে গিয়া

ঈশ্বরকে আরও উজ্জ্বলতররূপে দেখিতে হইবে। যতই তাঁহার দর্শনে আত্মার ভাব মধুর হইবে ততই তোমরা উন্নত হইবে। দর্শনের পর দর্শন, কত উজ্জ্বলতরভাবে তাঁহাকে দেখিব। নির্জ্জনে যাঁহাকে দেখি, ব্রহ্মমন্দিরেও তাঁহাকে দেখি, সম্পদে বিপদেও তাঁহাকেই দেখি; সেই সকল অবস্থাতেই একই দেবদর্শন। যখন আর সকলেই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখনও তিনিই অন্তরে দেখা দেন; ঘোর বিপদ এবং দুঃখ শোকের নদীর ভিতর দিয়াও তাঁহারই দর্শন। ভক্তির ব্রহ্মদর্শন, সুমিষ্ট সঙ্গীতের সময় ব্রহ্মদর্শন, উদ্যানে ব্রহ্মদর্শন, নদী কিংবা সরোবরতটে ব্রহ্মদর্শন, মৃত্যু-শয্যায় ব্রহ্মদর্শন, এ সমুদয় কেমন ভাবিয়া দেখ। প্রত্যেক দর্শনের মিষ্টতা আছে, গভীরতা আছে; কিন্তু উন্নতিশীল ভক্তের হৃদয় কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। ভক্ত বলিতেছেন আরও উজ্জ্বলতর মধুরতর দর্শন চাই, স্বর্গের পিতাকে আরও না দেখিলে চিরমোহিত হইতে পারি না। এখনকার ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা এই যে, অনেকেই ব্রহ্মদর্শন পাইয়া বারংবার মোহিত হইয়াছেন; কিন্তু এমন দর্শন কেহই পান নাই, যাহাতে চিরমোহিত হইয়া এই কথা বলিতে পারেন, এই ইহকাল, পরকাল এবং অনন্তকালের মত আনন্দসাগরে ভাসিলাম!

হে প্রেমময় পরমেশ্বর, ভাল করিয়া দেখা দাও। শুনিয়াছি ভক্তেরা তোমাকে দেখিয়া চিরমোহিত হইয়াছেন। আমার তেমন সৌভাগ্য হয় নাই। আমি তোমাকে প্রতি দিন দেখি সত্য। কাহাকে দেখি? যিনি বিশ্বপতি, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকে দেখিয়াছি, অনেক বার দেখিয়াছি।

জন্মদুঃখী ক্ষুদ্র কীটের এত সাহস হইল যে, সে ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তোমাকে দেখিতেছে। এত বড় অপরাধী হইয়া তোমাকে দেখিতে পাই। কিন্তু যতই তুমি দেখা দিতেছ, ততই যে তোমাকে আরও দেখিবার জন্য ইচ্ছা হইতেছে। দরিদ্রকে যতই কেন তুমি ধন দাও না, তাহার পক্ষে কদাচ তাহা সম্পূর্ণ তৃপ্তির কারণ হইতে পারে না। এই যে অদর্শনযন্ত্রণার পর কত মধুর দর্শন, এখনও প্রাণ চিরমোহিত হইল না এই দুঃখ রহিল। তোমার এমন সুখময় প্রেমমুখের রূপ কেন দেখাইলে যদি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া সুখী না করিবে? এমন করিয়া দেখা দাও যে তোমাকে ছাড়িয়া আর কিছু দেখিতে ইচ্ছা হইবে না। তুমি আমাদের ঘরে দিন রাত্রি বসিয়া থাক, অনিমেষে আমাদের নয়ন তোমাকে দেখুক। কৃতজ্ঞতা দিতেছি যে তুমি দর্শন দিয়াছ; কিন্তু প্রাণ কাঁদিতেছে ক্রমাগত দেখা দাও। যখন মোহিত হইব চিরকালের জন্য তখন আনন্দে জয় ধ্বনি করিয়া তোমাকে পূর্ণ কৃতজ্ঞতা দিব। এই সাধকদিগের উপাসনা সভা যেন তোমার পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ পবিত্রতা সাধন করে। সকলকে দেখা দাও। পৃথিবীর যে যেখানে আমাদের ভাই ভগ্নী আছেন, সকলকে দেখা দাও। কৃপা করিয়া সকলকেই দেখা দাও। "তুমি দেখা না দিলে কে তোমাকে দেখিতে পারে?"

নিঃসন্দিগ্ধ ব্রহ্মদর্শন।

রবিবার, ১২ই, আশ্বিন, ১৭৯৬ শক।

ঈশ্বরদর্শন নিরাকার দর্শন। কেন না ঈশ্বরের রূপ নাই।

কিন্তু যদিও তাঁহার রূপ নাই, তথাপি রূপ দ্বারা যেমন মনুষ্যের মনকে আকর্ষণ করা যায়, তিনি রূপবিহীন হইয়া কেবল তাঁহার আধ্যাত্মিক অরূপ সৌন্দর্য্যের দ্বারা তাহা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে তাঁহার সন্তানদিগের হৃদয়, প্রাণ হরণ করেন! রূপের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য আছে তাহার মোহিনীশক্তি দ্বারা হৃদয়, মন, প্রাণ সম্পূর্ণরূপে মোহিত হইয়া যায়, ইহা সকলেই স্বীকার করে। সেইরূপ ব্রহ্মের যদি সৌন্দর্য্য না থাকিত তিনি কাহারও মনে প্রেম ভক্তি উদ্দীপন করিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহার নিরাকার সৌন্দর্য্য দ্বারা জীবাত্মাকে পুলকিত করেন, যদিও তিনি গুণবিশিষ্ট নিরাকার আত্মা, তথাপি তাঁহার দর্শনে মুগ্ধ ভাব হয়। যেখানে আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে সেখানে রূপের প্রয়োজন কি? ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার সৌন্দর্য্য দ্বারা আকর্ষণ করেন। ঈশ্বর স্বয়ং যেমন সুন্দর, সেই সৌন্দর্য্য দর্শনে যদি মনুষ্যের মন মোহিত না হয়, সে আপনার হৃদয় হইতে নানা প্রকার রঙ্গ লইয়া, কল্পনা দ্বারা ব্রহ্মের মুখে অতিরিক্ত সৌন্দর্য্য চিত্রিত করে। এইরূপে যখনই ব্রহ্মকে কদাকার, শুষ্ক, নীরস মনে হয়, তখনই সে আপনার হস্তে রঙ্গ লইয়া ঈশ্বরকে তাহার মনের মত সুন্দর করিতে চেষ্টা করে। এ সমুদয় অল্পবিশ্বাসীদিগের কার্য্য। যাঁহারা আত্মতত্ত্বের গভীর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মবিজ্ঞান পড়েন নাই, তাঁহারাই এইরূপে ঈশ্বরকে কল্পনা করেন। কিন্তু আমরা সত্যপ্রিয় ব্রাহ্ম হইয়া এরূপ দর্শন চাই না। ব্রাহ্মগণ, ব্রহ্মমন্দিরের দেবতা যে তোমা-দিগকে প্রতি সপ্তাহে ডাকেন, তাহা ইহারই জন্য যে ঈশ্বর যেমন তোমরা সেইরূপে তাঁহাকে দেখিবে। তুমি আপনার মনের

কল্পিত কোন বস্তুকে ঈশ্বর মনে করিলে যথার্থ ঈশ্বরদর্শন হইবে না। বাস্তবিক যদি যথার্থ জীবন্ত ঈশ্বরকে দেখিতে চাও তবে কল্পনা ছাড়। ব্রহ্মদর্শন কল্পনার ব্যাপার নহে। মনের মধ্যে যত প্রকার গূঢ়তত্ত্ব আছে, সমুদয় পাঠ কর, দেখিবে সর্ব্বোচ্চ মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ব্রহ্মদর্শনের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। যাহাতে সন্দেহ থাকে সে দর্শন পরিত্যাগ করিবে। মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ব্রহ্মদর্শনতত্ত্বের মিলন হয় না, যিনি এই কথা বলেন তিনি ব্রহ্মদর্শন পান নাই। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের জ্যোতি যতই বিস্তার পাইতেছে, ততই তাহা ব্রহ্মের মুখ উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ করিতেছে। মনোবিজ্ঞানের সহিত ব্রহ্মদর্শনের কোন বিবাদ নাই, এই জন্যই ব্রহ্মদর্শনবিষয়ে, এই বেদী হইতে বারংবার বলা হইয়াছে, আমাদের আর কোন ভয় নাই। ইহার মধ্যে সন্দেহের সামান্য কারণও নাই। স্থির, নিঃসন্দেহরূপে ব্রহ্মদর্শন ভোগ করা যায়। তুমি বলিতেছ, কল্পনার প্রয়োজন আছে। কল্পনার সাহায্য লইয়া যত প্রকারে তুমি ব্রহ্মকে নির্ম্মাণ করিতে পার কর, তোমার শিল্পনৈপুণ্যের যতদূর ক্ষমতা আছে, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের মুখ নানা প্রকার সুন্দর বর্ণে চিত্রিত কর; কিন্তু এই কল্পনাকেও ভয় করি না। কেন না তুমি কল্পনা দ্বারা ভাল ভাল রঙ্গ লইয়া অথবা হৃদয়ের কোমলতর ভাব লইয়া যে ঈশ্বরকে গঠন করিলে, তাহা যখন যথার্থ ব্রহ্মের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিবে, তখন যদি সেই কল্পিত ঈশ্বর তাঁহার নিকট পরাজিত না হয় তবে বলিব ঈশ্বর মিথ্যা। সত্যপ্রিয় ব্রাহ্মহৃদয়ে অবশ্যই এই ফল হইয়াছে। এমন সত্য ব্রহ্ম থাকিতে কল্পনা দ্বারা মিথ্যা কৃত্রিম ব্রহ্মকে কেন নির্ম্মাণ করিলাম, এই বলিয়া নিশ্চয়ই তিনি অনু-

লোচনা করিয়াছেন। কোটী সূর্য্যের ন্যায় ঈশ্বরকে কল্পনা কর; কিন্তু ব্রহ্মের কাছে যাইতে না যাইতে সেই কোটীসূর্য্য-নিন্দিত কল্পিত ঈশ্বর নিমেষের মধ্যে অন্ধকার হইল। তৎক্ষণাৎ কল্পনা লজ্জা পাইয়া আত্মহত্যা করিল। কিংবা সহস্র মনোহর চন্দ্রের ন্যায় ঈশ্বরের প্রেমমুখ কল্পনা কর; কিন্তু যথার্থ ভক্তবৎসল ঈশ্বরের নিকট, তাহাও শুষ্ক কঠোর বোধ হইবে। অতএব, সাধক, এই ভাবে কল্পনা তোমার সহায় হইল যে, কল্পনা যথার্থ ঈশ্বরের সম্মুখে লজ্জিত হইয়া আপনি আপনাকে বিনাশ করিয়া ফেলিল; সাধক কল্পনাশূন্য হইয়া নিঃসন্দেহে ঈশ্বরদর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। ধর্ম্মজীবনের আরম্ভে, আত্মার বাল্য-কালে সাধক বর্ণপ্রিয়, রঙ্গপ্রিয় এবং পদ্য ও কবিতাপ্রিয় হইয়া আপনার মনের ভাবের মত ঈশ্বরকে কল্পনা করে। কিন্তু অধিক বয়সে, সাধনের উচ্চাবস্থায় সাধক স্বভাবতই বিজ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের সত্যতা নিরূপণ করিয়া তাঁহাকে অন্তরে স্থিরীকৃত করেন। বাল্যকালের প্রথম দর্শন ভয়ের সহিত. সন্দেহের সহিত মিশ্রিত থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানের দর্শন সন্দেহবিহীন। যেমন পরস্পরের দর্শনে মোহিত হই, তেমনই যথার্থ ঈশ্বরদর্শনে জীবাত্মা মোহিত হয়। কে বলিবে ঈশ্বরের রূপ নাই? তাঁহার কোন জড় রূপ নাই, ইহা সত্য; কিন্তু তাঁহাতে এমনই আধ্যাত্মিক রূপ আছে যে তাহার নিকট অর্থের রূপ অথবা সাংসারিক সুখের রূপ, কিছুই নহে। সংসারের মোহিনীশক্তি অপেক্ষা যদি ব্রহ্মের অধিক রূপ না থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্যসন্তানগণ চিরকালই ঘোর পাপপঙ্কে লিপ্ত থাকিত। এই জন্য ঈশ্বর সকল অপেক্ষা আপনাকে অধিক সুন্দর করিলেন। চন্দ্র, সূর্য্য, নদ, নদী, পুষ্প,

লতা, সুন্দর নরনারী প্রভৃতি সেই মহাকবি ঈশ্বরের হস্ত হইতে যত প্রকার সুন্দর বস্তু বাহির হইয়াছে, তিনি প্রত্যেকের মূলে পরম সৌন্দর্য্যের আকর হইয়া রহিয়াছেন। সেই সুন্দর ঈশ্বরের নিকটে কোন প্রকার কল্পিত সৌন্দর্য্য তিষ্ঠিতে পারে না। নিঃসন্দিগ্ধ ব্রহ্মদর্শন হইলে আর কোন সৌন্দর্য্যই মনুষ্যের চিত্ত হরণ করিতে পারে না। ব্রাহ্ম, তুমি ব্রহ্মদর্শন পাইয়াছ, ইহা জানিলাম; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি ব্রহ্মদর্শনের কোন্ সোপানে উঠিয়াছ? যে দর্শনে অন্তরের গভীর দুঃখ যন্ত্রণা দূর হয়, এবং মন বিমোহিত হয়, সেই মধুর দর্শন কি পাইয়াছ? যে পর্য্যন্ত অন্তরে পূর্ণ মত্ততা হয় নাই, সে পর্য্যন্ত নিশ্চয় জানিও, সেই সুমিষ্ট দর্শন পাও নাই। সত্যকে সাক্ষী করিয়া কি বলিতে পার যে, তুমি সুন্দর ব্রহ্মকে এমনই উজ্জ্বলরূপে দেখিয়াছ যে পৃথিবীতে আর কোন রূপ নাই, যাহা তোমার প্রাণকে আকর্ষণ করিতে পারে? যদি বল এমন রূপ আছে যাহা দেখিলে মন ঈশ্বর হইতে বিমুখ হয়, তাহা হইলে তুমি ব্রহ্মদর্শনের উচ্চ অধিকার পাও নাই। যখন উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিয়া উজ্জ্বলতর-রূপে ব্রহ্মকে দেখিয়া তাঁহার প্রেমরূপ সোমরস পান করিয়া উন্মত্ত হইবে, তখনই জানিব পাপের মোহিনীশক্তি আর তোমাকে বশীভূত করিতে পারিবে না। এখনকার দর্শন আনন্দকর মানিলাম, বিজ্ঞানের ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বরদর্শন নিঃসন্দেহ, ইহা স্বীকার করিলাম; কিন্তু যেখানে দর্শন এবং মত্ততা এক হইবে সে স্থানে না গেলে কাহারও পরিত্রাণ নাই যে দিন ব্রাহ্মসমাজের এই উচ্চ অবস্থা হইবে, সেই দিন পৃথিবী লজ্জিত হইবে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন পর্য্যন্ত একটীও মত্ত-

ব্রাহ্ম দেখা যায় না। সামান্য এক বিন্দু সোমরসপানে অল্প মত্ততা, অধিকতর সোমরসপানে অধিকতর মত্ততা, সেইরূপ যদি বৎসরের পর বৎসর ঈশ্বরদর্শনে অধিক হইতে অধিকতর প্রমত্ততা না জন্মিয়া থাকে, তবে তোমাদের ব্রাহ্মজীবনে ধিক্। যদি স্বর্গীয় প্রেমসুরাপানে প্রমত্ত না হইয়া থাক, তবে দশ বৎসর কি জন্য সাধন করিলে? সামান্যরূপে ঈশ্বরদর্শনে হইবে না, নিঃসন্দেহ দর্শন চাই; কেবল নিঃসন্দেহ দর্শন হইলেও হইবে না, সুমিষ্ট দর্শন চাই; আবার কেবল সুমিষ্ট দর্শন হইলেও হইবে না, কিন্তু পূর্ণ মত্ততার দর্শন চাই।

ঈশ্বরকে দেখিলাম, অথচ পলায়ন করিবার ক্ষমতা রহিল, তবে জানিলাম যথার্থ ব্রহ্মদর্শন, এবং প্রকৃত ভজন সাধন কিছুই হয় নাই। যখন পৃথিবীর জঘন্য চৈতন্য বিনষ্ট হইবে, কিন্তু আত্মাতে স্বর্গীয় চৈতন্যের উদয় হইবে, শরীরের সেই অচেতন অবস্থা চাই। সকল প্রকার প্রলোভন ও পাপের আকর্ষণে শরীর যদি সম্পূর্ণরূপে মৃত হয়, তাহা হইলে আত্মার সচেতন অবস্থায় এই পৃথিবীতেই এমন দর্শন পাইব, যাহাতে চিরকালের জন্য বিমোহিত হইয়া থাকিব। কিঞ্চিৎ সময়ের মত্ততা লাভ করিলে হইবে না; কিন্তু একেবারে প্রমত্ত হইয়া থাকিব। দিবারাত্রি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার নিগূঢ় প্রেমনদীতে সন্তরণ করিতে হইবে। পূর্ব্বতন লোকেরা জঘন্য সোমরস পান করিয়া শারীরিক মত্ততা লাভ করিত, তোমাদিগকে সে মত্ততা লাভ করিতে বলিতেছি না; কিন্তু অন্তরে ঈশ্বরের রূপ দেখিয়া তোমাদের আত্মা এমনই মত্ত হইবে যে, অন্য কোন রূপ দেখিতে আর ইচ্ছা হইবে না, এবং পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে ক্রীড়ার বস্তু মনে হইবে। পিতার ভাণ্ডার-

গৃহ হইতে আমরা অতি সামান্য ধন পাইয়াছি; কিন্তু আমাদের জন্য যে সেখানে কত ধন সঞ্চিত রহিয়াছে তাহার অন্ত নাই। ইঙ্গিত পাইয়াছি, যে দিক হইতে উষার আলোক দেখিতেছি সেই দিকেই ব্রহ্ম আছেন, সেই দিকে চল অগ্রসর হই, সেখানে তাঁহার পূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া এক দিন চিরমোহিত হইব আশা আছে। পরমেশ্বর আশা পূর্ণ করুন।

আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন।

রবিবার, ১৯ শে আশ্বিন, ১৭৯৬ শক।

পুষ্প যেমন ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হয়, তাহার সৌন্দর্য্য এবং সৌরভে যেমন ক্রমে ক্রমে চারিদিক্ আমোদিত করে, ব্রহ্মদর্শনরূপ পুষ্পও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে বিকসিত হইয়া উহার সৌন্দর্য্য এবং সৌরভ দ্বারা চারিদিক আমোদিত করে। মনুষ্য যখন প্রথম ঈশ্বরের সংজ্ঞায় বিশ্বাস করে তাহা অতি সামান্য ব্যাপার। প্রথম জগৎকৌশল দেখিয়া মনুষ্য বিশ্বাস করে ইহার অবশ্যই এক জন জ্ঞানময়, মঙ্গলময় নিয়ন্তা আছেন: এই অবস্থায় ব্রহ্মদর্শন হইল কে বলিবে? যত বার সেই চন্দ্র সূর্য্য, এবং ধন ধান্যের প্রতি বিশ্বাসনেত্র পতিত হয়, তত বারই জড়রাজ্যে ঈশ্বরের দয়ার চিহ্ন দেখিয়া মনুষ্যের মন সহজে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। এই প্রকার বিশ্বাস এবং কৃতজ্ঞতা দ্বারা ঈশ্বর এবং মনুষ্যের মধ্যে যে দূরতা রহিয়াছে অনেক পরিমাণে তাহা বিনষ্ট হয় সত্য; কিন্তু তথাপি ব্রহ্ম হইতে তাঁহার হৃদয় বহু দূরে থাকে। ঈশ্বর আছেন কেবল ইহা যিনি বিশ্বাস করেন, তিনি প্রাতঃকালের মত অতি

অল্প আলোক দর্শন করেন। যে ব্যক্তি বুঝিতে পারিত না যে ঈশ্বর আছেন, বারংবার ভূরি ভূরি প্রমাণ দ্বারা তিনি আছেন ইহার সাক্ষ্য দিয়া সেই অচেতন ব্যক্তিকে চেতন করিয়া দিলেন। ঈশ্বর আছেন, এই সত্যপুষ্প তাহার অন্তরে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। ঈশ্বর আছেন কেবল ইহা বলিলে হইল না, তাঁহার জ্ঞান, দয়া, পুণ্য আছে, এ সকল কথা বলিলেও পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। ইহা দ্বারা বুদ্ধি স্থির হইল, এবং হৃদয়েরও অনেকগুলি ভাব তৃপ্ত হইল; কিন্তু তথাপি আত্মার অনেকগুলি শক্তি অলস রহিল, তাহারা কার্য্য করিতে পারিল না বলিয়া খেদ করিতে লাগিল। আত্মা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অব্যবহিত সন্নিধানে উপস্থিত না হইলে, পূর্ণ বিশ্বাসের উদয় হয় না। যখন আত্মা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, তখন, সে তাঁহাকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করে। তখন তিনি "তুমি রূপে" পরিণত হন। সাধক যখন বলেন, হে ঈশ্বর! আমার মন তুমি অন্তর্যামী হইয়া জানিতেছ, তাঁহার সেই "তুমি" তথাপি দূরস্থ। তখনও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার পূর্ণ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। অল্পবিশ্বাস থাকাতে তখনও ঈশ্বরকে দূরস্থ মনে হইতে থাকে। যত ক্ষণ ঈশ্বর "তিনি" ছিলেন তত ক্ষণ কৌশলপূর্ণ জড়জগতের সাহায্যে, কিংবা বিজ্ঞানের পুস্তকাদি অধ্যয়ন দ্বারা বিশ্বাসকে সতেজ করিতে হইয়াছিল। জড়বাদীরা জড়ের মধ্যে দিয়া সূক্ষ্ম চৈতন্যময় ঈশ্বরকে দেখিতে চেষ্টা করে। ক্রমাগত চন্দ্র সূর্য্য, নদ নদী, পুষ্পলতা জ্যোতিষশাস্ত্র, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদ্বিদ্যা, এবং নানাবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্র এক বাক্য হইয়া ঈশ্বরের সত্তার সাক্ষ্য না দিলে তাঁহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস হয় না। এই জন্য মনুষ্য উন্মীলিত নেত্রে সর্ব্বদা তাকাইতেছে যে, জড়রাজ্যে ঈশ্বরের

সত্তার কত সাক্ষী সংগ্রহ করিতে পারে। ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা সপ্রমাণ করিবার জন্য তাহাদের নিকট জড়বস্তুর সাক্ষ্যের আবশ্যক, কিন্তু যথার্থ বিশ্বাসী সাধক চিরকাল জড়ের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিতে পারেন না। প্রতি বার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইলে, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, নদীর হস্ত দিয়া তাহা প্রেরণ করিতে হইবে. ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। অনেক দূর ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত পথিক তাঁহাকে নিকটে দেখিতে ইচ্ছা করিল। যদিও আবেদনপত্র সাক্ষাৎ সম্পর্কে ঈশ্বরের হস্তে দিই নাই, কিন্তু প্রকৃতির হস্তে দিয়াছি, জড়জগতের ভিতর দিয়া তাঁহার নিকট পার্থনা প্রেরণ করিয়াছি, জগৎ যদি মিথ্যা হয় আমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে না, সেই প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিল কি না এখনও সংবাদ আসে নাই, সাধকের মনে কদাচ এ সকল চিন্তা সহ্য হয় না। প্রকৃত সাধক এই চান যে তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে সংলগ্ন হইবে। প্রেমরজ্জু দ্বারা জীবাত্মা ঈশ্বরেতে সম্বদ্ধ হইবে। তাঁহার মন স্বভাবতঃই ঈশ্বরের সঙ্গে সকল প্রকার ব্যবধান বিনাশ করিয়া নিগূঢ় ঘনিষ্ঠসম্পর্ক স্থাপন করিতে ব্যাকুল হয়। বাল্য-কালে, শিশু আত্মার বিশ্বাস, জ্ঞান জড়জগৎ উদ্দীপন করিয়াছিল। সেই ব্রাহ্ম জিজ্ঞাসুর প্রথমাবস্থায় চন্দ্র, সূর্য্য অথবা জড়জগতের যে কার্য্য ছিল তাহা শেষ হইল ; কিন্তু এখন সেই আত্মা এই চায়, চন্দ্র সূর্য্য থাকুক আর না থাকুক ইহাদের ঈশ্বর আমার নিকট আছেন। সূর্য্য যদি অন্ধকার হয়, বিজ্ঞান যদি মূর্খতা হয়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডও যদি চূর্ণ হয়, তাহা হইলে কি হইবে? চক্ষু নিমীলিত করিলে "তুমি" যাঁহাকে বলি তাঁহাকে দেখা যায়। এখন, তিনি

আছেন, ইহা স্থির হইয়াছে, তুমি আছ, ইহাও স্থির হইয়াছে। এখন "তোমাকে" আরও নিকটে দেখিবার সময় আসিয়াছে। চন্দ্র আছেন, অতএব ঈশ্বর আছেন ; এই যুক্তি, সুতরাং, এবং হেতুর শাস্ত্র দূরীভূত হউক। যে ব্যক্তি ক্রমাগত কৌশলপ্রিয় হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য জগতের কৌশল অন্বেষণ করিতেছে সে ব্যক্তি ব্রহ্মদর্শনের অধিকারী নহে! যাহার মন এখনও প্রমাণ চায় সে কিরূপে উচ্চ শ্রেণীর বিশ্বাসীদিগের মধ্যে পরিগণিত হইবে? কিন্তু যিনি বলিলেন, আর সাক্ষী চাই না, বিচারালয়ের কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল, যাঁহার সত্তা সপ্রমাণ করিবার আবশ্যক ছিল, তিনি নিকটস্থ হইলেন, আর সাক্ষীর প্রয়োজন রহিল না ; জড় জগতের সাক্ষ্যদানের কার্য্য শেষ হইল। কিরূপে? প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা। তাঁহার বর্ত্তমানতা প্রমাণ করিবে কে? দেখ, ঈশ্বর আছেন, এই সত্য প্রস্ফুটিত হইয়া, ঈশ্বরকে দেখা যায় এই সত্যে পরিণত হইল। তিনি তুমিতে পরিণত হইল, এবং তুমি আরও ঘনিষ্ঠতর মধুরতর তুমিতে পরিণত হইল। এখন ইচ্ছা হইতেছে আর চন্দ্র, সূর্য্য দেখিব না, চক্ষু আপনাপনি মুদ্রিত হইল। সমুদয় বিজ্ঞানালোকের কার্য্য শেষ হইল, এক্ষণে পূর্ণবিশ্বাসীর নিকটে ব্রহ্মাগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। তাঁহার অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরের বর্ত্তমানতার জ্যোতি। সাধক যখন প্রথম দিন ঈশ্বরকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার নূতন পরিচয় হইল। ঈশ্বর নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্যের বিশ্বাসচক্ষু সর্ব্বদা প্রস্ফুটিত থাকে না, এইজন্য প্রকৃত সাধক চিরদর্শন প্রার্থনা করেন। অনেকে কল্পনা দ্বারা ঈশ্বরকে বাঁধিতে চেষ্টা করেন ; কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদের চেষ্টা নিষ্ফল

হয়। নিরাকার চক্ষু নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিতে লাগিল। মনুষ্যের বিশ্বাসচক্ষু অতি ক্ষীণ, তাহার নিকট এই ঈশ্বর ছিলেন; আর নাই। আমরা তাঁহাকে একবার দেখিয়াছি, আবার হে জগৎ, তাঁহাকে দেখাইয়া দাও। তখন প্রস্ফুটিত বিশ্বাসচক্ষে পর্ব্বত শিখরে, নদীর কল্লোলে, পুষ্পের সৌন্দর্য্যে, সেই সৌন্দর্য্যের আকর ঈশ্বর দেখা দিতে লাগিলেন। যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরকে সপ্রমাণ করিবে, এজন্য জড়জগতের প্রয়োজন রহিল না। কিন্তু জগৎ তাঁহার আরও সৌন্দর্য্যের প্রভা বিস্তার করিতে লাগিল। অতএব ঈশ্বরের সত্তা সপ্রমাণ করিবার জন্য বাহ্যজগতের প্রয়োজন নাই। কিন্তু জড়-জগৎ এবং হৃদয়জগতের সাহায্য লইয়া ব্রাহ্ম ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। কিন্তু যদি পুষ্পের সৌন্দর্য্য ম্লান হয়, জড়জগৎ অদৃশ্য হয়, তখন ব্রাহ্ম কি করিবেন? নিমীলিত কি উন্মীলিত চক্ষে আমি "আছি" নিজের অস্তিত্বে কে সন্দেহ করিয়াছে? তেমনই নিমীলিত কি উন্মীলিত নেত্রে "ঈশ্বর আছেন" ইহাতে কে সংশয় করিবে? সত্যবিশ্বাসী কোন সৃষ্ট বস্তুকে অবলম্বন করিয়া থাকেন না; কিন্তু সমস্ত বস্তুকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরদর্শন করেন। জগতের প্রমাণের উপরে তাঁহার ঈশ্বরদর্শন নির্ভর করে না। ব্রহ্মদর্শনই তাঁহার আত্মার অবস্থা। "দেখা দাও কাতরে" ঈশ্বর-দর্শনের জন্য তাঁহাকে আর এরূপ প্রার্থনা করিতে হয় না। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ হইলেও আমি আছি, ঈশ্বর আছেন, ইহাতে আর সন্দেহ হইতে পারিবে না। ঈশ্বরেতে নিজের মুখদর্শন, এবং নিজের মধ্যে ঈশ্বরের মুখদর্শন করা, তখন তাঁহার আত্মার সহজাবস্থা হয়। ঈশ্বরদর্শন আর প্রমাণসাপেক্ষ থাকে না। এই অবস্থা প্রত্যেক ব্রাহ্মকে লাভ করিতে হইবে। আর সঙ্গীত, ধ্যান

দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে হয় না। ঈশ্বর প্রতিনিয়ত সমক্ষে। তিনি আত্মার প্রাণ হইয়া গেলেন। প্রথমে উদ্যম, চেষ্টা, সাধন, অবশেষে শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভক্তিতে ব্রহ্মদর্শন।

রবিবার, ২৬শে আশ্বিন, ১৭৯৬ শক।

জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মা লাভের স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইবামাত্র বুদ্ধি এবং ভক্তি ধাবিত হইল। ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই বুদ্ধি এবং ভক্তি ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। প্রত্যেক মনুষ্যের সম্পর্কে যেমন এই অবস্থা স্বাভাবিক, তেমনই ইহা সমস্ত জাতির সম্পর্কেও স্বাভাবিক। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই বুদ্ধি ঈশ্বরকে নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, বুদ্ধি আপনার ক্ষীণতা বুঝিতে পারে না। আমি জানিব এই ভাব অহঙ্কারসম্ভূত। বুদ্ধি যতই গূঢ় সত্য সকল জানিবার জন্য ব্যস্ত হয়, ততই ইহা অসত্যের দুর্গ সকল চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যতই সত্যের পর সত্য অধিকৃত হয়, ততই বুদ্ধি আরও দাম্ভিক ভাবে নূতন নূতন সত্য সকল আবিষ্কার করিতে ধাবিত হয়। আপনার গৌরব আপনি প্রকাশ করে কে? মনুষ্যের বুদ্ধি। বুঝিতে পারি না, জানিতে পারি না, বুদ্ধি এ কথা সহ্য করিতে পারে না। স্বীয় দুর্ব্বলতা, স্বীয় অধিকারের সীমা, অথবা অনধিকার চর্চ্চা যে কোন বস্তু আছে তাহা বুদ্ধি বুঝিতে পারে না। বুদ্ধি অহঙ্কারসম্ভূত, সুতরাং বুদ্ধির পতন হয়। বুদ্ধি যতদিন কুটিল থাকে ততদিন ইহা নানাপ্রকার ভ্রম কুসংস্কারে থাকিয়াও সত্য পাইয়াছি বলিয়া দম্ভ করে। যদি

বুদ্ধিতে সরলতা থাকে, তাহা হইলে ইহা বলে ঈশ্বরকে আমি সম্পূর্ণরূপে জানি না, তাঁহাকে নির্ণয় করিতে গিয়া আমি কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি না। বুদ্ধি এত কালের পর এই সিদ্ধান্ত করিল ঈশ্বরকে অবধারণ করা যায় না। আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর যিনি, পাতাল অপেক্ষা গভীরতর যিনি, তাঁহাকে কিরূপে বুদ্ধি পরিমাণ করিবে? এইজন্যই অনেক সত্যপরায়ণ ব্যক্তিরাও বলিতেছেন, ঈশ্বরদর্শন অসম্ভব। চৈতন্যস্বরূপ যিনি তাঁহাকে কিরূপে ধ্যান ও দর্শন করিব? ইহা বুদ্ধিশাস্ত্রের কথা। বুদ্ধি যাহাদের নেতা, বুদ্ধি যাহাদের ধর্ম্মের মুখ্য, তাহাদের পক্ষে ঈশ্বরদর্শন অসম্ভব। বুদ্ধির পথে গিয়া যতই আমরা ঈশ্বরকে ধরিতে যাই ততই তিনি উচ্চ হইতে উচ্চতর, গভীর হইতে গভীরতর, এবং দূর হইতে দূরতর দেশে পলায়ন করেন। বুদ্ধির নিকটে চিরকালই তিনি দুরবগাহ থাকিবেন। ক্ষুদ্র বুদ্ধি সেই গভীর ব্রহ্মসাগরে প্রবেশ করিতে পারে না। যতই আমরা বুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বরকে দেখিতে যাই ততই আমাদের মন প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে, আমাদেরই পূর্ব্ব জীবনের পরীক্ষা স্মরণ করিয়া সকলেই সায় দিবেন, যে চিন্তা ঈশ্বরদর্শন সুলভ না করিয়া দুর্ল্লভ করিয়া দেয়। তোমরা কি ইহা স্বীকার করিবে না যে, বরং চিন্তা এবং আলোচনাশূন্য হইয়া কেবল অনুরাগ দ্বারা ঈশ্বরকে অনুভব করা যায়? চিন্তা দ্বারা কেবলই অন্ধকার দেখিতে হয়। চিন্তার পথে কেবলই দুর্দ্দশা! আজকাল চারিদিকে ভয়ানক জড়বাদের প্রাদুর্ভাব। যেখানে কেবল জড়ের শাসন, চৈতন্য নাই, পরিত্রাণ নাই, সেখানেই অহঙ্কারী বুদ্ধির রাজত্ব। অতএব পরিত্রাণার্থীরা অতি সাবধান হইয়া এই বুদ্ধির কুটিল পথ পরিত্যাগ করেন।

প্রথমেই বলিয়াছি, মনুষ্যের ধর্ম্মজীবনের আরম্ভে বুদ্ধি এবং ভক্তি এই দুটী সর্ব্বাগ্রে উত্তেজিত হয়। আমি নিজে কিছুই বুঝিতে পারি না, এই প্রকার ভাব হইতে ভক্তির উদয় হয়। মনুষ্যের মনে যতক্ষণ অহঙ্কার দম্ভ থাকে ততক্ষণ ভক্তির উদয় হয় না। যে অহঙ্কারের দাস হইয়া নিজের বুদ্ধিবলে ঈশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করিল, তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইল; কিন্তু যে নিরুপায় হইয়া দীনভাবে তাঁহাকে প্রার্থনা করিল তাহারই নিকট ঈশ্বর প্রকাশিত হইলেন। অনুতাপ, ব্যাকুলতা, এবং বিনয় হইতে ভক্তি-পুষ্প উৎপন্ন হয়। যতই আপনাকে ক্রমাগত পৃথিবীর ধূলির মত নীচ করিবে, ততই তোমার অন্তরে ভক্তিরস সঞ্চারিত হইবে। উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে ভক্তি গমন করে না। অহঙ্কার ভক্তির মহাশত্রু। যে আমিত্ব কিংবা অহংজ্ঞান বুদ্ধির প্রাণ, সেই আমিত্ব ভক্তির মূলে নাই। বুদ্ধি বলে আমি জানি, ভক্তি বলে তুমি জানাও, বুদ্ধি বলে আমি বুঝি, ভক্তি বলে তুমি বুঝাও। এই ভক্তি মনুষ্যকে কোন্ দিকে লইয়া যায়? ঈশ্বরের পদতলে। যে বিদ্যা বলে আমি কিছুই জানি না, তাহা ভক্তির বিদ্যা। বুদ্ধি যাহা সহস্র বর্ষ চেষ্টা করিয়া বলিতে পারে না, ভক্তি সাহস এবং বিনয়ের সহিত নিমেষের মধ্যে বলিল আমাকে ব্রহ্ম দর্শন দিতেছেন। ভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি কেবল বিশ্বাস এবং ভক্তিচক্ষে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে সক্ষম হন। বুদ্ধি অনেক বৎসর আস্ফালন করিয়া এই বলিল আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু ভক্তি যাই বিনম্রভাবে চক্ষু দুটী খুলিলেন, তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মাণ্ডের পতি ঈশ্বর সম্মুখে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধি অনেক চেষ্টা করিয়া এই বলিল, ঈশ্বর অচিন্ত্য তাঁহাকে দেখা যায় না। এই কি পাষণ্ড

বুদ্ধি, তোমার সিদ্ধান্ত ? তুমি এত আস্ফালন ও এত আড়ম্বরের পর কি না এই কথা বলিলে যে ঈশ্বরকে দেখা যায় না ? তোমাকে ধিক্ !! প্রখর বুদ্ধি, তুমি মহা আড়ম্বর করিয়া ঈশ্বরকে দেখিবে বলিয়া গিয়াছিলে ; কিন্তু তোমার অহঙ্কার চূর্ণ হইল, তুমি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলে। দেখ ভক্তি অতি দীনের ন্যায় ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া কাঁদিতেছিল ; কিন্তু তাহারই নিকট ব্রহ্মাণ্ডের রাজা দেখা দিলেন। ভক্ত বলেন, ঈশ্বর আমাকে দেখা দিলেন, তাই আমি তাঁহার দেখা পাইলাম। শাস্ত্রও পড়ি নাই, তর্কদ্বারাও সিদ্ধান্ত করি নাই, ঘরে বসিয়া ছিলাম, চক্ষু আপনা আপনি খুলিয়া গেল, দেখিলাম কাছে আসিয়া ঈশ্বর বসিয়া আছেন। তর্কে বহু, বহুদূর, কিন্তু ঈশ্বর ভক্তের নিকটস্থ, অন্তরস্থ প্রাণ ধন। বুদ্ধি অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়া এই লাভ করিল, ঈশ্বর অচিন্ত্য ; কিন্তু ভক্ত ঘরে বসিয়া নিজের প্রাণের মধ্যে প্রাণেশ্বরকে দেখিলেন। বুদ্ধির নিকট অবতার নাই, ভক্তির নিকট অবতার। ঈশ্বর ভক্তবৎসলের হৃদয়ের মধ্যে না আসিলে, তিনি স্বয়ং দেখা না দিলে, কে তাঁহাকে দেখিতে পায় ? মূল্য দিয়া পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। উচ্চতর বিজ্ঞান বলিল, ঈশ্বর অচিন্ত্য, তাঁহাকে দেখা যায় না। কিন্তু ভক্তি বলিল ঈশ্বরকে দেখা যায়। ঈশ্বর নিরাকার, সুতরাং তাঁহাকে দেখা যায় না, জগতের সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্র এই কথা বলিতেছে ; কিন্তু যখন বঙ্গদেশে, কলিকাতা নগরে, ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়া উপস্থিত হই, তখন দেখি ব্রাহ্মদিগের প্রার্থনা, সঙ্গীত, স্তব স্তুতি, এবং পুস্তকাদিতে, "হে ঈশ্বর ! দেখা দেও।" এই কথা রহিয়াছে। অরূপরূপদর্শন এ যে আশ্চর্য্য কথা ! বাস্তবিক যদি ব্রহ্মকে দেখা না যায়, তবে আমাদের অন্তরে ব্রহ্ম-দর্শন-স্পৃহা

হইল কেন? এত শতাব্দীতে, এত বিজ্ঞান দ্বারা যাহা স্থির হয় নাই, তোমরা এই অসাধ্য সাধন করিবে? যিনি বুদ্ধির অগম্য, মনের অচিন্ত্য, তাঁহাকে তোমরা ভক্তিচক্ষে করতলন্যস্ত ফলের ন্যায় দেখিতেছ, ইহা কি সামান্য ব্যাপার? বুদ্ধি কোনকালেই অহঙ্কারে ঈশ্বরকে দেখিতে পায় নাই। সেই ভক্তি যাহা চিরকাল ঈশ্বরকে নিকটে দেখিয়াছে, বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছে। আমাদের যে বিভাগে বুদ্ধি সেখানে ঈশ্বর অদৃশ্য এবং অচিন্ত্য, অতএব বন্ধুগণ. তোমরা কেহই বুদ্ধির সামান্য প্রদীপ লইয়া ব্রহ্মদর্শনরাজ্যে প্রবেশ করিও না। যদি কোন আচার্য্য বলেন চিন্তাদ্বারা ব্রহ্মকে দেখা যায়, সেই মৃত্যুর কথা তোমরা গ্রহণ করিও না। তাহা অহঙ্কার এবং অন্ধকারের পথ। বুদ্ধির প্রদীপ লইয়া দুই ঘণ্টা কাল ধ্যান কর, কোথাও ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে না। কেবলই অন্ধকারের পর গভীরতর অন্ধকার দেখিবে। কিন্তু যখনই বলিবে আমি নিজের কোন বলে ঈশ্বরকে দেখিতে পারি না, তখনই ভক্তিবলে নিমেষের মধ্যে বলিবে, "এই আমার ঈশ্বর।" ভক্তকে জিজ্ঞাসা কর, ভাই, তুমি কিরূপে ঈশ্বরকে দেখিলে, তিনি বলিবেন তাহা আমি জানি না। যাহারা বুদ্ধিপরায়ণ তাহারা পথ দেখাইতে চেষ্টা করিত। ভক্তকে পথ ভ্রমণ করিয়া দূরে যাইতে হয় না, তিনি ঘরে বসিয়া ঈশ্বরকে দেখিতে পান। জগতের কত লোক বলিয়াছে, ব্রাহ্মেরা দাম্ভিক। কিন্তু আমরা ঈশ্বরদর্শন করি ইহা যথার্থ বিনয়ের কথা। বিজ্ঞানবিদেরাই অহঙ্কার করিয়া বলে "ঈশ্বরকে দেখা যায় না, ঈশ্বর নিরাকার, অলক্ষিত ভাবে লুকাইয়া আছেন. তাঁহাকে দেখা যায় না," যাহারা এই কথা বলে তাহারাই অহঙ্কারী। তিনি আছেন

ইহা যদি সত্য হয়, তাঁহাকে দেখা যায় ইহা তেমনই সত্য। ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস, এবং দর্শন এক কথা। এখানে "তুমি আছ" "তোমাকে দর্শন করিতেছি" "তোমার পবিত্র আবির্ভাব ভোগ করিতেছি" এ সকলই এক কথা। যাই ভক্ত বলিলেন আমার প্রাণেশ্বর আছেন, তখন তিনি তাঁহাকে দেখিলেন এবং তাঁহার মধুর সত্তা সম্ভোগ করিলেন। যাই ভক্ত বলিলেন আমার নিজের কোন চেষ্টা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হইল না, তখনই নিরাকার ব্রহ্ম সেই দীনাত্মা ভক্তের নিকটে দৃশ্য ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হইলেন। ব্রহ্ম যতদিন বাঁচিয়া থাকেন, আমার বিশ্বাসের অভাব হইবে না। দেখ ভক্তের কম্ম, ভক্তের ব্রহ্মদর্শন কেমন সুলভ। ভক্তের নিরাকার তত্ত্ব পাঠ কেমন ঋজুপাঠ। কে কাহার বাড়ীতে যায়? ঘরে বসিয়া ভক্তেরা মহারত্ন লাভ করেন। ভক্তবৎসল স্বয়ং আসিয়া ভক্তদিগকে ঘরে তাঁহার স্বর্গের মহাধন বিতরণ করেন।

ঈশ্বরের সাক্ষীর অভাব।

রবিবার, ২রা কার্ত্তিক, ১৭৯৬ শক।

ব্রাহ্মগণ, তোমাদের পিতার কি কোন অভাব আছে? তোমরা না বল, ঈশ্বর পূর্ণস্বরূপ, অনাদি, অনন্ত, নিত্য এবং পূর্ণসত্তা, পূর্ণপ্রেম, পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণ পবিত্রতার আধার হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তোমরা সকলেই জান ঈশ্বর পূর্ণ; কিন্তু সেই পূর্ণ ঈশ্বরেরও একটী অভাব আছে। পূর্ণ পরব্রহ্মের অভাব আছে। ব্রাহ্মগণ, অদ্য ভাবিয়া দেখ তোমাদের পূর্ণ পরমেশ্বরের অভাব

আছে কি না। আমাদের ঈশ্বরের একটী অভাব আছে। তাঁহার কতকগুলি সাক্ষীর অভাব আছে। তাঁহার মঙ্গলভাবের অসীম ক্ষমতা, এবং অনন্ত জ্ঞান কৌশলের পরিচয় দিবার জন্য সহস্র সহস্র সাক্ষী সৃজন করিলেন। ক্ষুদ্রতম সর্ষপকণা হইতে প্রকাণ্ড পর্ব্বত পর্য্যন্ত তাঁহারই জ্ঞান, শক্তি এবং দয়ার সাক্ষ্য দিতেছে। সকলেই বলিতেছে আমাদের ঈশ্বর পূর্ণ দয়া, পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ শক্তির আধার। ঈশ্বর আপনার সৃষ্টির মধ্যে অসংখ্য সাক্ষী রাখিয়া দিলেন; কিন্তু মনুষ্য পাপে এমনই অন্ধ এবং অসাড় হইয়াছে, যে তাহাদিগকে চিনিতে পারে না। এই জন্য চৈতন্য-বিশিষ্ট মনুষ্যদিগের মধ্যেই ঈশ্বরের সাক্ষীর প্রয়োজন। জড়-জগত ক্রমাগত ঈশ্বরের জ্ঞান ও দয়ার সাক্ষ্য দিতেছে, কিন্তু তাহা সকলে বুঝিতে পারিল না। পৃথিবীর নরনারী তাঁহারই পুত্র কন্যা, তিনি নিজ হস্তে তাঁহাদের আত্মাতে বুদ্ধি, প্রেম এবং দেবভাব সকল দিলেন; কিন্তু সেই ব্রহ্মপুত্রকন্যারাই পিতাকে ভুলিয়া এই জগতের ভিতর হইতেই কুটিল যুক্তি সকল বাহির করিয়া ঈশ্বর নাই ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল। হায়, ঈশ্বরের সাক্ষী সকলের এই দুর্দ্দশা হইল! ঈশ্বর সাক্ষী চান তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের মধ্যে। জড়জগৎ ঈশ্বরের হস্তের লেখা, এবং ভৌতিক বিজ্ঞান চিরকাল ইহার কৌশল দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞান, দয়া ও শক্তির পরিচয় দিয়া আসিতেছে; কিন্তু তথাপি আরও স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ সাক্ষীর প্রয়োজন। যাহার আত্মা আছে, চৈতন্য আছে, সেই সাক্ষীর প্রয়োজন। জড়জগৎ অপেক্ষা উচ্চ-তর মহত্তর সাক্ষী তিনি চান! ঈশ্বর তাঁহার সুশৃঙ্খলাপূর্ণ সুন্দর ধর্ম্মজগতে, গুরু হইয়া শিষ্য, রাজা হইয়া প্রজা, এবং পিতা হইয়া

সাধু এবং সাধ্বী পুত্র কন্যা সকল প্রস্তুত কেন করিতেছেন? কেবল সেই সকল লোকদিগের কল্যাণের জন্য নহে; কিন্তু একটী শিষ্য সহস্র শিষ্য প্রস্তুত করিবে, একটী প্রজা সহস্র প্রজার আদর্শ হইবে, এবং একটী সন্তান তাঁহার আরও সহস্র সন্তানকে উদ্ধার করিবে এই জন্য পিতা সাক্ষী চাহিতেছেন। তিনি যে এতকাল ব্রাহ্মসমাজের শ্রীবৃদ্ধি করিলেন, তাহা কেবল বঙ্গদেশের জন্য নহে; কিন্তু পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য। তোমরা স্বর্গের আলোক পাইয়াছ, তাহা কেবল তোমাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিবার জন্য নহে; কিন্তু তাহা দ্বারা সমুদয় জগৎ উজ্জ্বল হইবে। তোমাদের কয়েকজনকে জগতের গুরু ঈশ্বর তাঁহার শিষ্যত্বে বরণ করিয়াছেন, এই জন্য যে তোমরা তাঁহার সাক্ষী হইয়া জগতের পরিত্রাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবে। এই জন্য বলি ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের বিশেষ বিধান। বঙ্গদেশে ঈশ্বর তাঁহার কতকগুলি সাক্ষী প্রস্তুত করিলেন, এই জন্য যে তাহাদিগকে জগতের নিকট স্থাপন করিবেন। ব্রাহ্মগণ, বল দেখি তোমাদের কর্ত্তব্য কি? যেমন তোমরা শিষ্য হইবে, তেমনই তোমাদিগকে তাঁহার অলৌকিক কার্য্যের সাক্ষ্য দিতে হইবে। এখনও ব্রাহ্মদিগের গুরুতর কর্ত্তব্য সাধন হয় নাই। তাঁহাদিগকে এখন সাক্ষী হইয়া জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ঈশ্বরের কথা বলিতে হইবে। যদি পৃথিবীর মধ্যে কোন ব্যক্তি, বিশেষরূপে যথার্থ সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকেন তিনি ব্রাহ্ম। কেন না তিনি সেই স্বর্গের রত্ন পাইয়াছেন যাহা নিত্য, অবিনশ্বর পরমধন। পৃথিবীর ধন সম্পদ পাইলে কি সৌভাগ্য হয়? যদি পরিত্রাণের পথ দেখা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আলোক হয়, তাহা ব্রাহ্মেরা পাইয়াছেন, অতএব ব্রাহ্ম অপেক্ষা

সৌভাগ্যশালী আর কে আছে? জগতের নিকট এই সাক্ষ্য দিব যে ঈশ্বরের কাছে আমরা পরিত্রাণের পথ দেখিয়াছি, এবং সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে ব্রাহ্মধর্ম্ম, আমরা তাহার মিষ্টতা আস্বাদ করিয়াছি। পাপী হইয়াও যদি পরিত্রাণের পথ দেখিলে সৌভাগ্য হয়, তাহা বঙ্গদেশে হইয়াছে। যথার্থ স্বর্গের সৌভাগ্যচন্দ্র যদি কোথায়ও উদিত হইয়া থাকে তাহা এই বঙ্গদেশের পাপী ব্রাহ্মদিগের জীবনে দেখ। এই যে কতকগুলি লোক দিন দিন, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে ঈশ্বরের উপাসনা, সাধন ভজন, এবং তাঁহাকে প্রার্থনা করিতেছেন, এ সকল ব্যাপারের মধ্যে রাশি রাশি অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই সৌভাগ্য-জ্যোৎস্না উঠিতেছে। সৌভাগ্য কে না বুঝিতে পারে? অন্য বিষয়ে আমরা মূর্খ হই ক্ষতি নাই, কেন না যখন আমরা ভাবি আমরা গরীব কয়েকটী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, এখন আমরা কোথায় আসিয়াছি, তখন আমাদের সৌভাগ্য দেখিয়া আনন্দ ধারণ করিতে পারি না। প্রেমময় ঈশ্বরের হস্ত হইতে তাঁহার প্রেমামৃত ব্রাহ্মধর্ম্মরূপে পাপীদের হস্তে আসিল। সেই মহাপাতকী আমরা নিরাকার ঈশ্বরের রূপ দর্শন করিতেছি, ইহা কি সৌভাগ্য নহে? আমাদের কঠোর প্রাণে ঈশ্বরের প্রসাদবারি বর্ষিত হইয়া প্রেম বীজ, ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইল, ইহা কি সামান্য সৌভাগ্যের বিষয়? এই বঙ্গদেশে আমরা কয়জন পাপী তাই বলিতেছি, নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায়, অবিশ্বাসিগণ, এ কথায় তোমরা আপত্তি কর কেন? আমরা তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিতেছি, এক বার যে প্রাণের সহিত কাঁদিতে পারে, তখনই সে নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিতে পায়। কাহারা ইহার সাক্ষী? ব্রাহ্ম তুমি। আক্ষেপের বিষয় এই ব্রাহ্মেরা

ভাবে না তাহাদের কত সৌভাগ্য। এই যে এত বৎসর ব্রাহ্ম হইয়া বঙ্গদেশে বাস করিতেছি, হে ঈশ্বর! ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য হইতে পারে না। ধন, মান ও পরিবার বন্ধুজনে কি হইবে? আমরা যে ব্রাহ্ম হইয়াছি। পৃথিবীর পাপ মোহিনী মূর্ত্তি দেখাইয়া কত বার কাঁপাইল। সভ্যতা ও জ্ঞানদর্প কত প্রলোভন দেখাইল, এ সমুদয়ের মধ্যে এখনও যে বাঁচিয়া আছি, এখনও যে কুসংস্কার দুরাচারসাগরে ডুবি নাই, ইহাতে আমাদের কত সৌভাগ্য। আমরা পাঁচ জন ভাই মিলিত হইয়া দয়াল প্রভুর সংবাদ পরস্পরকে বলিতে পারি এই আমাদের স্বর্গ। ইহাতে আমরা যে পাপী, ইহা কি অস্বীকার করি? কিন্তু পাপী হইয়াও আমাদের এত সৌভাগ্য হইল, ইহাতেই আমাদের এত অধিক আনন্দ। সাধু হইলে এত সৌভাগ্য মনে হইত না। ভক্তির পবিত্রজলে ভক্ত তাঁহাকে দেখিবেই; কিন্তু পাপীর মন যখন অনুতাপজলে আর্দ্র হইয়া তাঁহাকে দেখে, তাহা অপেক্ষা আর পাপীর সৌভাগ্য কি হইতে পারে? আমরা কয়েকজন পাপী ব্রাহ্ম এমন সুন্দর সংবাদ পাইয়াছি, এখন জগতের নিকট ইহার সাক্ষী হইতে হইতে। আজ এই দুর্গাপূজা উপলক্ষে কত ভাইভগ্নী হাঁসিতেছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় কাঁদিতেছে। দেশের ভাই ভগ্নীদের পায়ে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করি, ভাইগণ, ভগিনীগণ, তোমাদের মুখ যখন হাঁসে, তখন কি তোমাদের প্রাণ কাঁদে না? এমন প্রিয় পরমেশ্বর দেশে আসিয়াছেন, কেন তাঁহাকে দেখিলে না? ব্রাহ্ম, তোমাকেও বলি, তুমি যে সাক্ষীর নিয়োগ পত্র পাইয়াছ, তাহার কি করিলে? তোমরা কি শুনিতেছনা, পৃথিবীর নর নারী সকলে বলিতেছে, কৈ নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায়, ইহার যথার্থ

সাক্ষ্য কেহই দিল না। আমাদের পিতার যে কতকগুলি ভাল সাক্ষীর প্রয়োজন হইয়াছে। প্রেমসিন্ধু পিতা নিরাকার; কিন্তু তিনি মিষ্টতায় পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মসমাজ, তোমার ক্রোড়ে যতগুলি ব্রাহ্ম বসিয়া আছেন, সকলকে তুমি দয়াময় পিতার সাক্ষী করিয়া লও। যে সাক্ষী নহে, সে ব্রাহ্ম নহে। যদি সাক্ষ্য না দেও, তবে পিতা তাঁহার পুত্র বলিয়া, যথার্থ ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন কিরূপে? তোমাদের চরিত্র পবিত্র করিয়া দয়াময় পিতাকে এমনই ভাবে প্রচার কর যে, জগৎ বলিবে, সমুদ্র যাঁহার প্রেম দেখাইতে পারিল না, এই কয়েক জন ভক্ত সাক্ষীর দুই চারি বিন্দু চক্ষের জল সেই প্রেমসিন্ধুকে দেখাইয়া দিল। ব্রাহ্ম ভাই, তোমার চরিত্রকে নির্ম্মল কর, ঈশ্বর আপনি তোমার জীবন দ্বারা জগতে আপনার সাক্ষ্য দিবেন। অদ্যকার রজনী কেমন ভয়ানক, তোমরা কি জান না? যে সকল স্ত্রী পুরুষ আজ দয়াময় নাম করিয়া স্বর্গের সুখ ভোগ করিতে পারিতেন, আজ তাঁহারা নরকের অন্ধকার এবং ব্যভিচারসাগরে ডুবিতেছেন। এই নরকের রজনী যেখানে, এই ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র আলোক আবার সেখানেই। এক দিকে এই নরকের ছবি, অপর দিকে এই স্বর্গের আলোক। এই দুই ছবি দেখাইয়া কি বলিতে হইবে, ব্রাহ্মগণ, তোমাদিগকে ব্রহ্মের সাক্ষী হইয়া বাহির হইতে হইবে। তোমাদের এত সৌভাগ্যের মধ্যে দেশের এই দুর্ভাগ্য। হা ব্রাহ্মগণ! তোমরা কি ইহা দেখিতেছ না? তোমরা প্রচারক হইয়া চারিদিকে ধাবিত হও এই কথা বলিতেছি না, কিন্তু ইহা বলিতেছি তোমরা প্রকৃতরূপ উপাসনাশীল হইয়া চরিত্র নির্ম্মল কর, তাহা হইলে তোমাদের ঈশ্বরের প্রতি সকলের মন প্রাণ আকৃষ্ট হইবে। জগৎ যখন

দেখিবে তোমরা যথার্থই ঈশ্বরের সাক্ষী হইয়া সুখী হইয়াছ, তখন আর তাহারা পিতাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না। যাঁহার সাক্ষীর প্রয়োজন আছে সেই পূর্ণ ঈশ্বর তোমাদের কয়েক জনকে ডাকিতেছেন। তিনি যে এই দেশে সহস্র সহস্র ব্রাহ্ম প্রস্তুত করিলেন, এইজন্য যে তাঁহারা সাক্ষী হইয়া, তাঁহার সহযোগী হইয়া (কি আশ্চর্য্য! কি উচ্চ অধিকারের কথা!!) তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া, এ সকল সামান্য মনুষ্য, জগতে তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিবে। ঈশ্বর ডাকিতেছেন, তোমরা সকলে তাঁহার পথের অনুগামী হও।

হে ঈশ্বর, এখনও তোমাকে ডাকিতে পারিতেছি। কি আমি, তুমি বা কে? কত প্রভেদ। পৃথিবীর লোক বলে পাপী কি কখনও পুণ্যময় ঈশ্বরকে দেখিতে পারে? জগতের লোক যাহা অসম্ভব বলিয়া জানে তাহা আমাদের জীবনে সত্য হইল। পিতা, ইহা কি সত্য নহে, নির্জ্জনে, বৃক্ষতলে তোমাকে দেখিয়াছি, তোমার সঙ্গে সদালাপ করিয়াছি, তোমার সুমিষ্ট কথা শুনিয়া জীবনের সকল দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছি? পিতা, এ সকলত স্বপ্ন নহে। আমরাত নিজে ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসি নাই। আজত এই ভয়ানক রজনীতে পাপ অধর্ম্মে ডুবিয়া থাকিতাম, কেন আমাদিগকে বাঁচাইয়া আনিলে? যদি ব্রাহ্ম না করিতে, আমাদের কি দুর্দ্দশা হইত। দুষ্কর্ম্ম করিতাম, নিজের এবং অন্য লোকের সর্ব্বনাশ করিতাম। পিতা, এত যে দয়া করিলে কৃতজ্ঞতা কি দিয়াছি? সাক্ষী হইয়া দশ জনের কাছে কি বলিয়াছি, তুমি কেমন দয়াময়? হে দীনগতি, তুমি বাঁচাইলে তাই এত সৌভাগ্য। রত্ন পুরাতন হইলে তাহার মূল্য কেহ বুঝিতে পারে না, আমাদেরও

বুঝি সেই দুর্দ্দশা হইল। হে দীননাথ, বড় উপকার করিলে, জীবন কিনিয়া রাখিলে। আশীর্ব্বাদ কর, যেন চিরদিন তোমাকে দেখিয়া, চরিত্র নির্ম্মল করি, এবং তোমার সাক্ষী হইয়া জগতে তোমার দয়ার সাক্ষ্য দিতে পারি। ব্রহ্মমন্দিরের রাজা, তুমি কৃপা করিয়া উপাসকদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

